আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রহ.)'র
ওফাত শতবার্ষিকী উপলক্ষে

আ'লা হযরত কনফারেন্স'১৮

স্মারকগ্রন্থ

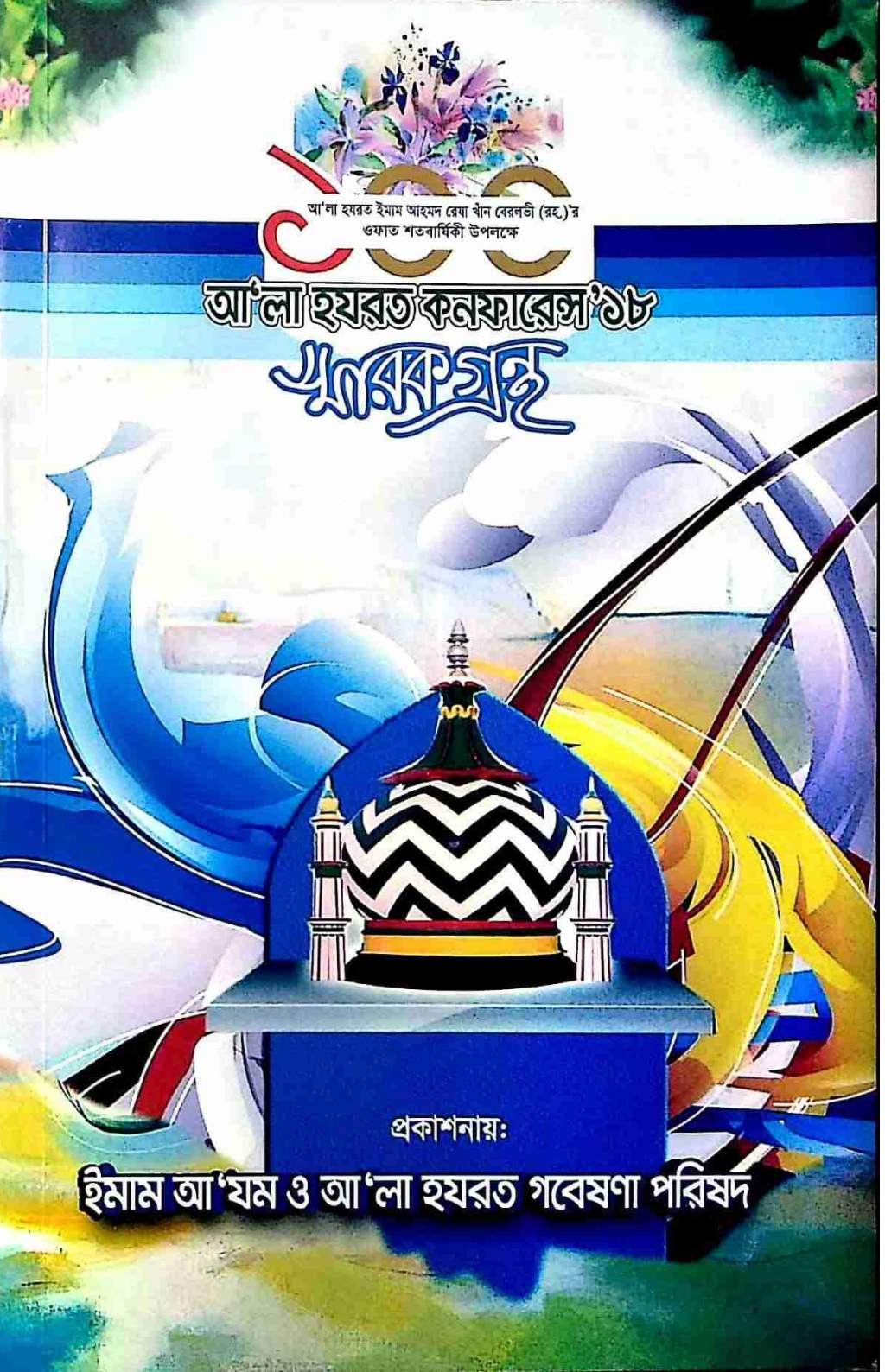

প্রকাশনায়ঃ

ইমাম আ'যম ও আ'লা হযরত গবেষণা পরিষদ

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

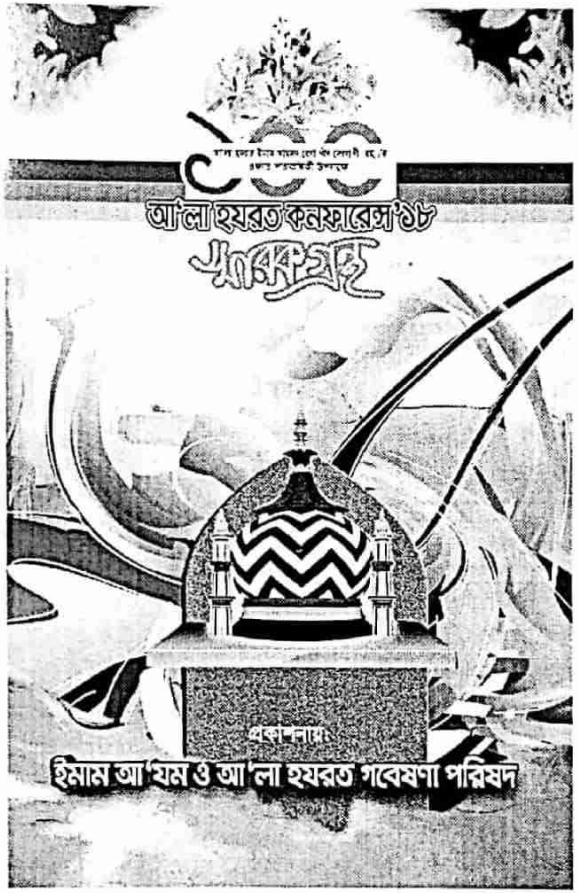

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহ.
ওফাত শতবার্ষিকী উপলক্ষে

আ'লা হযরত কনফারেন্স স্মারকগ্রন্থ- ২০১৮

১৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ, ৩ সফর- ১৪৪০ হিজরি, ২৯ আশ্বিন- ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

উপাধ্যক্ষ মুফতি আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

সম্পাদনা পরিষদ

মুফতি মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আল-কাদেরী

হাফেজ মাওলানা মুনিরুজ্জামান আল-কাদেরী

মাওলানা মাসুম বাকী বিল্লাহ

মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী

সম্পাদনা সহযোগী

মুহাম্মদ রায়হান কাদেরী

মাহ্দী আল গালিব

মিসবাহুল ইসলাম আকিব

মুহাম্মদ সৈয়দুল হক

আবু সাঈদ (নয়ন)

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ নাজিম উদ্দীন খান

মূল্য : ৮০ টাকা মাত্র

মুদ্রণ ও ডিজাইন: বর্ণমালা প্রিন্টিং

২০৭/২, বিশ্বাস টাওয়ার (২য় তলা), রুম নং-২১১,

১নং লেন, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

মোবাইল : ০১৮১৯৫৩৬৩০৬

ইমাম আ'যম ও আ'লা হযরত গবেষণা পরিষদ

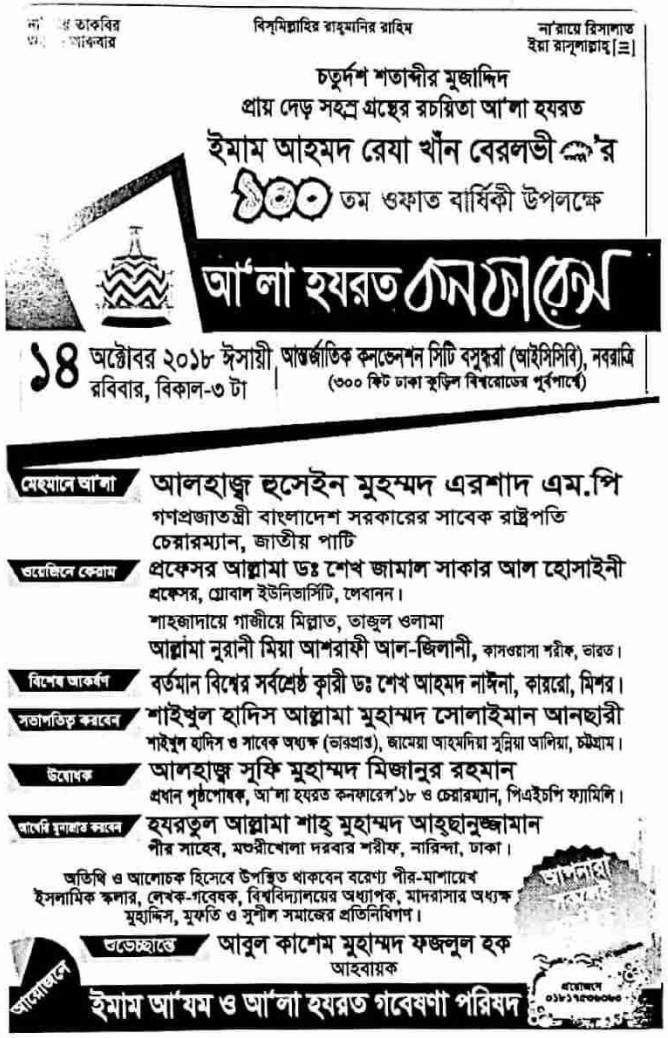

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

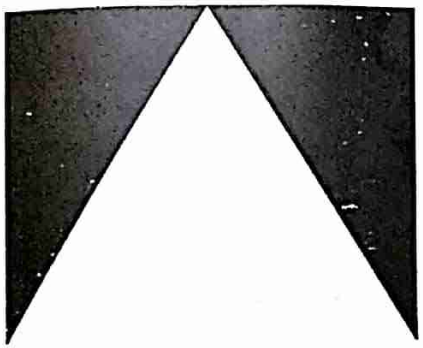

উৎসর্গ

ইমাম আ'লা হযরতের প্রপৌত্র,

তাজুশ শরীয়াহ,

আল্লামা আখতার রেযা খান আল-আযহারী

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

সূচিপত্র

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী [রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান /১০

ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ : ফিক্বহ শাস্ত্রের এক অনন্য অবদান
সৈয়দ মুহাম্মাদ অছিয়র রহমান /১৬

ইমাম আ'লা হযরত রহ. এর জীবন ও কর্ম
হাফিজ আল্লামা মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী /১৯

কানযুল ঈমান : একটি পর্যালোচনা
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ /২২

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী রহ. ছিলেন সমগ্র বিশ্বের আলেমদের দিকনির্দেশক
ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান /২৪

সিপাহি বিপ্লবোত্তর সংকট কালের মহান কান্ডারি : ইমাম আ'লা হযরত রহ.
মোসাহেব উদ্দীন বখতিয়ার /২৭

হাফেজে কুরআন ও আ'লা হযরত
কাজী মোহাম্মদ আবদুল হান্নান /৩০

মুজতাহিদ আ'লা হযরত
মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী /৩১

শ্রদ্ধা লহ, হে কলম-সম্রাট!
মাওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামান আল-কাদেরী /৩৪

ইমাম আহমদ রেযা খান ও কাদিয়ানী মতবাদ
সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী /৩৬

আ'লা হযরত: এক বৈশ্বিক গবেষণা লাইব্রেরি
মুফতি আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক /৩৯

ইশকে রাসূলের ক্রান্তিলগ্নে আ'লা হযরতের আবির্ভাব
মাওলানা মাছুম বাকী বিল্লাহ কাদেরী /৪০

আ'লা হযরত রহ.
শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা /৪২

ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ : আ'লা হযরত রহ. এর অমর কীর্তি
মুফতি মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আল-কাদেরী /৪৩

মাসলাকে আ'লা হযরত : শিরক, কুফর ও বিদআত মুক্ত মাসলাক
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা শাহ /৪৫

সূচিপত্র

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহ. এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য
ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন /৪৭

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. এক ঐশীকৃপা
ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম /৫০

"আদ-দৌলাতুল মাক্কীয়্যা বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যাহ" রচনার প্রোপট
ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম ক্বাদেরী /৫২

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহ. ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তরজুমায়ে
কোরআন: একটি তুলনামুলক সমীক্ষা
মুফতি আ.স. ম. এয়াকুব হোসাইন আল ক্বাদেরী /৫৩

সব্যসাচী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ.
মুহাম্মদ শফিউল আলম /৫৪

ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর আরবি কাব্য সাহিত্য
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল নোমান /৫৫

সবার উপর সবার সেরা
আ'লা হযরত আহমদ রেযা
অধ্যক্ষ মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী /৫৭

ইমাম আহমদ রেযা রহ. কে কেন আ'লা হযরত বলা হয়? আপত্তি ও জবাব
মাওলানা মোহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আল্কাদেরী /৫৯

বিস্ময়কর নবীপ্রেমিক ইমাম আ'লা হযরত
মুহাম্মদ ওসমান গণি /৬২

ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর অর্থনৈতিক দর্শন
মুহাম্মদ এমরানুল ইসলাম /৬৪

উসূলে ফিকহে আ'লা হযরতের যুগান্তকারী অবদান
সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আযহারী /৬৬

আল্লাহর ধনভাণ্ডারের চাবি বিষয়ে আ'লা হযরতের মন্তব্য
মুহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম /৬৮

দ্বীনের সংস্কারে আ'লা হযরত এর অবদান
মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আশরাফী /৬৯

আ'লা হযরত রহ. এঁর কাব্যে ইশকে রাসুল (?)
শাহজাহান মোহাম্মদ ইসমাইল /৭০

আ'লা হযরত রহ. এর অনন্য প্রতিভা
মুহাম্মাদ নিয়ামুল ইসলাম /৭১

সূচিপত্র

আ'লা হযরত ও বাংলাদেশের প্রকাশনা
মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী
তরুণ আলেম ও ইসলামী সংগঠক, ঢাকা /৭২

তাসাউফ চর্চায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রহ.
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম /৭৩

কবিতার খাতা! চেতনার পিতা!
কবি মাহ্দী আল গালিব /৭৪

মসজিদ-মাযারে মহিলাদের গমন : আ'লা হযরতের বক্তব্য
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম /৭৭

বিশ্ববরেণ্য ও ভিন্নমতাবলম্বীদের চোখে আমাদের ইমাম
কবি এম সাইফুল ইসলাম নেজামী /৭৯

আ'লা হযরত প্রচারে তুরস্কের "হাকিকত কিতাবেভী প্রকাশনী"
মুহাম্মদ হাসান সজল /৮০

ফতোয়াবাজ দমনে একজন দ ফতোয়াবিদ
মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম /৮১

হযরত মুয়াবিয়া বিদ্বেষীদের প্রতি মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত
মিসবাহুল ইসলাম আকিব /৮২

বাতিলদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ : কুরআনিক দৃঢ়তায় আ'লা হযরত
মুহাম্মদ আবু সাইদ (নয়ন) /৮৩

আ'লা হযরত রহ. : হৃদয় জুড়ে যাঁর অবস্থান
মোহাম্মদ মিলাদ শরীফ /৮৫

আ'লা হযরতের চোখে "জাতি নূর" এর তাহকীক
মোহাম্মদ নাজমুল হাছান শাহ /৮৬

আ'লা হযরত রহ. : সৃজনে বিস্ময়
মুহাম্মদ জাবেদ হোছাইন /৮৭

অদ্বিতীয় আ'লা হযরত
মুহাম্মদ সৈয়দুল হক /৮৯

ফিজিক্সে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর অবদান
মুহাম্মদ হানিফ মান্নান /৯০

সূচিপত্র

لماذا الإمام أحمد رضا خان البريلوى؟
أستاذ الدكتور خالد ثابت الأزهري
القاهرة ،مصر /৯২

مساهمة الإمام أحمد رضا خان في الفقه الإسلامي
د. محمد جعفر الله
الأستاذ المشارك، القسم العربي، جامعة شيتاغونغ
بنغلاديش. /৯৪

العالم الجليل والفقيه النبيل الامام أحمد رضا خان -عليه
السيد محمد معين الدين هلال-عفي عنه
المحاضر العربي للجامعة القادرية الطيبية العالية، داكا. /৯৮

الشيخ أحمد رضا خان وكتابه "الدولة المكية بالمادة الغيبيه
الدكتور محمد سيف الإسلام الأزهري الحنفي /৯৯

مكانة الإمام أحمد رضا خان البريلوي رضى الله تعالى عنه
على ضوء كتاب "إنصاف الإمام"
قاضي أبو صالح محمد صدر الدين
خطيب: جامع دائرة شريف، عظيم بور، دكا /১০৩

The miracles of the phenomenal knowledge : A'la Hazrat Imam Ahmad Reza Khan R.
Dr. Md. Nurun Nabi
Asst. Professor, AUB.
The Chairman, Islamic Research Academy Bangladesh./১০৭

A brief sketch of Imam Ahmad Reza Khan's reforms
Mohammed Saiful Azam (Phd Student UK)
Director, Minhajul Quran International Northampton, UK /১০৯

মহান আল্লাহর কিছু কিছু বিশেষ বান্দা এমন থাকেন যাদেরকে প্রকৃষ্টরূপে আবিষ্কার করতে পৃথিবী কান্তিবোধ করে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি'র আলাইহি ছিলেন তাঁদেরই একজন। ভারতের ইউপি রাজ্যের বেরেলিতে ১৮৫৬ সাল মোতাবেক ১০ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করে ১৩৪০ হিজরিতে পরপারে যাওয়ার আগেই বিশ্বকে ভীষণভাবে ঋণী করে গেছেন তিনি। নিন্দুকেরা আ'লা হযরতের উপর কালো আবরণ দিয়ে অনেকভাবেই তাঁকে আড়ালে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সূর্যের মত আলো ছড়িয়ে তিনি ফিরে এলেন স্ব-মহিমায়। তিনি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ, ভারত বর্ষের অদ্বিতীয় ফকিহ, না'ত সাহিত্যে অতুলনীয় স্বভাব-কবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্ধশত বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। দেড় হাজারেরও বেশি কিতাব রচনা করে ঐ বিষয়গুলোতে নতুন মাত্রা যুগ করেছেন। হাদিস বিষয়ে আ'লা হযরতের তাক লাগানো বিশ্লেষণ দেখলে মনে হবে তিনি বুঝি আজীবন হাদিস চর্চায়ই ডুবে ছিলেন। আবার 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' হাতে নিলে মনে হবে ফিকহ চর্চার সীমানার বাইরে যাওয়ার সময়ই পাননি যুগের এই আবু হানিফা। 'কানযুল ঈমান' পড়লে মনে হবে ইলমে তাফসিরে টানা শত বছরের সাধনার মুখবন্ধ এটি। 'হাদায়েকে বখশিশ' তো আপনাকে বিস্ময়ের জোয়ারে ভাসাবে। শুধু শানে রেসালাতের একটি বিষয়ে এত সংখ্যক কবিতা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এভাবেই অর্ধশত বিষয়ের প্রত্যেকটিতে তাঁর লিখিত কিতাবাদি আলাদা করে দেখলে মনে হবে তিনি উক্ত বিষয়গুলোর প্রতিনিধিত্বকারী শীর্ষ বিশেষজ্ঞ। নবীপ্রেমের ক্ষেত্রে তিনি যুগের 'ওয়ায়েস করনি'। বহুমাত্রিক এ মনীষীকে আবিষ্কার করা এখন সময়ের দাবী। আর সে লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকার আজকের এই 'কনফারেন্স'। আয়োজন ও প্রকাশনার যে কোনো ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলায় আমাদের-আপনাদের এ প্রয়াস কবুল করুন। আমিন।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী
[রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

বিশ্বকুল সরদার হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক শতাব্দির শেষ প্রান্তে এ উম্মতের জন্য এমন একজনকে অবশ্যই প্রেরণ করবেন, যিনি উম্মতের জন্য তার দ্বীনকে সজীব করে দেবেন।
[সূত্র: আবূ দাউদ শরীফ]

যিনি মুসলিম উম্মাহকে শরীয়তের বিস্মৃত বিধানাবলী স্মরণ করিয়ে দেন, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর লুপ্ত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করেন, নিজের ইলমের পরিপক্কতা ও দক্ষতা দ্বারা সত্যের বাণী ঘোষণা করে মিথ্যা ও মিথ্যার অনুসারীদের শিরগুলোকে পদদলিত করেন এবং সত্যের পতাকাকে উড্ডীন করেন, তাঁকেই 'মুজাদ্দিদ' বলা হয়। নিঃসন্দেহে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহ. এমনই একজন 'মুজাদ্দিদ' ছিলেন।

হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষপ্রান্তে যখন তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উপমহাদেশে নাস্তিকতা আর ওহাবী-দেওবন্দী, শিয়া ও ক্বাদিয়ানী ইত্যাদি মতবাদের বিষাক্ত হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিলো এবং এ উপমহাদেশের আকাশ তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা দ্বারা দূষিত হচ্ছিলো আর চতুর্দিকে ইলহাদ ও বে-দ্বীনীর ঘনঘটা ছেয়ে গিয়ে ছিলো, তখনই ওই তমসাচ্ছন্ন যুগে এমন একজন আশিক্ব-ই এলাহী ও আশিক্ব-ই রসূলের আবির্ভাব হলো, যিনি বাতিলের রাশিরাশি অন্ধকারে সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন, যাঁর কলম আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি অশালীনতা বা বেয়াদবী প্রদর্শনকারীদের উপর আল্লাহর গযবের বজ্র-বিদ্যুৎ রূপে পতিত হলো, যিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজ ও হিন্দুদের গোলামীর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার সবক দিলেন; সর্বোপরি, যাঁর এসব দক্ষতা ও যোগ্যতাকে আরবীয়, অনারবীয়, হেরম শরীফ ও হেরম শরীফের বাইরের বিজ্ঞ থেকে বিজ্ঞতর আলিমগণও নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। বিশ্ব ওই মহান ব্যক্তিত্বকে 'আ'লা হযরত ইমাম শাহ্ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী নামেই জানে। (আল্‌হামদুলিল্লাহ্)

শুভ জন্ম

তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম হয় ১০ শাওয়াল-ই মুকাররম, ১২৭২ হিজরী/১৪ জুন, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার, যোহরের সময়, ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী বেরিলী (ইউ.পি)'র জাসূলী মহল্লায়। আ'লা হযরত তাঁর জন্মসাল (১২৭২হি.) ক্বোরআন-ই করীমের সূরা মুজাদালার আয়াত নং ২২ থেকে বের করেছেন, যার তরজমা হয়– 'এরা হলো ওইসব লোক, যাদের হৃদয়গুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানকে অঙ্কন করে দিয়েছেন এবং নিজ পক্ষ থেকে রূহ

দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন।' সুবহা-নাল্লাহ্। এ আয়াতের মর্মার্থ তাঁর জীবনাদর্শে যথার্থভাবে প্রমাণিত ও প্রতিফলিত হয়েছে।

নাম

আ'লা হযরতের জন্মকালীন নাম 'মুহাম্মদ' আর ঐতিহাসিক নাম 'আল-মুখতার'। তাঁর সম্মানিত পিতামহ মাওলানা রেযা আলী খান রহ. তাঁর নাম ঠিক করলেন 'আহমদ রেযা'। আর পরবর্তীতে তিনি নিজেই নিজের নামের সাথে 'আবদুল মোস্তফা' সংযোজন করেছেন।

বংশ

আ'লা হযরত বংশীয়ভাবে 'পাঠান', মাযহাবের দিক দিয়ে 'হানাফী' এবং ত্বরীক্বতের দিক দিয়ে 'ক্বাদেরী' ছিলেন। তাঁর সম্মানিত পিতা মাওলানা নক্বী আলী খাঁন ও সম্মানিত পিতামহ মাওলানা রেযা আলী খান অতি উঁচু পর্যায়ের আলিম ও ওলী ছিলেন।

বংশীয় ধারা

ইমাম আহমদ রেযা ইবনে মাওলানা নক্বী আলী খান ইবনে মাওলানা রেযা আলী খান ইবনে মাওলানা হাফেয কাযেম আলী খান ইবনে মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আ'যম ইবনে হযরত মুহাম্মদ সা'আদত ইয়ার খান ইবনে হযরত মুহাম্মদ সা'ঈদ উল্লাহ্ খান রহ.। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ হযরত মুহাম্মদ সা'ঈদ উল্লাহ্ খান রহ. কান্দাহার (আফগানিস্তান)-এর ঐতিহ্যবাহী 'বড়হীছ' গোত্রীয় পাঠান ছিলেন। তিনি মুঘল শাসনামলে লাহোরে পদার্পণ করেন। এখানে তিনি বিভিন্ন সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করেন। লাহোরের 'শীষ মহল' তাঁর জায়গীর ছিলো। অতঃপর সেখান থেকে তিনি দিল্লী তাশরীফ আনেন। তখন তিনি ঐতিহাসিক 'শশহাজারী' পদে উন্নীত হন। শাহী দরবার থেকে তিনি 'শাজা'আত জঙ্গ' (রণবীরত্ব) খেতাবে ভূষিত হন।

জ্ঞানার্জন

আ'লা হযরত রহ. মাত্র চার বছর বয়সে গোটা ক্বোরআন-ই পাক নাযেরা (দেখে দেখে) পাঠ শেষ করেন, বেশীর ভাগ লোক তাঁর উপাধিমালায় 'হাফিয' শব্দের সংযোজন করতেন। তিনি বললেন, "আল্লাহর ওইসব বান্দার কথা যাতে ভুল সাব্যস্ত না হয়, তাই আমার ক্বোরআন মজীদ হেফয করে নেওয়া চাই।" সুতরাং রমযান মুবারকের মাত্র এক মাসেই তিনি গোটা ক্বোরআন মজীদ হেফয করে ফেললেন। হেফয করার সময়টুকু হিসাব করলে মাত্র পনর ঘন্টা হয়। মাত্র ছয় বছর বয়সে আ'লা হযরত মাহে রবিউল আউয়াল শরীফে মিম্বরে উঠে এক বিশাল জমায়েতে দীর্ঘ তিন ঘন্টা ব্যাপী 'ঈদে মিলাদুন্নবী'র উপর তাক্বরীর পেশ করেন। আট বছর বয়সে আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ কিতাব 'হিদায়তুন্নাহ্ভ'-এর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এ কম বয়সে তিনি উক্ত কিতাবের আরবী ভাষায় একটা 'ব্যাখ্যা-পুস্তক'ও লিখে ফেললেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর দশ মাস পাঁচ দিন, তখন তিনি গবেষণা ও চিন্তাগত পাঠের জ্ঞানার্জন সমাপ্ত করে 'দস্তার-ই ফযীলত' (শেষ বর্ষ সনদ ও সম্মানসূচক পাগড়ি প্রতীক) দ্বারা ভূষিত হন। ওই দিনেই ১৪ শা'বান, ১২৮৬ হিজরী/১৯

নভেম্বর, ১৮৬৯ইং 'শিশুর মায়ের স্তন্যপান' (রাদ্বা'আত) বিষয়ে একটি ফাত্ওয়া লিখে তাঁর পিতার নিকট পেশ করলেন। ফাত্ওয়ার বিশুদ্ধ বিবরণ ও দলীল-প্রমাণের অকাট্যতা দেখে সেখানকার তদানীন্তনকালীন প্রবীন মুফতীগণও হতবাক হয়ে গেলেন। সুতরাং তাঁর সম্মানিত পিতা (মাওলানা নক্বী আলী খাঁন রহ.) ওই দিন 'ফাত্ওয়া প্রদান'-এর দায়িত্বভার তাঁকেই অর্পণ করেন।

উর্দু ও ফার্সী ভাষায় প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়নের পর আ'লা হযরত জনাব হযরত মীর্যা গোলাম ক্বাদির বেগ (রহ.)'র নিকট 'মীযান, মুন্শা'ইব' ইত্যাদির পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা আলিমকুল মুকুট ও বিজ্ঞ জ্ঞানীকুল সনদ হযরত মাওলানা শাহ্ নক্বী আলী খান রহ.-এর নিকট সর্বমোট ২১টি অতি জরুরী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। (যেমন, ইলমুল ক্বোরআন, ইলমুল হাদীস, ইলমুত্ তাফসীর, উসূলে হাদীস, হানাফী ফিক্বহ্ ও অন্যান্য মাযহাবের কিতাবাদি, মানতিক্ব ও ফলসাফাহ্ ইত্যাদি)

খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান

এরপর তাঁর উপর মহান আল্লাহ্ ও নবী-ই করীমের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়লো, যার ফল-শ্রুতিতে তিনি আরো সাতাশটি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করলেন। এমনকি সেগুলোতে তিনি 'শায়খ' ও 'ইমাম'-এর মর্যাদা লাভ করেন। তন্মধ্যে ইলমে ক্বিরাআত, তাসাওফ, সুলূক, আসমাউল রিজাল, সিয়ার, ইতিহাস, অভিধান, সাহিত্য (আদব), আরিসমাক্বী, জবর ও মুক্বাবালাহ্, হিসাব-ই সিত্তীনী, লুগারিথম, বর্ষপঞ্জী বিদ্যা (ইলমুত্ তাওক্বীত), ইলমে জুফার, ইলমে ফরাইয এবং ইলমে রসমে খত্ব ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইত্যবসরে আ'লা হযরতের লেখনী (গ্রন্থ-পুস্তক রচনা ও প্রণয়ন)ও চলতে থাকে দ্রুত গতিতে। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ফযীলত ও জীবনরচিত এবং আক্বাইদ বিষয়ে ৬৩ খানা কিতাব লিখেছেন। হাদীস ও উসূলে হাদীসের উপর ১৩টি, ইলমে কালাম ও মুনাযারাহ বিষয়ে ৩৫টি এবং ফিক্বহ্ ও উসূলে ফিক্বহে ৫৯টি কিতাব লিখেছেন। আর বিভিন্ন বাতিল মতবাদীর খন্ডনে ৪০০-এরও অধিক সংখ্যক কিতাব লিখে, তিনি রসূলে পাকের বিরুদ্ধে অপসমালোচনাকারীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর লিখিত 'ফাতাওয়া-ই রযভিয়া' ১২ খন্ডে সমাপ্ত। বরাতগুলোর অনুবাদ ও সূত্রাদি সহকারে নতুন সংস্করণে কিতাবটা ৩০ খন্ডে সমাপ্ত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা আ'লা হযরতকে অগণিত জ্ঞানগত বিষয়ে পান্ডিত্য দান করেছেন। তিনি প্রায় ৫০টি বিষয়ে এক হাজারের অধিক গ্রন্থ-পুস্তক লিখেছেন। তাঁর অন্যতম অধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে- 'তরজমা-ই ক্বোরআন মজীদ' বা পবিত্র ক্বোরআনের অনুবাদ। এ তরজমা গ্রন্থ হচ্ছে- 'কানযুল ঈমান'। এটা একটা ইলহামী ও বিশুদ্ধ তাফসীরসম্মত অনুবাদগ্রন্থ। তাই এটা ক্বোরআনের বিশুদ্ধতম অনুবাদগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

শিক্ষাদান

এক সময় তাঁর এলাকার প্রায় সব মাদরাসা 'ঐতিহাসিক আযাদী আন্দোলন' দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলো। তখন জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য আ'লা হযরত বেরিলী শরীফে 'মিসবাহুত্ তাহযীব' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজও 'মানযার-ই ইসলাম' নামে ক্বায়েম রয়েছে। এরপর, আ'লা হযরতের নিজের ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ায়, তাঁর শাগরিদ বা ছাত্রদের সংখ্যা এতবেশীতে দাঁড়ালো যে, তাঁদের সংখ্যা সঠিকভাবে নিরুপণ করা যায় না। অবশ্য, আ'লা হযরতের ক্ষুরধার লেখনী, তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের পদচারণা ও তাঁর অব্যাহত শিক্ষাদানের ফলে একদিকেও ইসলামের সঠিক আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা ও প্রচারণা পায়, অন্যদিকে বিশেষতঃ বাদশাহ্ আকবারের তথাকথিত 'দ্বীন-ই ইলাহী' পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবুল ফযল ও ফয়যীর অনুসারীরা যে অপচেষ্টা চালাচ্ছিলো তা-ও টিকে থাকার অবকাশ পায়নি।

ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা

আ'লা হযরতের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীরা সমালোচনার কোন কারণ বা উপাদান না পেয়ে ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে একটা অপবাদ রচনা করে। তা হচ্ছে তিনি নাকি ইংজেদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। অথচ তিনি ইংরেজদের ধর্মাচার, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও তাদের কাছারীর প্রতি কঠোর ঘৃণা পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, "আহমদ রেযার জুতোও ইংরেজদের কাছারীতে যাবেনা।" বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হলেও ইংরেজদের কাছারীতে তাঁকে হাযির করার চেষ্টা করেছিলো; কিন্তু খোদায়ী সাহায্য ইমাম আহমদ রেযা প্রতিটি মামলায় তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। তাঁকে কাছারীতে হাযির হতে হয়নি; পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুরাই প্রত্যেকবার অপমানিত হয়েছিলো।

বায়'আত

আ'লা হযরত ওলীকুল মুকুট যুগের কুত্ব সৈয়্যদ আলে রসুল মারহারাভী রহ.-এর হাতে ক্বাদেরিয়া সিলসিলায় বায়'আত গ্রহণ করেন। আপন পীর-মুর্শিদও আ'লা হযরতকে সমস্ত সিলসিলার খিলাফত, বায়'আতের ইযাযত এবং হাদীস শরীফের সনদ দ্বারা ধন্য করেন। বায়'আতের পরক্ষণে তিনি হাযেরানে মজলিসের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "ক্বিয়ামতে যদি মহান রব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন– তুমি আমার দরবারে কি এনেছো? তখন আমি আহমদ রেযাকে পেশ করবো।"

সৈয়্যদ বংশীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

আ'লা হযরত সৈয়্যদ বংশীয়দের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। এটা তাঁর অকৃত্রিম ইশক্বে রসূলের প্রমাণবহ। এ প্রসঙ্গে ঘটনাও রয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে সেগুলো উল্লেখ করলামনা। আ'লা হযরতের না'তিয়া কালাম 'হাদাইক্বে বখশিশ' ইত্যাদির একেকটি শব্দ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারের প্রসিদ্ধ কবি হযরত হাস্সান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর না'তিয়া কালামগুলোর প্রতিচ্ছবি।

হজ্জ পালন ও নবী করীমের যিয়ারত

আ'লা হযরত ১২৯৫ হিজরীতে প্রথমবার হজ্ব পালন করেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত করেন। ১২২৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হজ্জ ও যিয়ারত পালন করেন। এ সফরে হিজায (মক্কা ও মদীনা) শরীফের আলিমগণ আ'লা হযরতের প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তখন চারিদিকে আ'লা হযরতের জ্ঞানের তুমুল চর্চা চলছিলো। তাঁর 'হুসামুল হেরমাইন', আদ্‌দৌলতুল মক্কীয়্যাহ্ ও 'কিফলুল ফক্বীহ্' পাঠ-পর্যালোচনা করলে এর যথাযথ অনুমান করা যায়। পবিত্র হেরমাঈন শরীফাঈনের অনেকে তাঁর হাতে বায়'আত ও ইযাযতের সনদ লাভ করে ধন্য হন।

[সূত্র. আলা-ইজাযাতুল মাতীনাহ্]

ওফাত

আফতাব-ই হানাফিয়াহ্, মাহ্তাবে ক্বাদেরিয়াহ্ মুজাদ্দিদে মিয়াত আ'লা হযরত ২৫ শে সফর-ই মুযাফ্ফর, ১৩৪০হিজরী/ ২৮ অক্টোবর, ১৯২১ খ্রি. জুমু'আহ্র দিনে ওফাত বরণ করেছিলেন। ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলায়হি রাজে'উন।

মাযার মুবারক

শহর বেরিলী শরীফ, মহল্লা সওদাগরাঁ, দারুল উলূম মানযারুল ইসলাম-এর উত্তর পাশে এক আলীশান দালানে তাঁর মাযার শরীফ। প্রতি বছর ২৪ ও ২৫ সফর তাঁর ওরস শরীফ বেরিলী শরীফ এবং গোটা দুনিয়ায় অগণিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। যেগুলো শরীয়তেরই প্রতিচ্ছবি। এ সব ওরসে অগণিত ওলামা-মাশাইখ, খতীব ও সুন্নী মুসলমানের সমাবেশ ঘটে।

কারামত

আ'লা হযরত তরীক্বতের ক্ষেত্রে অতি উচ্চ পর্যায়ের ওলী-ই কামিল ছিলেন। তাঁর অসংখ্য কারামতও প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একটি কারামত নিম্নে উল্লেখ করলা আ'লা হযরত একবার ট্রেনযোগে পিলীভেত থেকে বেরিলী শরীফ যাচ্ছিলেন। নবাবগঞ্জ ষ্টেশনে দু/এক মিনিটের জন্য ট্রেন থেমেছিলো। তখন মাগরিবের নামাযের সময় হয়েছিলো। তিনি সফরসঙ্গীদের নিয়ে নামায আদায়ের জন্য নেমে পড়লেন। সফরসঙ্গীরা এভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, হয়ত ট্রেন চলে যাবে। আ'লা হযরত বললেন, "চিন্তা করোনা, গাড়ী আমাদেরকে নিয়েই যাবে।" সুতরাং আযান দেওয়ানো হলো এবং অতি একাগ্রতার সাথে তিনি নামায পড়িয়ে দিলেন। এদিকে ড্রাইভার যথা সময়ে ইঞ্জিন চালু করতে চাইলো। কিন্তু ইঞ্জিন এক ইঞ্চি পরিমাণও আগে বাড়লো না। ড্রাইভার ইঞ্জিনকে পেছনের দিকে চালালো। তখন তা চলতে লাগলো। অতঃপর সে পুনরায় সামনের দিকে চালাতে চাইলো। কিন্তু ইঞ্জিন প্রথম স্থানে এসে বন্ধ হয়ে গেলো। তখন এক উচ্চরব শোনা গেলো- "দেখো, ওই দরবেশ নামায আদায় করছেন। এ কারণেই গাড়ীটি চলছে না।" দারুণ কৌতুহলী হয়ে লোকেরা তাঁর চতুপার্শ্বে জড়ো হয়ে গেলো। ইংরেজ গার্ড, যে এতক্ষণ যাবৎ হতবাক হয়ে দাঁড়ানো ছিলো, অতি আদব সহকারে তাঁর নিকট বসে পড়লো। যখনই আ'লা হযরত নামায শেষ

করলেন এবং ট্রেনে উঠে বসলেন, তখন রেল গাড়ী চলতে লাগলো। এ অলৌকিক ঘটনা দেখে গার্ড আ'লা হযরতের পরিচয় নিলো এবং নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে করে বেরিলী শরীফ হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলো। আলহামদু লিল্লাহ্!

পরিশেষে, আ'লা হযরত নিঃসন্দেহে বিগত চলমান হিজরী শতাব্দির পরম সম্মানিত ও অনুকরণীয় মুজাদ্দিদ। তাঁর লেখনী, শিক্ষা ও দীক্ষা এবং অনন্য আদর্শ বর্তমানকার এমনকি চিরদিন মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেবে। আল্লাহ্ পাক তা অনুসরণের তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ : ফিক্বহ শাস্ত্রের এক অনন্য অবদান

সৈয়দ মুহাম্মাদ অছিয়র রহমান

অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা চট্টগ্রাম।

পঞ্চাশের অধিক বিষয়ে পারদর্শী ও হাজারের অধিক গুরুত্ববহ কিতাবের লেখক (১২৭২হি.-১৩৪০হি.) আ'লা হযরত শাহ আল্লামা ইমাম আহমদ রযা বেরলভী (১৮৫৬খ্রি.-১৯২১ খ্রি.) ছিলেন স্বীয় যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ (আইনজ্ঞ)। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইসলামের সঠিক মূলধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা-বিশ্বাসকে নির্ভুলভাবে তুলে ধরার পেছনে তাঁর একক কৃতিত্ব রয়েছে। বিশেষ করে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী কলমযুদ্ধ চালিয়ে তিনি বাতিল মতবাদের দূর্গে আঘাত হেনে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিতকে দুর্বল করে দেন। তাঁর রচনাবলী পাঠ করে মুসলমানরা নবউদ্দীপনা খুঁজে পায়। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বিশ্বব্যাপী যেসব গ্রন্থ জ্ঞানী-গুণী ও গবেষক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে তন্মধ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ফতোয়া গ্রন্থ 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' অন্যতম। তাঁর এ বিশাল গ্রন্থটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত। বস্তুত 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' ইলমে ফিক্বহ ও ফতোয়ার জগতে এক বিশালাকার বিশ্বকোষ, যার আসল নাম 'আল আতায়ান নববীয়্যাহ ফিল ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' অর্থাৎ প্রিয় নবী-রাসূলের দান-অনুগ্রহ সমূহের ভাণ্ডার। উপমহাদেশের বুকে 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি'র পর এর মতো বৃহৎ ফতোয়াগ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনা করা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইলমে ফিক্বহ ও 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ'

আভিধানগত ফিক্বহ শব্দের অর্থ হলো কোনোকিছু ভালভাবে বুঝা, ছেদন করা বা খুলে ফেলা। তাফসীর ও লুগাতের ইমাম আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী 'মুফরাদাত' গ্রন্থে লিখেছেন যে, الفقه هو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد

'কোনো বাহ্যিক জ্ঞানের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত জ্ঞান অর্জন করার নাম ফিক্বহ'। তাই ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী রহ. ফিক্বহ এর সংজ্ঞায় বলেন- الفقه معقول من منقول 'মানকুল বা কুরআন ও হাদীস হতে বিবেক বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে বলা হয় ফিক্বহ'। হযরত ইমাম সুয়ুতী রহ. এর সংজ্ঞা মতে, শরীয়তের সকল জ্ঞানই ফিক্বহের অর্ন্তভুক্ত, চাই তা ইলমে ইলাহিয়্যাত (আল্লাহর জাত ও সিফাত বিষয়ক জ্ঞান) হোক, চাই ইলমে তরীক্বত ও মারিফত (আল্লাহ ও বান্দার নিগূঢ় সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞান) হোক, বা চাই ইলমে শরীয়ত (মানুষের বাস্তব জীবনব্যবস্থা) হোক। দীর্ঘকাল ফিক্বহে এ বিস্তৃত অর্থ বহন করে আসছিল। সময়ের ব্যবধানে মানুষ বহু বিষয়ের উপর থেকে একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চায়। এভাবে পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে ইলমে ফিক্বহের আওতাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে ইলমে ফিক্বহ তিনটি বিষয়ের রূপ ধারণ করে। যথা-

১. ইলমে উলুহিয়্যাত- যা বিশ্বাস সংক্রান্ত। যাকে ইলমে কালাম নামে নামকরণ করা হয়।
২. ইলমে তরীক্বত ও মারেফত- যাকে ইলমে তাসাউফ বা সূফীতত্ত্ব বলা হয়।
৩. ইলমে আহকাম, শরীয়তের বাহ্যিক বিধি-বিধানকে বলা হয় ইলমে ফিক্বহ, যার অপর নাম 'ইলমে আহকাম'। ইলমে আহকামকে পরবর্তী অধিকাংশ ইমাম ও বিশেষজ্ঞগণ ইলমে ফিক্বহ হিসাবে নামকরণ করেন। ফোক্বাহায়ে কেরামের পরিভাষায় যার সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ من الفقه هو علم الاحكام الشرعية العملية التفصيلية ادلتها অর্থাৎ "বাস্তব জীবন ব্যবস্থায় শরীয়তের ঐ বিধিবিধানসমূহের জ্ঞানকে ইলমে ফিক্বহ বলা হয়, যা বিস্তারিত দলিল (কুরআন-সুন্নাহ) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর সংকলিত ফতোয়া গ্রন্থের উপর্যুক্ত অনন্য বৈশিষ্ট্যের গ্রন্থটি বর্তমান বিশ্বে একটি শ্রেষ্ঠ ফতোয়াগ্রন্থ বলা চলে।

ইমাম আহ্মদ রেযা রহ. এর ফিক্বহী বিশ্লেষণ, গবেষণা এবং তাঁর ফতোয়ার গভীরতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার কারণে আরব-আজমের প্রখ্যাত গবেষক, দার্শনিক ও জ্ঞানী-গুণী সমাজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতে এবং তাঁর ফিকহী যোগ্যতাকে মূল্যায়ন না করে পারেনি। আর তাঁদের কাছে ইমাম আহমদ রেযা বেরলভীর ফতোয়া ছিল সর্বশেষ চূড়ান্ত ফয়সালা। তাই হেরেম শরীফের তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান ও মক্কার প্রখ্যাত আলেম সৈয়দ ইসমাইল খলীল রহ. ইমাম আহ্মদ রেযা রহ. ফতোয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন যে,

والله اقول والحق اقول اور ايها ابو حنيفة انعمان الاقرت عبه واجعل مؤلفها من جملة الاصحاب-

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি ও সত্যই বলছি যে, এ ফতোয়াগুলো যদি হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা নুমান রাদ্বি. প্রত্যক্ষ করতেন, তবে নিঃসন্দেহে তাঁর চক্ষু শীতল হয়ে যেতো। আর এটার রচয়িতাকে আপন ছাত্রগণের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। তেমনি সিরিয়াবাসী এক প্রসিদ্ধ আলেম মুহাম্মদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ্ বিভাগের অধ্যাপক শায়খ আবুল ফাতাহ্ আবু গুদাহ; ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর ফিক্বহী মানস ও 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' প্রথম খণ্ড ছিল। আমি তাঁর উক্ত গ্রন্থ তাঁর কাছ থেকে নিয়ে একটি আরবী ফতোয়া অধ্যয়ন করার পর ফতোয়ার রচনাশৈলী আর কুরআন-হাদীস ও পূর্ববর্তী ফক্বীহদের উক্তির বিরাট সমাবেশ দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। আর ঐ একটি ফতোয়া অধ্যয়নের পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, এ ফতোয়ার সংকলক কোনো বড় ধর্মীয় পণ্ডিত এবং স্বীয় যুগের উঁচু শ্রেণীর একজন ফক্বিহ হবেন।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

মূলতঃ ইমাম আহমদ রেযার রহ. চিরন্তনকীর্তি ৩০ খণ্ড বিশিষ্ট্য ইসলামী আইন-কানুন ও ফাতোয়া জগতের অনন্য ও সুবিশাল কিতাব 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' মুনাফিকদের যাবতীয় চক্রান্ত, অশুভ তৎপরতা, নবী-ওলী এবং আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণের শানে বেআদবী বিশেষতঃ সরওয়ারে কায়েনাত নবীজী (ﷺ) এর শানে মানহানিকর উক্তিসমূহের কবর রচনা করেছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা এর কলম ও এ সুবিশাল ফতোয়া গ্রন্থ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম নামধারী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিদ্যমান থাকবে।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ঃ

১. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ (করাচি)ঃ 'সরতাজুল ফোকাহা এদারায়ে মাসউদিয়া' নাজিম আবাদ, করাচি, পাকিস্তান।
২. প্রফেসর ড. মজীদ উল্লাহ ক্বাদেরী (করাচি ইউনিভার্সিটি) ঃ 'ফাতওয়া-ই-রজভীয়া কা মাওদুয়াতী জায়েযা' (প্রবন্ধ) মাসিক হিজায (দিল্লী) ১৯৮৯, ইমাম আহমদ রযা নম্বর।
৩. ড. হাসান রেযা ঃ ফক্বীহ-ই-ইসলাম' (পি এইচ ডি প্রবন্ধ) ইসলামিক পাবলিকেশন্স সেন্টার, ১৯৮১ ঃ পাটনা,ভারত।
৪. মা'আরেফে রেযা, এদারায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রযা' পাকিস্তান- ১৮তম খন্ড, ১৯৯৮
৫. "আলা হযরত কা ফিক্বহী মকাম" কৃতঃ আল্লামা গোলাম রাসুল সাঈদী।
৬. "ফাজেলে বেরলভীকা ফিক্বহী মকা' কৃতঃ মাওলানা আখতার শাহজানপুরী।
৭. "সাওয়ানেহে সিরাজুল ফোকাহা কৃত মাওলানা আব্দুল হাকিম শরফ ক্বাদেরী।
৮. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন ঃ ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী ঃ জীবন ও কর্ম , ইমাম আহমেদ রেযা রিসার্চ একাডেমী,১৯৯৮, চট্টগ্রাম।
৯. মাসিক তরজুমান, সফর, ১৪২০ হিজরী, মে-জুন '৯৯ ইং আলা হযরত স্মরণ সংখ্যা, আনজুমান-ই-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, চট্টগ্রাম।
১০. ইমাম আহমদ রযা কি ফিক্বহী বসিরত- কৃত মাওলানা মুহাম্মদ ক্বাদেরী আহমদ আজমী।

ইমাম আ'লা হযরত রহ. এর জীবন ও কর্ম

হাফিজ আল্লামা মুহাম্মদ সোলাইমান আনছারী

শায়খুল হাদিস, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতি যখন মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত, তাঁর প্রিয় হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীনের প্রদর্শিত, সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত ইসলামের সত্যিকার রূপরেখা ও মূলনীতি হতে বিচ্যুত হন। ওয়াহদানীয়াত বা একত্ববাদের পরিবর্তে দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, বাহুত্ববাদের উপাসনা আরাধনায় লিপ্ত হয়ে যায়, সকল স্তরে কুরআন সুন্নাহর বিপরীতে মানুষ যখন কুফর, শিরক বিদ'আত, কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে নিমজ্জিত হয়ে যায়, তখনি দিকভ্রান্ত বনী আদমের সঠিক নির্দেশনার লক্ষ্যে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা শতাব্দির পরিক্রমায় এক একজন মুজাদ্দিদ বা দীনের সংস্কারক প্রেরণ পূর্বক বিশ্বমানকে পথপ্রদর্শন করেন। এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বি. থেকে বর্ণিত, হুজুর (ﷺ) এরশাদ করছেন-

ان الله تعالى يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها-

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা এই উম্মতের জন্য প্রতি শতাব্দির শুরুতে এমন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি এ দ্বীনকে নতুনভাবে সংস্কার সাধন করবেন" (আবু দাউদ, জামেউস সগীর, মাকাসেদুল হাসানা)।

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী রহ. হলেন চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ। জন্ম ১০ ই শাওয়াল ১২৭২ হিজরী, ওফাত ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী। এ হিসেবে তিনি এয়োদশ শতাব্দির ২৮ বৎসর ২ মাস ২০ দিন পেয়েছেন। এবং চতুর্দশ শতাব্দীর ৩৯ বৎসর ১ মাস ২৫ দিন পেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, আ'লা হযরত রহ. এর ব্যক্তিত্বে বাস্তবিকই তাজদ্বীদে দ্বীনের মহান গুণাবলী ও শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি ওহাবী, নজদী, দেওবন্দী, শিয়া ও কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন। সর্বশ্রেণির বাতিল অপশক্তির অপতৎপরতা সম্পর্কে জগৎবাসীকে সচেতন করেন। আর এ কারণেই যুগের অদ্বিতীয় জ্ঞানী ও মনীষী, আইনবিশারদ, হাদিসবেত্তা অভিজ্ঞ তাফসীরকাররা তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে কতিপয় স্বনামধন্য ইসলামী ব্যক্তিত্বের অভিমত পেশ করছি, যাঁরা তাঁর মুজাদ্দিদ হওয়া এবং তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

১. প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন শায়খুল আরব ও আজম আল্লামা সৈয়দ ইসমাঈল বিন খলীল আ'লা হযরত রহ. প্রণীত "হুসামূল হেরমাঈন" গ্রন্থে ১৯ জুমাদিউল আখের ১৩২৮ হিজরী ২৬ জুন ১৯১০ সালে এ অভিমত ব্যক্ত করেন, 'আমাদের সম্মানিত মহান সংস্কারক,

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

সর্বজন স্বীকৃত ওস্তাদকুলের শিরোমণি মাওলানা শায়খ আহমদ রেযা খান রহ.। ইতোপূর্বে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে, ১৩২৪ হিজরিতে তিনি উক্ত গ্রন্থে আরো অভিমত ব্যক্ত করেন-

بل اقول لوقيل فى حقه انه مجدد هذا القرن لكان حقا وصدقا

'বরং আমি বলছি তাঁর ব্যাপারে যদি বলা হয়, তিনি এ যুগের মুজাদ্দিদ তা অবশ্যই বাস্তব ও সত্য'।

২. যুগশ্রেষ্ঠ দ্বীনি ব্যক্তিত্ব খতীব আল্লামা শায়খ আবুল খায়র আহমদ মীরদাদ রহ. আ'লা হযরত রহ. এর মহান ব্যক্তিত্বের প্রশংসায় বলেন-

فهو كنز الدقائق المنتخب من خزائن الذخرة و شمس المعارف المشرقة فى الظهيرة كشاف مشكلات العلوم فى الظاهر والباطن-

'তিনি (আহমদ রেযা খাঁন) হলেন সূক্ষ্ম বিষয়াবলীর ভাণ্ডার, যা নির্বাচিত হয়েছে সুরক্ষিত ভাণ্ডার সমূহ থেকে। তিনি মা'রিফাতের এমন সূর্য যা ঠিক দুপুরে দৃশ্যমান। তিনি জ্ঞান সমূহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের সমস্যাবলীর সাবলীল সমাধানদাতা'।

৩. বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন আল্লামা সৈয়্যদ মারযুক্বী আবুল হোসাইন মক্কী রহ. আ'লা হযরত রহ. এর সুউচ্চ জ্ঞান-গরীমার বর্ণনায় বলেন-

وقد كنت سمعت بجميل ذكره وعظيم قدره وشرفت بمطالعة بعض مضفاته التى يضيئ الحق بهامن لهذ مشكاته بحر معارف تتدفق منه المسائل كلانهار-

'আমি তাঁর সুন্দর আলোচনা ও মহা মর্যাদার কথা শুনেছিলাম। তাঁর কতিপয় প্রণীত পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যয়ন করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। যাতে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ থেকে সত্যের আলো উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি মা'রিফাতের এমন সমুদ্র যা থেকে মাসয়ালা-মাসায়েল তরঙ্গতুল্য হয়ে নদ-নদীর মতো প্রবাহিত হয়'।

৪. মাওলানা রহমান আলী (জন্ম ১৩০৫ হি./ ১৮৮৭ খ্রি) "তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন- 'আ'লা হযরত রহ. ত্রিশ বৎসর বয়সে ৭৫টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩২৩ হিজরী মুতাবিক ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আ'লা হযরতের রচনাবলীর সংখ্যা চার শতাধিকে উপনীত হয়'।

৫. খ্যাতনামা ফকীহ মুফতী এজাজ আলী খান (ওফাত ১৩৯৩ হি./১৯৭৩ খ্রি.) ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার পর আ'লা হযরতের কিতাবের সংখ্যা সহস্রাধিক উল্লেখ করেন। আবার কেউ কেউ এ সংখ্যা ১৩৫৮ বলে উল্লেখ করেন। মুফতী এজাজ আলী খান আ'লা হযরতের রচনাবলী সম্পেকে লিখেছেন-

صاحب التصانيف العالية والتاليفات الباهرة التى بلغت اعدادها فوق الالف-

বিভিন্ন গ্রন্থে প্রণেতা ও সংকলক হিসাবে তিনি আ'লা হযরত উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত, যার রচনাবলীর সংখ্যা সহস্রাধিকে উপনীত হয়েছে।

আ'লা হযরতের রচনাবলীর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরো বহু অপ্রকাশিত রয়েছে। সর্বোপরি তিনি ৫৪টি বিষয়ের উপর কিতাব রচনা করেছেন। কতিপয় হিংসুক এবং

পক্ষপাতিত্ব অবলম্বনকারী কলামিষ্টরা আ'লা হযরতের প্রশংসা করতে গিয়ে আ'লা হযরতের দুর্নাম করেছেন। মাওলানা আবদুল হাই নদভী'র ছেলে আবুল হাসান আলী নদভী আ'লা হযরত সম্পর্কে বলেছেন, আ'লা হযরতের সমকক্ষ আলেমেদ্বীন ইসলামী বিশ্বের মধ্যে খুবই বিরল। বিশেষত ফিক্বহ শাস্ত্রের খুটিনাটি বিষয়ে অবিসংবাদিত একজন ইসলামী আইনজ্ঞ তবে তার কাছে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান ছিল নগণ্য। আমাদের বক্তব্য উল্লেখিত লেখকগন আ'লা হযরতের হাদিসের বেলায় যে মন্তব্য করেছেন তা অগ্রহণযোগ্য এবং উদ্দেশ্য মূলক। আ'লা হযরত ইলমে হাদিসের উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করে প্রমাণ দিয়েছেন তিনি একজন প্রখ্যাত হাদিস বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর হাদিস শাস্ত্রের উপর রচিত ও সংকলিত কয়েকটি কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

1-الهاد الكاف فى حكم الضعاف-
2- مدارج طبقات الحديث-
3- اسماع الاربعين فى شفاعة سيد المجوبين-
4- تلاء لؤ الافلاكى بجلال حديث لولاك-
5- اعجب الأمداد فى مكفرات حقوق الهباد-
6- الاحاديث الراوية لمدح الامير مغوية-
7- الاجازات المشنية لعلماء بكه والمدينة-

আ'লা হযরতের ইলম জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজের প্রতিস্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসব সেমিনার সেম্পজিয়ামের মাধ্যমে চেষ্টা চালাতে হবে। যেন মানুষ আ'লা হযরত কে বুঝেন এবং জানেন। আল্লাহ পাক কবুল করুন, আমিন।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কানযুল ঈমান : একটি পর্যালোচনা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে কুরআন মাজীদ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তা'আলা এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন আরবি ভাষায়। তাই এর উপমা, আলংকারিক ইঙ্গিত ও তুলনাসমূহের ধরন পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার চেয়ে ব্যতিক্রম। বিজ্ঞ মহলের অনেকেই আপন আপন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর করার চেষ্টা করেছেন। তাই পৃথিবীতে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর অগণিত। ভবিষ্যতেও আল-কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর সাহিত্যের পরিসর আরো বৃদ্ধি পাবে। ভারত উপমহাদেশে কুরআনের অধিকাংশ অনুবাদ-তাফসীর উর্দূ ও ফার্সী ভাষাতেই হয়েছে। এ উপমহাদেশের অনেক বিজ্ঞ আলিম কুরআনের অনুবাদ সাহিত্যে অবদান রাখলেও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অনুবাদে শব্দ চয়ন ও যথার্থ মর্ম উপস্থাপনে তাঁদের অসাবধানতা পরিলক্ষিত হয়। কুরআন বুঝার জন্য এবং এর অনুবাদ-তাফসীর করার জন্য কেবল আরবি ভাষায় নাহু, ছরফ, ইল্‌মে মা'আনী, ইল্‌মে বাদী', ইল্‌মে বয়ান ইত্যাদি শাস্ত্রে দক্ষতার্জন যথেষ্ট নয়। তাফসীর, হাদিস, 'আক্বাইদ, কালাম, ইতিহাস শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়নও যথেষ্ট নয়, বরং মহান আল্লাহ্ তা'আলা এবং প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অকৃত্রিম ঈমানী ও আত্মিক সম্পর্ক জরুরী। যেই বিষয়টি দেখতে পাই চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহ. এর জীবন চরিতে এবং তার রচিত উর্দূ ভাষায় কুর'আনের তরজুমায়।

তিনি কুর'আনের উপমা ও আলংকারিক ইঙ্গিতের ধরন সমুন্নত রেখেই এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করে উর্দূ ভাষায় তরজুমা করেছেন। যার ফলে তার শব্দ চয়ন ও বর্ণনাভঙ্গী শালীন ও বিশুদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ সূরা 'ওয়াদ-দোহা'র ৭ নং আয়াতের তরজুমা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি প্রতিয়মান হয়। তিনি উর্দূ ভাষায় অত্র (ووجدك ضالا فهدا) আয়াতের অনুবাদ করেছেন-(اورتمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا) যার বাংলা অনুবাদ- "এবং তিনি (আল্লাহ) আপনাকে (নবীজীকে) স্বীয় প্রেমে (আল্লাহর প্রেমে) আত্মহারা পেয়েছেন"। ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এখানে ضال অর্থ প্রেম ও মুহাব্বত করেছেন যেই অর্থটি অধিকতর শালীনতাপূর্ণ, বিশুদ্ধ এবং মর্ম উপস্থাপনে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ। অনেক অনুবাদক উক্ত আয়াতের (ضال) শব্দের অর্থ (পথভ্রষ্ট, পথভোলা, পথহারা) করেছেন যা শালীনতার পরিপন্থী এবং আয়াতের সঠিক মর্মার্থ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে

ভুল। (ضال) শব্দটি উক্ত অর্থে আসলেও উক্ত আয়াতের ক্ষেত্রে অর্থগুলো নেওয়া যাবে না। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে পথভ্রষ্ট, পথ ভোলা, পথহারা ইত্যাদি শব্দ চয়ন অশালীনতার নামান্তর ও চরম বেয়াদবী।

ضال অর্থ যে প্রেম, ভালবাসা ও সাক্ষাতের অধিক আগ্রহ সেটিও কুর'আন দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালাম যখন স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ 'আলায়হিস সালামের বিচ্ছেদে কান্না করতে করতে চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন তিনি তাঁর অন্যান্য ছেলেদেরকে সম্বোধন করে বললেন- إنى لأجد ريح يوسف 'আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসূফের ঘ্রাণ পাচ্ছি'। প্রতিউত্তরে তাঁর পুত্ররা বললো-
قالوا تالله انك لفى ضلالك القديم অর্থাৎ পুত্রগণ বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আপনার ওই পুরানো প্রেমের মধ্যে (পুত্রস্নেহ) বিভোর রয়েছেন। সুতরাং ضالএর অর্থসমূহের মধ্যে এক অর্থ প্রেম ও ভালবাসাও রয়েছে যা অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহ. এই অর্থটিই (মুহাব্বত) নিয়েছেন। যা তাফসীরুল কুরআন বিলকুরআন তথা প্রথম স্তরের তাফসীরও বলা চলে। তাই বলা যায়." কানযুল ঈমান ফি তরজুমাতিল কুরআন" শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ তরজুমা।
তার এই তরজুমাটি বাংলা ভাষায় ব্যাপক প্রচার- প্রসার করা সময়ের দাবি। সঠিক আক্বিদার রক্ষায় তার এই তরজুমাটি বিশাল ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরেলভী রহ. ছিলেন সমগ্র বিশ্বের আলেমদের দিকনির্দেশক

ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
অধ্যক্ষ, ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর।

আলেম হতে হলে ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের জ্ঞানে জ্ঞানী হতে হয়। কুরআন-সুন্নাহ-ফিকহের জ্ঞান সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে আহরণ করে সনদ লাভ করা, যুগচাহিদা পূরণের জন্য সর্বাধুনিক প্রশাসনিক জ্ঞান অর্জন করা এবং সনদপ্রাপ্ত সিলসিলার মুর্শেদে বরহকের তালীম, তাওয়াজ্জুহ, সোহবতে থেকে রূহানী জ্ঞান অর্জন করে মোর্শেদের ইজাজত নিয়ে ইলম ও আমলে এমন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন হাদিসের ভাষায়, اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ যখনই তাকে দেখবে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আলেম সমাজের দিক নির্দেশক হতে হলে তাকে উলুমুল কুরআনের ২১টি, উলুমুল হাদিসের ২৪টি ও উলুমুল ফিকহের ৪৮টি বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এর মধ্যে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর ভাষায় যিনি কুরআন নিয়ে কথা বলবেন তাকে ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী হতে হবে। হক্কানী আলেম অর্থই হল তিনি দিক নির্দেশক হবেন। এ দিক নির্দেশক আলেমের প্রথম কাজ হল আকিদার ক্ষেত্রে বিকৃতি সংশোধন করে সঠিক আকিদা প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাস স্বাক্ষী, সাহাবায়ে কেরামের সময়ে সৃষ্ট বদ আকিদা দূর করার জন্য তারা খারেজীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ময়দানে লড়াই করেছেন। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগে যত ফেরকা সৃষ্টি হয়েছে ওলামায়ে হক তা দূর করে আহলুস সুন্নাহর সহীহ আকিদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফিকহী বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকলেও আকিদার ক্ষেত্রে সকল ফকীহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, দার্শনিক, তরীকতের সকল সিলসিলার ওলীগণের একই আকিদা ছিল। ইবনে তাইমিয়া, ফাকেহানী, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী এসে সংস্কারের নামে আহলুস সুন্নাহের প্রতিষ্ঠিত আকীদা নষ্ট করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

তাদের বদ আকিদার বিরুদ্ধে ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলির জমিনে হক প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন তিনি ছিলেন ইমামে আহলুস সুন্নাহ ইমাম আহমদ রেযা খান কাদেরী বেরেলভী রহ.। তাফসির, হাদিস, রেজাল শাস্ত্র, ফিকহ, কালাম, তাসাউফ, ইতিহাস, সিরাত, মায়ানী, বয়ান, বদী, আরুয, গণিত, ক্যালেন্ডার, মানতিক, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইলমে জবর, জীওমেট্রিক, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ যুগের সকল শাখার জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন তিনি। ৪ বছর বয়সে কোরআনে হাফেজ, ১৪বছর বয়সে প্রচলিত দ্বীনি জ্ঞানে মুহাক্কিক আলেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তার "ফাতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ" ইলমে দীনের এমন এক বিশ্বকোষ যে একটি কিতাব ১৪শ

বছরের হাজার হাজার গ্রন্থের ফায়সালার সমাহার। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৫হাজারের অধিক ফাতোয়া স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। এর মধ্যে সমগ্র বিশ্বের আলেমগণের জিজ্ঞাসিত ফাতওয়া স্থান পেয়েছে। প্রায় ২হাজারের মত না'তে রাসূল (ﷺ) সম্বলিত এক অনন্য গ্রন্থ 'হাদায়েকে বখশিশ'। চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরীক্ষিত গ্রন্থ আ'মালে রেযা। কুরআন মজীদের সঠিক মর্ম উদঘাটনে তাঁর কানযুল ঈমান গোটা মুসলিম উম্মাহর অনন্য সম্পদ। সহী আকিদা ও সহী আমলের দিক নির্দেশনায় বর্তমান যুগের আলেম সমাজ ইমাম আহমদ রেযা খান রহ. এর গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করে নিজেদের সঠিক পথ খুঁজে পেতে পারেন। তার ফতোয়ার খুঁটিনাটি বিষয়ে অন্যদের ভিন্নমত থাকতেই পারে; কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় তার প্রতিটি গ্রন্থ আলেম সমাজের জন্য অমূল্য সম্পদ। উদাহরণ স্বরূপ ফাতওয়ায়ে রজবীয়ার ১১তম খন্ডে আকিদা সংক্রান্ত যে তথ্য ও বক্তব্য পেশ করেছেন তা বিস্ময়কর। যেমন-

বোম্বাই থেকে মৌলভী মোহাম্মদ ওসমান সাহেব তার কাছে জানতে চান- پنجتن کون حضرات ہین؟ অর্থাৎ পাঞ্জাতন কারা? যায়েদ বলে, পাঞ্জাতন বলতে রাসূলুল্লাহ দ, হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান গণি ও হযরত আলী রাদ্বি. হওয়া যুক্তিযুক্ত। বকর বলে, পাঞ্জাতন বলতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ). হযরত আলী, ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কোনটি সঠিক?

ইমামে আহলে সুন্নাত জবাব দেন- বকরের কথা সহি। এটাই প্রতিষ্ঠিত পরিভাষা। যদি কেউ নিজস্ব যুক্তিতে নিজের পরিভাষায় হুজুরে আকদাস দ, খোলাফায়ে আরবায়া রাদ্বি. কে পাঞ্জাতন বলে অথবা পাঁচজন উলুল আযম পয়গম্বর অর্থাৎ হযরত সাইয়্যেদে আলম, নূহ, ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালামকে পাঞ্জাতন হিসেবে গণ্য করে তাতেও কোন অসুবিধা নাই।

ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেযা খান রহ. এর কিতাবগুলো দেখলে সহজেই বুঝা যায় সমগ্র দুনিয়ায় বিদ্যমান ও গ্রহণযোগ্য বেশিরভাগ কিতাব তার ইলমের আওতায় ছিল। যেমন ফাতওয়ায়ে রজবিয়ার ১১তম খন্ডের ৪৮পৃ. লিখেন- ত্রিপুরা জেলার কদমতলী এলাকার তালেব আলী সাহেব প্রশ্ন করেন- আল্লাহ আরশে সমাসীন আছেন এর অর্থ কি তিনি সশরীরে আরশে অবস্থান করছেন? এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহের মত কি?

জবাবে লিখেন :

یہ برگز عقیدہ اھل السنۃ کا نہین-وہ مکان وتمکن سے پاک ھے- نہ عرش اوسکا مکان ھے نہ دوسری جگہ عرش وفرش سب حادث بین او وہ قدیم ازلی ابدی سرمدی جب تک یہ کچہ نہ تھے کہان تہا جیسا جب تہا ویساھی اب ہے او جیسا اب ھے ویساھی ابد الابادتک رھیگا عرش وفرش سب متغیر بین حادث بین فانی بین او وہ اور اسکی صفات تغیر وحدوث وفنا سب سے پاک-

'এটা কখনো আহলুস সুন্নাহর আকীদা নয়। তিনি স্থান ও জায়গা থেকে পবিত্র। আরশে তার অবস্থান স্থল নয়, অন্য কোন স্থানেও নয়। আরশ ও জমিন সবই ধ্বংসশীল আর তিনি

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

অবিনশ্বর, আদি ও স্থায়ী অস্তিত্বের অধিকারী। যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি কোথায় ছিলেন? তখন যেভাবে ছিলেন এখনও সেভাবেই আছেন। চিরস্থায়ী আবাদুল আবাদ পর্যন্ত থাকবেন। আরশ ও ফরশ সবই ধ্বংসশীল আর তাঁর গুণাবলী সকল পরিবর্তন ও লয় থেকে পবিত্র'। এ বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর ফাতওয়া প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-

الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة

"আল্লাহর সমাসীন হওয়া জ্ঞানের ভেতর রয়েছে, তার পদ্ধতি অস্পষ্ট এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব আর এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদআত"।

ফাতওয়ায়ে আলমগীরি, হাদিকাতুন নাদিয়া, তাতারখানিয়া, খোলাছা, জামেউল ফসুলাইন, খাজানাতুল মুফতীয়্যিন সকল গ্রন্থের ফাতওয়া হল, রব অথবা আল্লাহর জন্য কোন স্থানের সম্পৃক্ত করা কুফুরী। এ ফাতওয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু। বিজ্ঞ আলেম সমাজ এ মহান মনীষীর গ্রন্থসমূহ যদি সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করেন খুব সহজেই জ্ঞানের দৈন্য দূরীভূত হবে। তার সকল ফাতওয়ার সাথে একাত্মতা নাও হতে পারে, কিন্তু ইলমী ময়দানে বিচক্ষণতা অর্জন করার জন্য ইমাম রেযা রহ. এর ইলমী খেদমত আলেম সমাজের জন্য দিক নির্দেশক। আল্লাহ আমাদেরকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সহি আকিদা ও আমলের তাওফীক দিন। আমীন।

সিপাহি বিপ্লবোত্তর সংকট কালের মহান কান্ডারি : ইমাম আ'লা হযরত রহ.

মোসাহেব উদ্দীন বখতিয়ার

সদস্য সচিব- আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত সমন্বয় কমিটি।

গরীব নওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহ.'র আধ্যাত্মিক হস্তক্ষেপে শেহাবুদ্দিন মুহাম্মদ ঘোরি তারাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন। সুফল হিসেবে ১১৯২-১৮৫৭ পর্যন্ত সাড়ে ছয়শ বছর মুসলমানরা শাসন করে ভারত। সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭)'র ব্যর্থতার পরিণামে রাতারাতি সেই মুসলমানরাই হয়ে গেল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রধান শত্রু। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে সব চলে গেল হিন্দুদের দখলে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের বশে রেখে, আর মুসলমানদের দমিয়ে ভারত শোষণকে দীর্ঘস্থায়ী করার নীতি অবলম্বন করে ব্রিটিশ সরকার। রাজপথে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করছে মুসলমানরা। তাই, devide and rule-'ভাগ কর, শাসন কর' এই কূটকৌশলের অনুশীলন শুরু করে ইংরেজরা, যাতে মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে ওঠে। আর, আন্দোলনরতদের বিচ্ছিন্নতার সুবিধা নেয় ব্রিটিশ ও হিন্দু নেতারা। এমন ভয়াবহ দুর্যোগ যখন ইসলাম ও মুসলিমদেশের জাতিসত্তার অস্তিত্বকে পর্যন্ত হুমকির দিকে ঠেলে দেয়, ঠিক সে সময়ে ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান সূক্ষ্ম কারসাজিসমূহ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে দাঁতভাঙা জবাব ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে, সহস্রাধিক কিতাব রচনার মত অসাধারণ কাজ করে আ'লা হযরত চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের আক্বিদাগত বিভক্তি আর ভারতের মুসলমানদের বিভক্তি একই সূত্রে গাঁথা। এখানেও সেই পুরোনো আক্বিদাগত বিভ্রান্তির উসকানির পাশাপাশি সৃষ্টি করা হয় নতুন নতুন মতপার্থক্য। এমনকি ধর্মীয় ব্যাখ্যার আড়ালেও চলছিল সূক্ষ্ম রাজনৈতিক ভেলকিবাজি। আর, এতে ব্যবহৃত হয় কিছু মৌ লোভী মৌলভীর দল, ফলে বিভ্রান্ত হচ্ছিল সহজ-সরল মুসলমান। এরাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের আড়ালে, ভারতকে দারুল হরব ফতোয়া দিয়েছিল, যাতে মুসলমানরা ভারতের স্বাধীনতা ও নেতৃত্বের অধিকার অর্জনে চলমান আন্দোলন ছেড়ে অন্যদেশে হিজরত করে। কারণ, মুমিনের জন্য দারুল হরব (শত্রুরাষ্ট্র) থেকে হিজরত করা আবশ্যক। কার্যত দেখা গিয়েছে, এই ফতোয়া আসার পর বহু নিরীহ মুসলমান নিজেদের বাড়ি ভিটে, জমি-জমা, সহায়-সম্বল ফেলে, বা সস্তায় বিক্রি করে, ভারত থেকে অন্যদেশে হিজরত করা শুরু করে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ভারত এমনিতেই হিন্দুদের হাতে চলে যেত। আ'লা হযরত ধূর্ত ইংরেজ ও হিন্দুদের হাতের পুতুল ওহাবী চক্রের এই রাজনৈতিক ফতোয়ার অন্তর্নিহিত কারসাজি ঠিকই টের পেয়ে যান। এবং উক্ত ফতোয়ার উপযুক্ত জবাব লিখে জানান যে, এ দেশ আমাদের, এটা দারুল ইসলাম। হিন্দুদের সন্তুষ্টির জন্যই ওহাবীরা গরু জবাইয়ের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছিল সে সময়। আর আ'লা হযরত তাদের অবাস্তব ফতোয়ার জবাবে গরু জবাইয়ের পক্ষে কলম ধরে হযরত মুজাদ্দিদ আল-ফেসানি

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

রহ'র যোগ্য উত্তরসূরীর ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের বিভ্রান্ত করবার জন্য ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নামে অপর এক রাজনৈতিক ফাঁদ ছিল খেলাফত আন্দোলন। এটা এমন এক হাস্যকর খেলাফত আন্দোলন ছিল, যার প্রধান নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ওহাবী মোল্লারা নির্লজ্জভাবে গান্ধীকে ইমাম মেনে খেলাফতে যোগ দিয়ে সরল মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলেও আ'লা হযরত সেক্ষেত্রেও বেঁকে বসলেন। কারণ, এটা শুধু অপমানজনকই ছিলনা, বরং এ আন্দোলন সফল হবার অর্থই হত ভারতের নতুন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা, যাতে মুসলমানরা হত চরম অপমানিত। তুর্কি খেলাফত বাঁচানোর মত স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে হয় সূক্ষ্ম চক্রান্ত, এখানেও পশ্চিমারা ভারতীয় মুসলমানদের বানাতে চেয়েছিল বলির পাঁঠা। ডাক দেওয়া হয় তুরস্কে গিয়ে যুদ্ধ করার। আ'লা হযরত বললেন 'না'। তিনি বলেন এটা নতুন চক্রান্ত। নিরীহ আন্দোলনরত ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে। যেখানে স্বদেশে যুদ্ধ চলছে সেখানে মুসলমানরা যদি রণে ভঙ্গ দিয়ে ভারত ছেড়ে তুরস্কে যায়, তখন দেশ বিনাযুদ্ধেই চলে যায় ষড়যন্ত্রকারী হিন্দু-ইংরেজ-ওহাবীদের হাতে। শুধু তাই নয়, জান-মাল-ভিটে বাড়ি সব যেত মুসলমানদের। আর হিন্দুরা তা দখল করে নিত সহজেই। শেষমেশ, এ রাজনৈতিক ভাওতাও মাঠে মারা গেল। নতুন ডাক এল অসহযোগ আন্দোলনের। আ'লা হযরত এটাকেও সমর্থন দিলেন না, বরং বিরোধিতা করলেন। তিনি বলেন, এটা ছিল সব হারানো মুসলমানদের বাকিটুকুও কেড়ে নেবার রাজনৈতিক চাল। এ সময়েও অসহযোগের নামে মুসলমানদের চাকরি-বাকরি, অফিস-আদালত বর্জনের উসকানি দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানদের সামান্য যা ছিল তাও যেন চলে যায়, আর এসবও যেন হিন্দুরা দখলে নিতে পারে। আ'লা হযরত এমন হঠকারি সব রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে ভারতের মুসলমান ও ইসলামের পক্ষে 'চিরস্মরণীয়' অবদান রেখে গেছেন। তাই, আমাদের কাছে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মহান নেতা, আর সে সময়ের ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে ব্রিটিশের দালাল হওয়াই স্বাভাবিক।

আঁতাতকারি মোল্লারা যখন গান্ধী মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে নির্লজ্জভাবে "বন্দে মাতরম" শ্লোগান ধরে, মন্দিরে মন্দিরে প্রদক্ষিণরত, তখন দ্বীনের রক্ষকের ভূমিকায় নামেন আ'লা হযরত। তিনি এক ভারতীয় রাজনীতির গান্ধীবাদী ফাঁদে পা না দিয়ে, বরং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখে আল্লামা ইকবালের দৃষ্টি আকর্ষণের পর। আল্লামা ইকবাল এর আগ পর্যন্ত "বন্দে মাতরম" হুজুগের দলভুক্ত মুসলমান নেতা হিসেবে কাজ করছিলেন। তাঁর এই হুজুগের সময়ের লেখা "সারা জাঁহা সে আচ্ছা-হিন্দুস্তাঁ হামারা" গানটি বহু মানুষকে এক ভারতের সমর্থনে একত্রিত করেছিল। কিন্তু আ'লা হযরতের ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির নিজস্ব চিন্তাধারা তাঁকে এমনভাবে পথপ্রদর্শন করেছিল যে, তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য নতুন করে লিখতে বাধ্য হলেন, "চীন আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা, মুসলিম হ্যায় হাম, সারা জাঁহা হামারা"

সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, আল্লামা ইকবাল ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অসাধারণ প্রভাব ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে, আ'লা হযরতের চিন্তাধারায় মুসলিম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা চালান। তাঁর সে চেষ্টা সফলতার মুখ দেখে যখন তিনি কায়দে আজম জিন্নাহ্ কে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপরই, যুগের হুজুগের মহাফাঁদ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন মুসলিম নেতারা। শুরু হয় দুই জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। আমরা মুসলিম জাতি। আমরা ভারতের সাথে মিশে যেতে পারিনা। অন্তত নিজস্ব অস্তিত্বকে তুলে ধরার জন্য একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রয়োজন। ঘুম ভেঙ্গে গেল মুসলমানদের। সুন্নিরা ফিরে এল দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক রাজনীতিতে। ১৯২১ এ চলে গেলেন আ'লা হযরত, ১৯৩০ এ গেলেন আল্লামা ইকবাল। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের নতুন রাজনীতি মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিয়ে এল। এ আন্দোলনের ফসল হিসেবে ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট জন্ম হয় পাকিস্তান। সেদিনের ভাগাভাগিতে আমরা অন্তর্ভুক্ত হলাম পাকিস্তানের সাথে। এটা আল্লাহ্পাকের বড় মেহেরবানি যে, আমরা ভারতের ভাগে ছিলাম না। এই ভাগে ছিলাম বলেই মাত্র চব্বিশ বছরের মাথায়, মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে হতে পেরেছি স্বাধীন। যারা সেদিন দ্বিজাতিতত্ত্বের আন্দোলনে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তারা কেউ স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি এ পর্যন্ত। আর এ আন্দোলনের বীজ বপন হয়েছিল আ'লা হযরতের হাতেই। তাই তাঁর অবদান অন্যান্যদের চেয়ে কোন ভাবেই কম নয়। বরং মূলে যারা আমাদের এক ভারতে গুলিয়ে নিতে চেয়ে সফল হয়নি। তারাই আজ সেজেছে ব্রিটিশবিরোধী, আর আ'লা হযরত কে অভিযুক্ত করতে চেষ্টা চালায় ব্রিটিশের পক্ষ হিসেবে। অথচ, আ'লা হযরতের ব্রিটিশ বিরোধী মানসিকতার রয়েছে অসংখ্য দলিল। তিনি ব্রিটেনের রাণীর ছবি সম্বলিত ডাক টিকিট লাগানোর প্রয়োজন হলে এমন উল্টাভাবে লাগাতেন, যেন রাণীর মাথা থাকত নিচের দিকে। এটা এক অভিনব প্রতিবাদ। এবং ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণার নমুনা। তিনি ব্রিটিশদের দেওয়া আইন-আদালত বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। তাদের আদালতে মামলা দায়ের করতে মুসলমানদের নিষেধ করে কিতাব লিখেছিলেন। এমনকি, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচারের প্রয়োজনেও তিনি ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত আদালতে যাননি। চাপ প্রয়োগের পরও, তাঁকে খ্রিস্টান আদালতে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাঁর লেখনি, ফতোয়া, আচরণ, জীবন-যাপন, রাজনীতি সবকিছুই ছিল ব্রিটিশবিরোধী। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যও ছিল ব্রিটিশ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত। আ'লা হযরতের দাদাকে গ্রেপ্তার করতে পুরস্কার ঘোষণা করতে হয়েছিল ব্রিটিশ জেনারেলের। "তবুও কি তাহারা অবিশ্বাস করিবে?" আজ আ'লা হযরত ওফাত শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে, স্মরণ না করে উপায় নাই যে, আজ বাংলাদেশের মুসলমানরা আ'লা হযরতের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছে এমন এক আওলাদে রাসূলের বদৌলতে, যাঁর জন্ম সীমান্ত প্রদেশের সিরিকোট-শেতালু শরিফে হয়েছিল আ'লা হযরতের সময়ে, একই বছর ১৮৫৬ তে। কিন্তু তাঁর ওফাত হয় আ'লা হযরত (১৮৫৬-১৯২১)'র ওফাতের চল্লিশ বছর পর ১৯৬১ তে। এই অতিরিক্ত চল্লিশ বছর তিনি বার্মা,

বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহু দেশ জনপদে সুন্নিয়ত, কাদেরিয়া ত্বরিকা এবং মসলকে আ'লা হযরতের প্রচার-প্রসারে অনন্য অবদান রেখে গেছেন। গাউসে জামান, পেশওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, আল্লামা হাফেজ সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি (১৮৫৬-১৯৬১) সেই প্রাতস্মরণীয় পথপ্রদর্শক, যিনি চট্টগ্রামে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে যেমন সুন্নিয়তকে রক্ষার পাশাপাশি আ'লা হযরতের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করে গেছেন বাঙালি মুসলমানদের। যা তাঁর পরবর্তী দরবারে সিরিকোটের সাজ্জাদানশীনদের মাধ্যমে ঢাকা মুহাম্মদপুরস্থ কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদরাাসাসহ শত শত মাদরাাসা ও অন্যান্য দ্বীনি মারকাজ প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে বর্তমানে ফুলে, ফলে ভরে যাচ্ছে। ইনশা আল্লাহ, মসলকে আ'লা হযরত বিজয়ী হবেই।

হাফেজে কুরআন আ'লা হযরত

কাজী মোহাম্মদ আবদুল হান্নান

অধ্যক্ষ- বখতিয়ার পাড়া চারপীর আউলিয়া সিনিয়র মাদরাসা, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।

আ'লা হযরতের পরিবারে পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বিসমিল্লাহখানী তথা বিসমিল্লাহ শরীফের আনুষ্ঠানিক ছবক হত। বিসমিল্লাহ শরীফের ছবক গ্রহণকালে হযরতের বয়স কত ছিল বিশুদ্ধভাবে বলা মুশকিল। তিনি মাত্র চার বৎসর বয়সেই পবিত্র কুরআনের নাজেরা (দেখে দেখে পড়া) খতম করেছিলেন।

আ'লা হযরত রহ. এর মুখস্থশক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, একদিকে ওস্তাদ ছবক দেন অপরদিকে তিনি এক দুবার পড়েই কিতাব বন্ধ করে দিতেন। যখন ওস্তাদ ছবক শুনতেন তখন প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে শুনাতেন। যে ব্যক্তি ৫৪ টি বিষয়ে সহস্রাধিক কিতাব রচনা করেছেন তার মেধা ও জ্ঞান নিয়ে আশা করছি নতুন করে কোনো কিছু বলতে হবে না।

একদিন আ'লা হযরত রহ. বললেন, অনেকেই না জেনে আবেগপ্রবণ হয়ে আমার নামের সাথে "হাফেজ" শব্দটি যুক্ত করে দেয়, অথচ আমি হাফেজ নই। তবে এটা সম্ভব যে, কোনো হাফেজ সাহেব যদি আমাকে কুরআন কারীমের এক রুকু করে পড়ে শোনান, তাহলে অনুরূপ আমার দ্বারা মুখস্থ শোনানো সম্ভব হবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাহে রমজানে একজন হাফেজ সাহেবের সান্নিধ্যে মাত্র ২৭ দিনে ৩০ পারা কুরআন শরীফ মুখস্ত করে শুনিয়েছিলেন। তিনি মূলত এশার আযানের পর ও জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যকার সময়ে হিফজ করতেন, সুবহানাল্লাহ।

মুজতাহিদ আ'লা হযরত

মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

অধ্যক্ষ, মাদরাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), বন্দর, চট্টগ্রাম।

মুজতাহিদ অতীত বিধানকে আপন যুগের দাবীর সমন্বয়ে পর্যালোচনা করেন। প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি অব্যাহত রেখে যুগোপযোগি বিধান রচনা করেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। গন্তব্যস্থল একটি। কেন্দ্রস্থলে পৌছার ক্ষেত্রে নতুন নতুন রাস্তা ও পন্থা উদ্ভাবন করা হয় মাত্র। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিরোধানের পর তাবলীগেদ্বীনের প্রতিটি স্তরের দায়িত্ব পালনে জিম্মাদারী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হয়। দ্বীন ও মাযহাবের সার্বিক কল্যাণে উৎসর্গিত মনীষীদেরকে তাঁদের মর্যাদা ও স্তরানুপাতে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম স্তরঃ মুসলেহীন বা সংশোধনকারীগণ।
দ্বিতীয় স্তরঃ হুকামা বা দার্শনিকগণ।
তৃতীয় স্তরঃ মুজতাহিদীন বা গবেষকগণ।
চতুর্থ স্তরঃ মুজাদ্দেদীন বা সংস্কারকগণ।
পঞ্চম স্তরঃ মুফহেমিন বা চিন্তাবিদগণ।

আমরা যদি উপরিউক্ত পাঁচ স্তরকে গভীরভাবে গবেষণা ও পর্যালোচনার দৃষ্টিতে অবলোকন করি, প্রধানত তিনটি দিক আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে। যা নিম্নরূপ-
এক. মুজাদ্দেদীন বা সংস্কারকগণ।
দুই. মুজতাহীদীন বা গবেষকগণ।
তিন. মুসলীহিন বা সংশোধনকারীগণ।

আ'লা হযরতের ব্যক্তিত্বে উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ

পাক-ভারত উপমহাদেশের শেষযুগের পরিস্থিতির আলোকে আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহ. এর খেদমতের দৃষ্টিপাত করলে তাঁর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব ও খেদমত আমাদের ভাবিয়ে তুলে। তাঁর ব্যক্তিত্বে একাধারে বহুবিদ জ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে। তিনটি অসাধারণ গুণাবলি। যথা মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ ও মুসলেহ। এ তিনটি মহৎ যোগ্যতা যথার্থরূপে তাঁর কার্যক্ষেত্রেও সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর ইলমে আকাইদের খেদমত তাঁকে একজন সার্থক মুজাদ্দিদ, ইলমে ফিকহ শাস্ত্রে খেদমতের একজন সফল মুজতাহিদ এবং তাসাউফ ও তরীকতের খেদমত পর্যালোচনায় তিনি যথার্থ মুসলেহ হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উদাহরণ স্বরূপ তরিকতের ক্ষেত্রে তিনি যথার্থ সার্থক

মুসলিহ্ বা সংশোধনকারী। তরীকতের ছদ্মাবরণে যখন নষ্টামী ও ভন্ডামি ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ তরিকতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছিল এবং সর্বত্র শরিয়ত বর্জনে প্রবণতা প্রবলভাবে প্রাধান্য লাভ করেছিল; তরিকত থেকে শরীয়তকে সুকৌশলে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চলছিল; হিন্দু প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থার এক ক্রান্তিকালে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা এক সুবিশাল বিস্তৃত অধ্যায়।

এভাবে আকায়িদের ক্ষেত্রে বিধ্বংসী বক্তব্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার আড়ালে রেসালাতের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন; শিরক প্রতিরোধের নামে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সমুন্নত মর্যাদার অবমাননা ও পুতঃপবিত্র চরিত্রের কুৎসা রচনা চলছিল। সর্বোপরি মিল্লাতের ঈমানি চেতনাকে ধ্বংস করার প্রয়াসে নানাবিধ চক্রান্ত কাজ করছিল। এমনি এক নাজুক সন্ধিক্ষণে মুসলিম মিল্লাতের অন্তরাত্মাকে নবীপ্রেমে সিক্ত করেছেন আ'লা হযরত। ভ্রান্ত মতবাদিদের সকল প্রকার চক্রান্ত প্রতিহত করেন। মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ ঈমান আকিদার সংরক্ষণে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কলমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় দেড় সহস্রাধিক গ্রন্থাবলি রচনা করেন। তার ক্ষুরধার লিখনিতে নবীদ্রোহী, ওয়াহাবী, নজদী, শিয়া, কাদেয়ানী, দেওবন্দীদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। তাঁর সাহসী পদক্ষেপ ও সমোদয় কর্মকান্ডের নিরিখে তিনি মুজাদ্দিদ এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর তাজদীদি কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আরব-আজমের উলামা সমাজ কর্তৃক তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ অভিধায় ভূষিত হন। ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্র তথা আইন তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সুবিশাল খেদমত তাঁর জ্ঞান ও চিন্তার গবেষণার স্তরকে এত উঁচু মর্যাদায় সমুন্নত করেছে যে, তাঁর যুগের সমগ্র জ্ঞানী বিশেষজ্ঞদেরকে তাঁর সাথে তুলনায় নগণ্য ও দুর্বল মনে হয়। ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রে অনবদ্য প্রেমকৃর্তি ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ যা বর্তমানে ত্রিশ খন্ডে বিন্যাস্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ফিকহে হানাফীর ইনসাইক্লোপিডিয়া তথা বিশ্বকোষ বললে উত্তোক্তি হবে না। তাঁর ফতোয়া প্রনয়ণ ও ফিকহী চিন্তধারা অনন্য উচ্চতায় সতন্ত্র মর্যাদা লাভে সক্ষম হয়েছে।

তায়াম্মুমের মাসয়ালায় আ'লা হযরত

তিনি শরয়ী মাসায়ালার প্রতিটি সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন। তের বছর দশ মাস চার দিন বয়সে সর্বপ্রথম ফতোয়া লিখেন। তাঁর এ ফতোয়াটি ছিল দুগ্ধপান সম্পর্কিত। তাঁর রচিত ফতোয়া গ্রন্থ 'আল আতায়ন নবভীয়া ফিল ফতোয়া আর রেজভীয়া' মানব জীবনের প্রতিটি মাসয়ালার নির্ভরযোগ্য সমাধান রয়েছে। এ বিশাল ফতোয়া গ্রন্থের 'বাবুল মিয়াহ' বা পানি অধ্যায়ে যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয তা ১৮১ প্রকার বর্ণনা করেছেন। অথচ ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রে সকল গ্রন্থাবলিতে এর সংখ্যা ৭৪ উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর গবেষণায়-ইজতিহাদে এ সংখ্যায় ১০৭টি বৃদ্ধি করে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম নাজায়েয তার সংখ্যা তিনি ১৩০ বর্ণনা করেন। অথচ

ফিকহ শাস্ত্রের সকল কিতাবে এ সংখ্যা ৫৮ উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ইজতিহাদী বর্ণনা গবেষণায় আরো ৭২ প্রকার বৃদ্ধি করেন। এ ছিল তাঁর গবেষণার গভীরতা। এভাবে যেসব পানি দ্বারা ওযু জায়েয, তা তিনি ১৬০ প্রকার বর্ণনা করেন। আর যে পানি দ্বারা ওযু অবৈধ, এর সংখ্যা ১৪৬ প্রকারে বিভক্ত করেছেন। অনুরূপ পানি ব্যবহারে অপারগতা ১৭৫টি বর্ণনা করেন। এ কারণে মক্কা শরীফের প্রখ্যাত মুফতি আল্লামা সৈয়দ ইসমাঈল খলিল আ'লা হযরতের একটি আরবি ফতোয়া প্রাপ্তির পর প্রত্যুত্তরে আ'লা হযরতের ফিকহী যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন-

والله اقول والحق اقول لو رأها ابو حنيفة النعمان رحمه الله لأقرت عيناه ولجعل مولفها من جملة الأصحاب

'আমি আল্লাহ তাআলার শপথ করে বলছি, ও সত্যি বলছি যে, এ ফতোয়াগুলো ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) যদি দেখতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর চক্ষু শীতল হয়ে যেত এবং প্রণেতাকে স্বীয় ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করে নিত'। উপমহাদেশের হানাফী ফিক্হ শাস্ত্রের উপর দুইটি বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একটি 'ফতোয়ায়ে আলমগীরি' যেটি মূলত চল্লিশজন বিজ্ঞ উলামা দ্বীনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। দ্বিতীয়টি 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' যা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর একক প্রচেষ্টা ও জ্ঞান সাধনার ফসল। এ কারণে আল্লামা ইকবাল তাকে যুগের আবু হানীফা বলেছেন। নিছক ভক্তি আবেগে বলেননি। তিনি বলেন, 'আমি এ বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়নের পর তাঁকে যুগের আবু হানীফা হিসেবে অকপটে স্বীকার করছি।' আল্লাহপাক আমাদেরকে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করার তাওফিক নসীব করুন, আমিন।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

শ্রদ্ধা লহ, হে কলম-সম্রাট।

মাওলানা হাফেজ আনিসুজ্জামান আল-কাদেরী
প্রভাষক- জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

বিশ্বের বিস্ময় ক্ষণজন্মা এক প্রতিভার নাম আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহ.। আবজাদ (আরবি বর্ণের মানভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্ব) হিসাব মতে যিনি নিজেই পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতকে তাঁর জন্মসন জ্ঞাপক বলে স্থির করেন। তা হল, সূরা মুজাদালার সর্বশেষ আয়াত। যাতে বলা হয়েছে, "তাঁরা হলেন সে সব ব্যক্তি, যাঁদের অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালা ঈমান খচিত করে দিয়েছেন। আর নিজপক্ষ হতে রূহ দিয়ে সাহায্যপুষ্ট করেছেন"।

কলম-সম্রাট খ্যাত এ মনীষী এমন বিরল প্রতিভার অধিকারী যাঁর প্রতিটি প্রয়াসকেই মনে হয় অতলান্ত গভীরতার অজানা দিগন্ত। একের ভিতরে অনেক তিনি, সীমার মাঝে অসীম। চার বছর বয়সেই কুরআন শিক্ষা সম্পন্ন করেন, ছয় বছর বয়সে মিলাদুন্নবী (ﷺ) বিষয়ে অসংখ্য আলেমদের সামনে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করে তাঁদের হতবাক করে দেন. শ্রুতিধর এ ব্যক্তিত্ব শুনেই কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে অভাবনীয় স্মৃতিশক্তির পরিচয় দেন পরিণত বয়সে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী যেদিকে গেছে, তার দিগন্ত উন্মোচিত করেই ছেড়েছেন। তিনি একাধারে যুগশ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ, মুফাসসির, মুফাক্কির (দার্শনিক), মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, গণিতবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, কবি ও জটিল তত্ত্বের বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষক ছিলেন।

মাত্র তের বছর দশমাস চারদিন বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সেদিন তিনি ফাতওয়া প্রণয়ন শুরু করেন। ফিক্বহ (ইসলামী আইন) শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার স্মারক হয়ে আছে ত্রিশ খণ্ডে অবিস্মরণীয় কীর্তি "ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ" নামক অনন্য গ্রন্থ। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতম অনুবাদ 'কানযুল ঈমান', যা ঈমান রক্ষার সূত্রদর্শক ইনডেক্সরূপে বিদ্যমান। তাঁর রচনা ও প্রণয়ন কীর্তি সমাহার এক কলমে এত সংখ্যক সেকালে অসম্ভব বলেই অনুমিত। পঞ্চাশোর্ধ্ব বিষয়ে সহস্রাধিক গবেষণাজাত প্রামাণ্য গ্রন্থাদি স্বয়ং কলমকেও বুঝি বিস্ময়াপ্লুত করে। তাঁর লেখনী এত কিছুতে আঁচড় কেটেও যে দিকগুলোতে প্রধানতঃ আলোকপাত করে তা হল, ১. ফিকহে হানাফীর ব্যাপক সমৃদ্ধি ও শ্রীসাধন। ২. ইসলামের নামে বাতিল মতবাদকে অপসৃত করণ। ৩. প্রিয় নবীর পবিত্র চরণকমলে হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ।

কাব্য প্রতিভায় তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব উজাড় করা 'রাসূল প্রশাস্তি তাঁকে অখণ্ড ভারতের হাসসান বা 'হাসসানুল হিন্দ'ির ইমেজে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর 'হাদায়েকে বখশিশ' সেই কীর্তির অনবদ্য সংকলন। নবীপ্রেমের চারণক্ষেত্রে কখনো তিনি 'ওয়াসিফে শাহে হুদা' কখনো 'বুলবুলে বাগে জিঁলা' আবার কখনো সেই ভক্তির বন্দনায় এ পথযাত্রীরা তাঁকে 'মুলকে সুখন কী শাহী' তখতে সমাসীন করেছেন। এখানে আরব-আজমের রসবোধ সম্পন্ন সকল বোদ্ধা তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় অকপটে বরণ করেছেন।

পরিসর স্বল্পতায় বিশ্ববরেণ্য সাহিত্য-গবেষক প্রফেসর ড. গোলাম মোস্তফার মূল্যবান একটি উদ্ধৃতি দিয়ে ক্ষান্ত দেই, "এমন কোন বিষয় বা বিদ্যা নেই যা তাঁর অজানা ছিল না। সাহিত্যে এবং কাব্যেও তিনি বিরল উদাহরণ। তাঁর রচনাবলি থেকে প্রবাদ-প্রবচন, পরিভাষা ও আলঙ্কারিক সব শব্দ যদি একত্র করা যায়, তবে বৃহদাকার এক অভিধান প্রণয়ন সম্ভব।"

ইমাম আহমদ রেযা খান ও কাদিয়ানী মতবাদ

সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী
সহকারী অধ্যাপক, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

বিশ্ব মুসলিম একবাক্যে স্বীকার করেন যে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করবেন না। আল্লাহ তায়াল এরশাদ করেন, - مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী (আহযাব-৪০) আর সর্বশেষ নবী মানে সর্বশেষ রাসূলও, কারণ সমস্ত রাসূল নবী। তাই অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিসে বিবৃত হয়েছে যে, وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي "আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার পরে আর কোন নবী নেই।" [১]

অনুরূপভাবে বিশ্ব মুসলমান এ মর্মে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ অবতীর্ণ কিতাব, তারপর আর কোন আসমানী কিতাব অবতরণ করবে না এবং ওহী বা ঐশী বাণীর পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আর কোন ওহী আসবেনা এবং ইসলাম হলো আল্লাহর সর্বশেষ ও একমাত্র মনোনীত ধর্ম, এর মাধ্যমে অন্যান্য সকল ধর্মকে রহিত করা হয়েছে, সুতরাং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বা রাসূল দাবী করবে, বা ওহী নাযিল হবার ঘোষনা দেবে কিংবা নতুন কোন ধর্মের প্যাবর্তন করবে, তারা সবাই দাজ্জাল ও মিথ্যুক। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ، حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ " ততক্ষন পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হবেনা যতক্ষন না প্রায় ত্রিশ জনের কাছাকাছি দাজ্জাল ও মিথ্যুকদের অবির্ভাব হবে, যারা প্রত্যেকেই ধারণা করবে বা দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল [২]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ভবিষ্যৎ বানী বাস্তবে পরিনত হলো এবং যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিয়মানও হলো, তাই যুগে যুগে অনেক ভন্ড ও মিথ্যুকের আগমন ঘটেছে যারা প্রথ্যেকে নিজেদেরকে নবী বা রাসূল হিসেবে দাবী করেছে। মুসাইলামা, আসওয়াদ ইবনে কাব আল আনাসী, তালীহা ইবনে খোয়াইলেদ আল আসাদীসহ আরও অনেকেই।

---

১ -বুখারীঃ কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিননবুয়্যাহ, ৩/১৩২০ হাদিস নং-৩৪১৩, মুসলিমঃ কিতাবুল ফিতান, আসরাতুস সা'আ, হাদিস নং- ৫২০৫

কিতাবুল মানাকিব, বাবু আলামাতিন নবুয়্যাহ. ৩/১৩২০ হাদিস নং- ৩৪১৩, মুসলিমঃ হাদিস নং ৫২০৫ -২

এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের পান্জাবের অন্তর্গত" কাদিয়ান" নামক স্থানে আবির্ভূত হলো মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (১৮৩৯-১৯০৮) নামে আরেক ভন্ড নবী। [৩] ইংরেজদের ছত্র ছায়ায় বেড়ে উঠা এ অভিনব মতবাদ বড় ধরনের এক বিভেদ সৃষ্টি করল ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যকার। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বদা স্বীয় দ্বীনকে হেফাত করেন তাঁর ঐসমস্ত বান্দাদের মাধ্যমে যাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ আমার উম্মতের একটিদল সর্বদা বিজয়ী থাকবে এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত, আর তাঁরা হলেন হক্কানী ওলামাগন। [৪].

তাই কাদিয়ানী ফিতনার মূলৎপাঠনের জন্য সাহসিকতার সাথে এগিয়ে এসেছেন ভারত,পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আরবদেশসহ বিশ্বের অনেক আলেম-উলামা। আর তাঁদের অগ্রভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন, বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহ আলাইহ (ওফাত-১৩৪০হিঃ-১৯২১খ্রীঃ), বরং তিনিই সর্বপ্রথম এ ফিতনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন,[৫]

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রাহমাতুল্লাহ আলাইহ মীর্যা গোলাম কাদিয়ানী ও তার দাবীগুলোর স্বরূপ উন্মোচন পূর্বক তথ্য ও গবেষনামূলক বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর পুস্তক -পুস্তিকা রচনা করেছেন ,তৎমধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ

১. ১৩১৭ হিজরীতে উর্দু ভাষায় লিখেছেন, جزا الله عدوه بابائه ختم النبوة
২. ১৩২০ হিজরীতে উর্দু ভাষায় লিখেছেন, السوء والعقاب على المسيح الكذاب
৩. ১৩২৩ হিজরীতে উর্দু ভাষায় লিখেছেন, قهر الديان على مرتدّ بقاديان
৪. ১৩২৬ হিজরীতে উর্দু ভাষায় লিখেছেন, المبين ختم النبيين
৫. ১৩৪০ হিজরীতে উর্দু ভাষায় লিখেছেন, الجراز الدياني على المرتد القادياني
৬. ... উর্দু ভাষায় লিখেছেন, الصوارم الهندية

এছাড়াও তিনি তাঁর লিখিত বিভিন্ন কিতাবে "খতমে নবুয়ত' বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন (কোথায়ও সরাসরি কাদিয়ানী ফেরকার নাম উল্লেখ করে আবার কোথাও শুধুমাত্র খতমে নবুয়ত বিষয়ে) এ কিতাব গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

৭. ১৩০১ হিজরীতে উর্দু ভাষায় লিখেছেন, المقالة المسفرة عن أحكام البدعة المكفرة
৮. ১৩২০ হিজরীতে আরবী ভাষায় লিখেছেন, المعتمد المستند بناء نجاة الأبد
৯. ১৩২৪ হিজরীতে অরিবী ভাষায় লিখেছেন, حسام الحرمين على منحر الكفر والمين
১০. ১৩১৭ হিজরীতে অরিবী ভাষায় লিখেছেন, فتاوى الحرمين برجف ندوة المين

---

৩ --সিরাতুল মাহদী, কৃতঃ মির্যা বশির আহমদ, তাবলীগুর রিসালাহ, কৃতঃ মির্জা কাদিয়ানী, আকিদাতু খতমে নাবুয়্যাত. ইত্যাদি)

বুখারীঃ৬/২৬৬৭,হাদিস নং-৬৮৮১ -৪

৫ -এর জন্য দেখুন- সৈয়দ ওয়াজাহত রাসূল কাদেরী কৃতঃامام أحمد رضا اور تحفظ ختم نبوت পৃঃ৫)

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

এ ছাড়াও আরো অনেক পুস্তকাদি। তিনি এতে কোরঅনি হাদিস, ইজমা, কিয়াসের পাশাপাশি এর সমর্থনে তাফসীর, হাদিস ও ফিকহবিশারদের মতামতও উল্লেখ করেছেন, তিনি এতটুকু যথেষ্ঠ মনে করেননি,তাই তিনি মাঝে-মধ্যে তাঁর লিখিত কিতাব ও ফাতাওয়াসমূহ আরব ও অনারব বিশেষ করে হারামাইন শরীফাইনের আলেমগনসহ বিশ্বের উল্লেখযোগ্য আলেমগনের কাছে তাঁদের মতামত পেশ করার জন্যও পাঠাতেন। তাই এ কথাটা বাড়িয়ে বলা হয়নি যে, সর্ব প্রথম ইমাম অহমদ রেযাই কাদিয়ানীদের বিরুদ্বে কলম ধরেছেন , কেননা তাঁর রচিত جزا الله عدوه بابانه ختم النبوة কিতাবটি তিনি ১৩১৭ হিজরী মোতাবেগ ১৯৮৯ খ্রী. রচনা করেন, যা ছিল কাদিয়ানীদের উপর বড় ধরনের আঘাত। আমরা জানি কাদিয়ানী নিজেকে নবী দাবী করেছে ১৯০১ সালে, আর তাঁর কিতাবটি ছিল এর দুই বছর পূর্বেই, যা ছিল মুলত: ঐ সমস্ত শীয়া সম্পদায়ের বিরুদ্বে যারা হযরত আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে নবী বলে ধারনা করত, আর السوء والعقاب على المسيح الكذاب কিতাবটি ঠিক ঐ বছরই লিখেছেন যে বছর কাদেয়ানী নিজেকে নবী বলে ঘোষনা দিয়েছে।

ইমাম আহমদ রেযা কাদেয়ানীদের বিরূদ্বে তাঁর লিখনীর জিহাদ অব্যাহত রেখেছেন,এমনকি তাঁর সর্বশেষ কিতাব যা তিনি ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে সম্পন্ন করেন .তাও ছিল কাদেয়ানীদের রদে, আর তা হলো,الجراز الديّاني على المرتدّ القادياني বলাবাহল্য যে, ইমাম আহমদ রেযা তখন থেকে কাদিয়ানীকে একটি অমুসলিম ফেরকা হিসাবে চিহ্নিত করে লেখা-লেখির জেহাদ শুরু করেছেন যখন আহলে হাদিস ও দেওবন্দের অনেক বড় ও বিজ্ঞ আলেমরা মনে করতেন, কাদিয়ানী একটি ইসলামি দল, তার সাথে এমন কিছু বিষয়ে মতানৈক্য আছে যার সাথে ইমান ও কুফরের কোন সম্পর্ক নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যিনি আজীবন কাদিয়ানীসহ সমস্ত বাতিল মতাবেদের বিরুদ্বে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে বিশ্ব মুসলমানদের ইমান-আক্বীদা রক্ষায় প্রানপন চেষ্ঠা করে গেছেন তাঁকে আজ সেই বাতিল ফেরকাগুলোর দোসররা কাদেয়ানী হিসেবে অপবাদ দেবার ঘৃন্য প্রচেষ্ঠায় লিপ্ত হয়েছে,তাদের সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করে দেয়া প্রতিটি সুন্নী মুসলমানের দায়িত্ব ও কতর্ব্য।

আ'লা হযরত: এক বৈশ্বিক গবেষণা লাইব্রেরি

মুফতি আবুল কাশেম মুহাম্মদ ফজলুল হক
উপাধ্যক্ষ- কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা।
আহ্বায়ক- ইমাম আ'যম ও আ'লা হযরত গবেষণা পরিষদ।

আ'লা হযরত অনেক শক্তিশালী এক আদর্শের নাম। একটা মাসলকের নাম। জ্ঞান-রাজ্যের স্বপ্নময় এক মোহনার নাম। নিরন্তর সুবাস ছড়ানো ফুলের এক বাগানের নাম। বিশ্ব-মনীষার যেন এক বিশাল লাইব্রেরি। জীবদ্দশায় পৃথিবী চোখ তুলে ভালো করে তাকায়নি আ'লা হযরতের দিকে। জ্ঞান সমুদ্রে তিনি ডুবে ছিলেন। পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়ে চলে যাওয়ার পর খুঁজে পাওয়া আ'লা হযরতের দিকে তাকিয়ে পৃথিবী অবাক। নিজের অজান্তেই শতাব্দির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারিয়ে ম্রিয়মান পৃথিবী চলে যাওয়া আ'লা হযরতকে নতুন করে খুঁজতে শুরু করেছে ; নিজস্ব আয়োজনে তৈরি করেছে একটা গবেষণাগার। তৈরি করা ঐ গবেষণাগারটি এখন আর এশিয়ায় সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর তৈরি গবেষণাগারটিকে পৃথিবী নিজে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যখন আ'লা হযরতের জীবনী প্রকাশিত হতে দেখলাম তখন চোখের কোনে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি কোনক্রমেই। বাতিলরা বাঁধা তৈরী করেছে বারবার। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পৃথিবীর কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে বারবার। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুতেই। আ'লা হযরত মিথ্যার জাল ছিড়েছেন। সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন। বৃটিশের দালাল বলেছিল তারা। আ'লা হযরতের পথচলায় সুস্পষ্টভাবে উল্টো তারাই দালাল প্রমাণিত হল। কখনো আ'লা হযরতকে কাদিয়ানী বলে মিথ্যা অপবাদ দিল। কিন্তু কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে তার লিখিত বর্ধিত কলেবরে তিনটি কিতাবের আঘাতে ঐ অপবাদ উঠে গেল। হিন্দুস্থানকে দারুল ইসলাম ফতোয়া দেয়ার কারণে এলো বৃটিশ-পক্ষীয় হওয়ার অপবাদ। কিন্তু এই ফতোয়া যখন অপবাদ রটনাকারীদের মুরুব্বীদের কাছ থেকে এলো তখন তো আপনার তলোয়ারে শিরোচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। মিথ্যার এরকম আরো অনেক রটনা। সকল রটনা মিথ্যা প্রমাণ করে আ'লা হযরত পূর্ব-পশ্চিমের দিগন্তে পৌছে গেলেন।

আ'লা হযরতকে নিয়ে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। ঘরে ঘরে প্রচারের দায়িত্ব আমাদের ও নিতে হবে। আ'লা হযরতকে যারা চেনে না তাদের চেনাতে হবে। আ'লা হযরতের কথা যারা বলে না তাদের মুখে আ'লা হযরতের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। আ'লা হযরত থেকে যারা দূরে আছে, আরো দূরে ঠেলে না দিয়ে আ'লা হযরতকে বুঝার সুযোগ দিন।

ইশকে রাসূলের ক্রান্তিলগ্নে আ'লা হযরতের আবির্ভাব

মাওলানা মাছুম বাকী বিল্লাহ কাদেরী
প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের উপর বিশ্বষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিগত শতাব্দিগুলোতে ভারত উপমহাদেশের মুসলিমদের উপর বড় ধরনের দুটো সুনামির আঘাত আসে। তন্মধ্যে একটি আসে সম্রাট আকবরের শাসনামলে, অপরটি আসে তার কিছুদিন পর ইংরেজ শাসনামলে। মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি.) যখন খিচুড়ী ধর্ম 'দ্বীন-এ-এলাহী' প্রচলন করেন এবং তা এ অঞ্চলের মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন, তখন সে খিচুড়ী ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলে সাধারণ মানুষের ঈমান-আক্বীদা-আমল রক্ষার্থে মহান আল্লাহপাক এক সিংহপুরুষ পাঠিয়েছেন, যাঁর নাম হযরত শেখ আহমদ সেরহিন্দ রহ. (৯৭১-১০৩৪হি.)। তিনি সম্রাট আকবরের এ মনগড়া ধর্মনীতিকে ভেঙে চুরমার করে সত্য দ্বীন পুনরুদ্ধার করেন। এজন্যই তাকে 'মুজাদ্দিদ-এ আলফে সানী' বা দ্বাদশ শতাব্দির সংস্কারক খেতাবে ভূষিত করা হয়।

দ্বিতীয় সুনামিটি ছিল ইংরেজ শাসককুল কর্তৃক এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করা ইশকে (ﷺ) উপর। বৃটিশরা খেয়াল করল, গরীবে নাওয়াজের এ দেশে মুসলমানদের মধ্যে শত ঝামেলা থাকলেও ইশকে রাসূল ও আউলিয়াপ্রেম বিষয়ে সবাই সংঘবদ্ধ। এই একটি বিষয়ে তারা মৃত্যুকেও হেসেখেলে বরণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। বৃটিশ শাসনের মূলনীতি ছিল, "ভাগ কর এবং শাসন কর"। শাসনকে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে তো সংঘবদ্ধ হয়ে যায় এমন ইস্যুতে বিভেদ সৃষ্টি করতেই হবে। নবীপ্রেমের এই শক্ত দেয়ালে ফাটল সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে তাদের মোক্ষম অস্ত্রটি ছিল নামকরা কিছু আলেমকে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে তাদের মাধ্যমে নবীবিদ্বেষী আক্বিদা প্রচার করা; একেবারে সিদ্ধহস্তে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বা কৈ-এর তেলে কৈ ভাজার মতো মুন্সিয়ানা। এজন্য মৌলভী আশরাফ আলী থানভী সাহেবের প্রথম দিকের লেখা 'নাসরুত তীব্ব' নামক নবীপ্রেমে টইটম্বুর কিতাব যেমনি পাওয়া যায়, তেমনি আবার পরবর্তীতে প্রিয়নবীর শানে বেয়াদবীমূলক স্ববিরোধী লেখারও হদিস মিলে।

বড় বড় কতেক রুই-কাতলা যখন বৃটিশ নিলামের পণ্য হিসেবে নিজেদের নিয়ে দর কষাকষিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই মুসলিম মিল্লাতের ঈমান রক্ষায় ইশকের উপর আসা ভয়াবহ সেই সুনামি প্রতিরোধে নবীপ্রেমের ঝাণ্ডাকে দৃঢ় হাতে ধরতে মহান আল্লাহপাক আ'লা হযরত, ইমাম-এ ইশক ও মুহাব্বত, ইমাম আহমদ রেযা খান রাহ. (১৮৫৬-১৯২১হি.) এর আবির্ভাব ঘটান। যিনি সারাজীবন এমনভাবে ঘুমাতেন যেভাবে শয়ন করলে একজন

মানুষের আকৃতি হয় "মুহাম্মদ" নাম মোবারকের। যেই কলম দিয়ে তিনি নবীপ্রেমের কথা লিখতেন, সেই কলম দিয়ে আর অন্য কোন কিছু লিখতেন না। পৃথিবীব্যাপী কোটি মানুষের মুখে বহুল উচ্চারিত তাঁর রচিত বিখ্যাত কয়েকটি দরূদ ও সালাম-

(ক) মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম।
(খ) সবছে আওলা ও আ'লা হামারা নবী।
(গ) কাবে কে বদরুদ দুজা তুম্‌পে করোরোঁ দরুদ ইত্যাদি।

দয়াল নবী (ﷺ) শান-মান বর্ণনা করে তিনি যে ইশকের পিয়ালা পৃথিবীব্যাপী মানবজাতিকে তোহফা দিয়েছেন তার নাম "হাদায়িক-এ-বখশিশ"। নবীপ্রেমের অনুপম আধার এ কাব্যগ্রন্থ সূফীতত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র, প্রবাদ, প্রবচন, দর্শন, উপমা ও অলঙ্কার প্রভৃতি কাব্যগুণে গুণান্বিত। এর প্রতিটি লাইনে হামদ, না'ত, মর্সিয়া, কাব্যিক রস, মননশীলতা, হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা একেবারে উজাড় করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বলা যায় এটি রাসূলপ্রেমের এক অমীয় সুধাভাণ্ডার।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আ'লা হযরত রহ.

শায়খ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা
প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সুন্নাহ লতিফিয়া, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

১৯৮৭ সালের দিকে যখন কাতারের রাজধানী দোহাস্থ "মা'হাদুল আইম্মাহ ওয়াল খুতাবা ইনিস্টিটিউটে" অধ্যয়ন করছিলাম, তখনই প্রথমবারের মত আ'লা হযরত রহ. এর নাম শুনেছিলাম। কিন্তু এ শোনাটা ছিল ভিন্ন মতালম্বীদের কাছ থেকে। একই ইনিস্টিটিউটের ভারত-পাকিস্তানের দেওবন্দীপন্থী শিক্ষার্থীরা মিথ্যাচার করে নবাগতদের আ'লা হযরত রহ. সম্পর্কে 'নেগেটিভ' ধারণা প্রচার করেছিল।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বিদামতে, "তাকবিলুল ইবহামাইন" তথা প্রিয়নবী (ﷺ) এর নাম মোবারক শ্রবণ করার পর বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করা 'মুস্তাহাব'। আমি যখন এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন 'মুস্তাহাব' প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট তথ্যসূত্র পাইনি। তবে যা পেয়েছি, তা নিয়ে নানা মতামত রয়েছে এবং অপূর্ণাঙ্গ মনে হল। আর হঠাৎ একদিন আ'লা হযরতের একটি রিসালাহ আমার হস্তগত হল। আর "তাকবিলুল ইবহামাইন" মুস্তাহাব হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য রেফারেন্সযুক্ত হাদিস পেয়ে যাই। আ'লা হযরতের ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি কিতাবই এমন তথ্যসমৃদ্ধ। আমি যে ক'টি কিতাব পড়েছি, তাতে আমার এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে।

একথা আজ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. জগদ্বিখ্যাত আলেম হওয়ার পাশাপাশি একজন উচ্চস্থরের আরেফ বিল্লাহ, আশেকে রাসূলও ছিলেন। তিনি ইশকে রাসূল ও আউলিয়ায়ে কিরামের শান-মান বিষয়ক কোনো ছাড় দিতেন না। তাঁর জীবনের কঠোর পরিশ্রম আর সাধনার মূলে ছিল ঐ ইশকে রাসূল (ﷺ)। প্রিয় নবী (ﷺ) এর শান-মানের বিপরীত কিছু দেখলে তিনি কঠোর থেকে কঠোরতর ভাষায় তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতেন। এবং এ ব্যাপারে কারো কোনো সমালোচনা তোয়াক্কা করতেন না।

আলোচনা-সমালোচনা কিয়ামত অবধি চলবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে আ'লা হযরত রহ. সম্পর্কে নানা মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। অতীতেও এরূপ অনেকেই করেছিল। যেগুলোর কোনো ভিত্তি নাই। আ'লা হযরতকে জানা ও বুঝার জন্য তাঁর লিখিত বই পড়ুন, আপনার চোখ খুলে যাবে। তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের অসারতা এমনিতেই প্রমাণিত হয়ে যাবে।

মিলাদ-কিয়ামপন্থী তথা সুন্নি যে কোনো স্কলার, আলিম, মাশায়েখ ও ব্যক্তিত্বের বিরোধীতা করার আগে শতবার চিন্তা করা উচিৎ। বিরোধীতার কারণে বিরোধীতা পরিহারের আহ্বান করছি। "জিনকে হারহার আদা সুন্নাতে মোস্তফা, এইসে পীরে তরিকত পে লাখো সালাম"

ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ : আ'লা হযরত রহ. এর অমর কীর্তি

মুফতি মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আল-কাদেরী
প্রধান ফকিহ, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত বিশ্ববাসীর নিকট ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা-বিশ্বাসকে সঠিক ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপনার পিছনে যাঁর অনন্য অবদান তিনি যুগশ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ ও ভূবন বিখ্যাত ফক্বিহ তথা ইসলামী আইনজ্ঞ আ'লা হযরত রহ.। তিনি অর্ধশতাব্দি ব্যাপী কলম যুদ্ধ চালিয়ে বাতিল মতবাদের দূর্গে আঘাত হেনে তাদের ঈমান বিধ্বংসী ভ্রান্ত আক্বিদার ভিতকে দুর্বল মুখোশ উন্মোচন করে দেন। তাঁর রচিত সত্তরের অধিক বিষয়ে প্রায় দেড়হাজার গ্রন্থাবলীর মাঝে গোটা বিশ্বে যেসব গ্রন্থ জ্ঞানী-গুণী-গবেষক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে, তম্মধ্যে ঐতিহাসিক 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' অন্যতম। বর্তমানে এ বিশাল গ্রন্থ ৩২ খণ্ডে সুবিন্যস্ত। বস্তুতঃ ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ ফিক্বহ ও ফতোয়ার জগতে অনন্য গ্রন্থ। হানাফী ফিক্বহের উপর এত বিশালাকার গ্রন্থ রচনা সত্যিই ইলমে ফিক্বহ ও ফতোয়াশাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বল প্রমাণ।

ইলমে তাফসীর, হাদীস, ফিক্বহ, নাহু, ছরফ ও বালাগাত ছাড়াও ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা, সাহিত্য ও বিশ্ব মুসলিম মনিষীদের জীবনী আলোচনাসহ ইত্যাদি দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। অত্র গ্রন্থে নানা বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রকরণে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বীনি বিদ্যাপীঠ মিশর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের বহু নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর উপর নানান গবেষণাকর্ম চলছে। কিছুদিন পূর্বে জামিউল আযহার মিশর থেকে মোস্তাক আহমদ শাহ্ নামে পাকিস্তানের এক ছাত্র 'ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ও ফিক্বহে হানাফীতে তাঁর অবদান' শীর্ষক বিষয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে পাটনা ইউনিভার্সিটি (ভারত) হতে 'ফক্বিহ-ই ইসলাম' বিষয়ে ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর ফিক্বহী মাসআলায় ও তার ফতোয়া সংকলন 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' এর উপর হাসান রেযা নামক জনৈক ছাত্র পিএইচ.ডি লাভ করেন। এমন হাজার গবেষক 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত আছেন। ফিক্বহ-ফতোয়ার মণি-মুক্তা বের করে মুসলিম সমাজকে সজ্জিত করার মানসে।

ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর ফিক্বহী বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণায় তাঁর ফতোয়ার গভীরতা ও সূক্ষ্মদূরদর্শিতার কারণে আরব-আযমের প্রখ্যাত গবেষক, দার্শনিক ও জ্ঞানী-গুণী সমাজ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতঃ ফিক্বহী যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করতে বাধ্য হন। এদের অনেকের নিকট আ'লা হযরত রহ. এর ফতোয়া ছিল চূড়ান্ত ফয়সালা। হেরেম শরীফে তৎকালীন

লাইব্রেরিয়ান ও মক্কা শরীফের প্রখ্যাত আলেম সৈয়দ ইসমাঈল খলিল রহ. আ'লা হযরতের ফতোয়া সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, শপথ করে বলছি ও সত্যিই বলছি যে, এই সকল ফতোয়া যদি হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. প্রত্যক্ষ করতেন, তবে নিঃসন্দেহে তার নয়ন শীতল হয়ে যেত। আর এর রচয়িতাকে আপন ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন।

মক্কা শরীফের প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক শায়খ আল্লামা আততার রহ. এর উক্তি বড়ই চমৎকার। তিনি এক জায়গায় লেখেন- বস্তুতঃ ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ আমাদের নবী করিম (ﷺ) এর অসংখ্য মুজিজার মধ্যে এক অনন্য মুজিজা। এ মুজিজা আল্লাহ তা'আলা এ যুগের অদ্বিতীয় ইমামের হাতে প্রকাশ করেছেন।

এমনি করে দার্শনিক কবি ড. আল্লামা ইকবাল রহ. আ'লা হযরতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ফিক্বহী যোগ্যতাকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন- ভারতবর্ষে শেষযুগে তাঁর মতো বিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন কোনো ফক্বিহ জন্মগ্রহণ করেননি। তার ফাতোয়াগুলো তার বুদ্ধিমত্তা, পরিপূর্ণতা ও ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

প্রকৃতপক্ষে আ'লা হযরত রহ. স্বীয় যুগে অন্যান্য গুনাবলীর পাশাপাশি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের ফক্বিহ বা ইসলামী আইনজ্ঞ। তাঁর অসাধারণ ফিক্বহী যোগ্যতা মূল্যায়নে তাঁর বিশাল ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ কালের সাক্ষী হয়ে আছে এবং এ অসামান্য অবদানের কারণে তার নাম পৃথিবীর ইতিহাসে সোনার অক্ষরে খচিত থাকবে।

মাসলাকে আ'লা হযরত : শিরক, কুফর ও বিদআত মুক্ত মাসলাক

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা শাহ
মুহাদ্দিস, ইসলামিয়া আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, কুমিল্লা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হল সীমালঙ্ঘন ও শিথিলতা বিহীন ভারসাম্যপূর্ণ এবং শিরক, কুফর ও বিদআতমুক্ত নাজাতপ্রাপ্ত হক দল। চতুদর্শ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত আজিমুল বরকত রহ. হলেন উক্ত নাজাতপ্রাপ্ত দলের পূর্ণ অনুসারি ও আদর্শবান একজন ব্যক্তিত্ব। আর তাঁর মাসলাক বা দর্শন হলো শিরক, কুফর ও বিদআতমুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ মাসলাক। তাঁর লিখিত সকল কিতাবে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শানে রিসালাত বর্ণনায় তিনি যেমন ইশকের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনিভাবে শানে উলুহিয়াত বর্ণনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। শানে রিসালাত যেন সীমালঙ্ঘন করে শিরক ও কুফর পর্যন্ত না পৌছে, এদিকেও তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি সুন্নাত ও মোস্তাহাব বর্ণনায় যেমন যত্নবান ছিলেন; এর মধ্যে যেন বিদআত ঢুকে না পড়ে এ ব্যাপারেও তিনি কঠোর ছিলেন।

(১) আ'লা হযরত 'আদ-দৌলাতুল মাক্কিয়া' কিতাবে দলীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ইলমে গায়েব সাব্যস্ত করেছেন। ইলমে গায়েব যেন কোনভাবেই মহান আল্লাহর ইলমে গায়েবের সাথে শরিক হয়ে না যায় ঐ দিকেও তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাই তিনি বলেছেন- এটা হলো মহান আল্লহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব, জাতী বা স্বত্ত্বাগত ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য জ্ঞান নহে। এদিকে সতর্ক করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন- العلم ذاتی مختص بالمولی سبحانه و تعالی لا یمکن لغیره ومن اثبت شیئا منه ولو ادنی من ادنی ذرة لاحد من العلمین فقد کفر واشرك- (الدولة المکیة صفحة ١٧٨)

অর্থাৎ ইলমে জাতী বা স্বত্তাগত জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের জন্য নির্দিষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি এই জ্ঞানের বিন্দুর চেয়েও সর্বনিম্ন যদি বিশ্বের কারো জন্য সাব্যস্ত করে, সে কুফরি ও শিরক করল।

(২) আ'লা হযরত লিখেছেন যে, আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (ﷺ)- অতুলনীয় সৃষ্টি। তাঁর ভাষায়-

وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف واحسن- وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف- وہ خود فرماتے ہیں لست مثلکم میں تم جیسا نہیں- رواہ الشیخان ویروی لست کہیئتکم میں تمہاری ہیئت پر نہیں- ویروی ایکم مثلی- تم میں کون مجھ جیسا ہے (قمر التمام ص-١٦-١٧)

"তিনি (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বাশার তথা বাহ্যিক আকৃতিতে মানুষ; কিন্তু আলমে উলভী (উর্ধ্ব জগত) থেকেও লক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর। তিনি বাহ্যিক আকৃতিতে মানুষ কিন্তু রুহসমূহ ও ফেরেস্তাগণ হতেও হাজারগুণ সূক্ষ্মতম। তিনি নিজেই বলেছেন- আমি তোমাদের মত নই (বুখারী ও মুসলিম)। আরো বর্ণিত আছে- আমি তোমাদের গঠনের মত নহে। আরো বর্ণিত আছে- তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার মত?"

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর বাশারিয়াত বা বাহ্যিক মানবীয় আকৃতিকে স্বীকার করাকেও ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় বলেছেন। অন্যথায় কাফের হবে। তাঁর ভাষায়-
اور جو مطلقا حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے قال الله تعالی قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا (فتوی رضویہ- ج۶صف۴۷)

অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি একেবারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর বাহ্যিক মানবীয় আকৃতিকে অস্বীকার করে, সে কাফির। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন- আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক অতি পবিত্র। আমি বাহ্যিক আকৃতিতে মানবরূপে রাসূল।

৩। আ'লা হযরত প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে কোনো মাধ্যম ব্যতীত সর্বপ্রথম আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্টি করে তাঁর মাধ্যমে অন্যদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সৃষ্টির মূল। এ অর্থে তিনি نورذاتی বা জাতী নূর। তবে তাঁকে আল্লাহ জাতের অংশ মনে করাকে শিরক বলেছেন। তাঁর ভাষায়- حاش الله! یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نور رسالت یا کوئی چیز معاذ الله! ذات الهی کا جز یا اس کا عین نفس ہے- ایسا اعتقاد ضرور کفرو ارتداد

"এটা কোনো মুসলমানের আকিদা ধারণাও করা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর নূর বা অন্য কোন বস্তু জাতে এলাহীর (আল্লাহর সত্তা) অংশ বা আল্লাহর জাত বা সত্তা। এমন আকিদা অবশ্যই কুফরী ও এরতেদাদ (ধর্ম হতে বের হয়ে যায়)"।

৪। আ'লা হযরত প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্ট নূর। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- কে সৃষ্টি বলে স্বীকার করা ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। অন্যথায় কাফের হবে। যেমন তিনি বলেছেন جو حضور کے نور کو غیر مخلوق کہے منکر قران عظیم ہے قال الله تعالی خالق كل شيئ فاعبدوه- (فتاوی رضویة ج۶ صفحة۱۴۰)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর নূরকে সৃষ্টি নয় বলে, সে কুরআন মাজিদকে অস্বীকারকারী তথা কাফের। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন- তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর।

৫। আ'লা হযরত পীর, ওস্তাদ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে কদমবুছিসহ বিভিন্নভাবে সম্মান করার জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এ সম্মান যেন সীমালঙ্গিত না হয়। তাই তিনি ২৫০টি ফিক্বহের কিতাবের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য তাজিমী সেজদা নাজায়েয।

৬। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আ'লা হযরত তরিকতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে শরিয়তবিহীন তরিকতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি الشريعة والطريقة নামক কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু দুখের বিষয় হলো ফেরকায়ে বাতিলরা আ'লা হযরতের মাসলাক সম্পর্কে না জানার ফলে তাঁকে বিভিন্ন খারাপ মন্তব্যের সাথে যুক্ত করেন।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহ. এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য

ড. মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন
সহকারি অধ্যাপক, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহ.-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য বা বিষয়বস্তু হলো মহান আল্লাহ্ তা'আলার গুণস্তুতি, প্রিয়নবী দ. এর প্রশস্তি এবং আধ্যাত্মিক গুরুদের নন্দিপাঠ। তাঁর রচনার সিংহভাগজুড়ে আছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দ. এর প্রশস্তি। সারকথা, তাঁর লেখনী, চিন্তা-চেতনা, ভাব-দ্যোতনা, রচনাশৈলী, প্রয়োগ ভঙ্গি সবকিছু প্রিয়নবীর প্রশস্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য হলো নবী দ. এর প্রশংসা। আ'লা হযরত রচিত না'ত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফকে তাঁর কাব্যের মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর কাব্য সাহিত্য হয়ত পবিত্র কুর'আন মাজীদের অনুবাদ, ভাবার্থ অথবা হাদীসগুলোর অংশ বিশেষের অনূদিত বিষয়বস্তু দ্বারা পরিপুষ্ট। বস্তুত তাঁর না'ত সাহিত্য হলো কুর'আন-হাদিসের নির্যাস। কুর'আনের নিয়ম-পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে না'ত রচনা করেছেন। এখানে তাঁর বাণী প্রণিধানযোগ্য-

قرآن سے میں نعت گوئی سکھی
یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ
আমি কুর'আন থেকেই না'ত শিখেছি,
যাতে শর'ঈ বিধি-বিধান অটুট থাকে।[৬]

তাঁর না'ত সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার হতে এখানে একটি মাত্র উপজীব্য উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে কেন্দ্র করে। তিনি হলেন সৃষ্টিকূলের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁকে সৃষ্টি না করলে সৃষ্টিকর্তা মহাবিশ্বের কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-لولاك لماخلقت الافلاك والارضين "হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল কিছুই সৃষ্টি করতাম না"।[৭] নূরে মুহাম্মাদীর পূর্বে লাওহ, কলম, বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জ্বীন-ইনসান, আগুন-পানি, মাটি-বাতাস কিছুই ছিল না। আদিসৃষ্টি পবিত্র নূরে মুহাম্মদী থেকেই সমগ্র বিশ্ব অস্তিত্ব লাভ করেছে। এ রহস্যকে আ'লা হযরত ইমামুল আক্বাইদ ইমাম আহমদ রেযা খান রহ. তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরেছেন হৃদয়গ্রাহী ছন্দে-

---

৬. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, খ- ২, পৃ- ১৪০

৭.ইমাম আহমদ রেযা, *তাযাল্লিয়ুল ইয়াক্বীন*, ভারত : রেযা একাডেমী, তা. বি., পৃ. ৩৪

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

না ছিল কিছুই, ছিলে না যখন, না হলে তুমি, নয় এ সৃজন,
প্রাণ তুমি তো এ জাহানের, প্রাণ হলেই তো হয় এ জাহান।[৮]

আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর এই একত্ববাদের রহস্য হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ দ.। হাদিসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন- كنت كنزا مخفيالم أعرف فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم فعرفون 'আমি (আল্লাহ) একত্বের রহস্যে গোপন ছিলাম, যখন আমি নিজের একত্বের রহস্যের পর্দা উন্মোচন করতে চাইলাম, তখন আমি আমার প্রিয় হাবীবকে সৃষ্টি করলাম এবং আমি তাদের কাছে পরিচিত হলাম। অতঃপর তারা সকলেই আমাকে চিনতে ও জানতে পারল'।[৯] এতে প্রতীয়মান যে, রাসূলুল্লাহ দ. হলেন আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও প্রভুত্ব প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে সৃষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ্ তা'আলা আপন প্রভূত্ব বিশ্বময় বিকশিত করেছেন।

আ'লা হযরত ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা রহ্. হাদিসের গূঢ়তত্ত্বকে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিমালায় উন্মোচন করেছেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে-

تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور
لم یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود
রব মাঝে তোমার প্রকাশ, তব মাঝে রবের প্রকাশ,
সৃষ্টির তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস, তোমাতে কোটি দরূদ।[১০]

نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود
مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام
একত্বের হে রহস্যবিন্দু তোমার একক নাম,
প্রাচুর্য সব আবর্তনের কেন্দ্রে জানাই লক্ষ সালাম।[১১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সৃষ্টির মূল ও এ বিশ্ব জাগতের প্রাণ। আ'লা হযরত তাঁর কাব্যের এক পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ করেন-

৮. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িকে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০
৯. শায়খ আবদুল গণী নাবলূসী, *কাউকাবুল মাবানী ও মাওয়াকিবুল মা'আনি*, কায়রো : দারুল আফাক আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সং., ২০১০, পৃ. ৯৯; কাজী আবু সা'য়ুদ, *তাফসীরু আবী সা'য়ুদ*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯, খ. ৬, পৃ. ১৪২
১০. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯
১১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬

یہی ہے اصل مادہ ایجاد خلقت کا
یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا
সৃষ্টিকূলের উৎসমূলের তিনি উপাদান,
এক থেকে আধিক্যে তিনি বেষ্টিত সমান।[১২]

একবাক্যে সবকিছুই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সৌজন্যেই সৃজন করা হয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. মনোমুগ্ধকর ছন্দে বলেছেন–

زمیں وزماں تمہارے لئے
مکین ومکاں تمہارے لئے
چنین وچناں تمہارے لئے
بنے دوجہاں تمہارے لئے
স্থান ও কাল তোমার তরে,
জগৎ ও অধিবাসী তোমার তরে,
সকল কিছু তোমার তরে,
উভয় জগৎ সৃজিল তোমার তরে।[১৩]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর কাব্য মূলত রাসূল প্রশস্তিকে কেন্দ্র করেই রচিত এবং তাঁর কাব্য শর'ঈ উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিকতার সুরে অনুরণিত। নবীপ্রেম, রাসূলের মর্যাদা, বুজুর্গানে দ্বীনের মাহাত্ম্য এবং ধর্মের জৌলুসকে উপজীব্য করেই তিনি কাব্যচর্চা করতেন। জাগতিক কোন মতাদর্শের প্রশংসা করে তিনি কাব্য রচনা করেননি।

১২. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯
১৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. এক ঐশীকৃপা

ড. মোহাম্মদ সাইফুল আলম

উপাধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মহিলা মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

বিশ্ববরেণ্য একজন ব্যক্তিত্ব হলেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (১৮৫৬-১৯২১খ্রি.) রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষে এবং চর্তুদশ শতাব্দির প্রারম্ভে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

আ'লা হযরত প্রচলিত প্রাথমিক আরবি ভাষার জ্ঞান আল্লামা মির্যা গোলাম ক্বাদির বেগ (১৯১৭খৃ.) থেকেই অর্জন করেন।[১৪] অতঃপর ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞান স্বীয় পিতা হতে অর্জন করেন। চৌদ্দ বছরেরও কম বয়সে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে পুঁথিগত জ্ঞানের প্রচলিত শিক্ষা সমাপনী সনদ লাভ করেন। তিনি কুরআন শরীফ হিফজ করেন মাত্র পনের ঘন্টায়।[১৫] তিনি প্রায় ১৩টি তরীকৃতের খিলাফত-ইজাযত (বায়'আত করানোর অনুমতি) লাভ করেন। পূর্বপরিচয় ছাড়াই শায়খ হুসাইন বিন সালিহ শাফি'ঈ মক্কী রহ. প্রথম দেখাতে বলে উঠেন, اني لاجد نور الله فى الجبين

"নিশ্চয় আমি এই কপালে আল্লাহ তা'আলার নূর দেখতে পাচ্ছি।"[১৬]

তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা এরূপ যে, গ্রন্থ রচনাকালে একইসাথে চারজন মুন্সি মিলেও তার গতির সাথে (পাণ্ডুলিপিকার নকল করে) কুলিয়ে উঠতে পারত না।[১৭] তাঁর সীমাহীন অধ্যয়ন, চুলচেরা বিশ্লেষণ, ক্ষুরধার লিখনী, বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা, সূক্ষ্মজ্ঞান ও নিপুনতা তাঁর কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। অধ্যয়নকাল হতেই তিনি লিখালিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

মাত্র আটবছর বয়সে আরবি ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হিদায়াতুন্নাহ্'র একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আরবি ভাষায় রচনা করেন। দশ বছর বয়সে ইসলামী আইনশাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মুসাল্লামুস্ সাবুত'র পাদ ও পার্শ্বটিকা লিখেন। মাত্র চৌদ্দ বছরেরও কম সময়ে ফিকহ শাস্ত্রের জটিল ও কঠিন বিষয়ে 'ফাতওয়া' প্রদান শুরু করেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নির্ভুল ফাতওয়া প্রদান করেছিলেন। 'আল আ'ত্বায়ান নাবভীয়াহ ফীল ফাতাওয়ার রেজভীয়াহ'; সংক্ষিপ্ত নাম 'ফাতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' গ্রন্থটি ফিকহশাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞানের স্বাক্ষী। আবার এমন অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন শিক্ষকের সংস্পর্শ ছাড়াই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার নিদর্শন ইলম-ই

১.মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, আ'লা হযরত ও কানযুল ঈমান (চট্টগ্রাম: আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-২০১৪ইং), পৃ.১০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ.১০।
৩.আবদুল মুজতবা, তাযকির-ই মাশায়িখ-ই ক্বাদিরীয়া রিযভীয়া (ইউ.পি: আল মাজমা'উল মিসবাহী-১৯৯৬ ইং), পৃ.৪০১।
৪.ড. মুহাম্মদ মাস'উদ আহমদ, হায়াত-ই মাওলানা আহমদ রিযা বেরলভী রহ. (সিয়ালকোট : ইসলামী কুতুবখানা- ১৯৮১ইং) ১ম সংস্করণ, পৃ.২২১।

লাদুন্নী হিসেবে স্বীকৃত বিরল প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৭৮ ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ পালনের ব্যস্ত সময়ে মাত্র সাড়ে ৮ ঘণ্টায় আরবি ভাষাতে "আদ দাওলাতুল মাক্কিয়্যাহ" গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে ভ্রান্তমত পোষণকারীদের সমোচিত জবাব প্রদান করেন।[১৮] সফরকালে হেরেম শরীফের মুফতি জামাল বিন আবদুল্লাহ'র অনুরোধে প্রচলিত কাগজের মুদ্রা ব্যবহারের বৈধতা নিয়ে প্রমাণসহ প্রদান করেন।[১৯] আবার শায়খ হুসাইন বিল সালিহ 'আল জাওহারাতুল মুদ্বী'আহ' গ্রন্থের পাদটিকা লিখার জন্য অনুরোধ করলে তিনি মাত্র দু'ঘণ্টায় গ্রন্থ প্রণয়ন করে দেন। এসব রচনাবলিতে আরবি ভাষায় তাঁর নৈপুণ্য ও লিখনশৈলী যুক্তি ও উক্তিপূর্ণ বিজ্ঞোচিৎ জবাব অবলোকনে খোদ্ আরবি ভাষাভাষী আলিমগণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এছাড়াও পবিত্র কুরআনের অতুল অনুবাদগ্রন্থ 'কানজুল ঈমান' এর কথা সর্বজন বিদিত।

সাহিত্যে ও কাব্যের সকল শাখায় তাঁর বিচরণ সমভাবে লক্ষ্য করা যায়। তিনি একজন আলিম বা ধর্মীয় পণ্ডিত হিসেবে যেমন কলমসম্রাটের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সাহিত্য ও কাব্য জগতেও তেমনি স্বীয়যুগে কবিসম্রাট ছিলেন। এ জন্য তাঁকে 'আ'লা হযরত' বলা হয়। কাব্য চর্চাকে অন্য দশজন কবি-সাহিত্যিকদের মত কখনও নিজ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাঁর না'তের একেকটি লাইন যেন মুসলিম জাগরণের জন্য মুক্তির দিশা। তিনি রাসূলের প্রেমে সর্বদা বিগলিত ছিলেন। তিনি এ সব না'ত, কবিতা দ্বারা তাঁর বিদগ্ধ মনকে স্বস্তি দিতেন। গুণগুণ সুরে আবৃত্তি করে প্রেমের উত্তাল তরঙ্গকে প্রশমিত করতেন। তাঁর রাসূলপ্রেমের বর্ণনায় পঞ্চাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রহ. বলেন, "ঈমানদারগণ আ'লা হযরতের কাব্যপঙক্তি শ্রবণ মাত্র নবীপ্রেমে বিভোর হয়ে পড়েন। চিন্তার বিষয় এই যে, এমন প্রেমময় কাব্য যে সত্তার মুখনিসৃত, তাঁর হৃদয়পটের অবস্থা কীরূপ হতে পারে! নিঃসন্দেহে তিনি আধ্যাত্মিক স্তর 'ফানা ফীর রাসূল'- এ উপনীত ছিলেন।" [২০]

তাঁর রেনেসাঁর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল; মুসলিম উম্মাহকে ঈমান-আক্বিদা ধ্বংসকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা। তাঁর প্রয়াসের কারণে আজ মুসলমানগণ ঈমানের সাথে তাঁদের পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম। উপমহাদেশে হানাফী মাযহাব এখনো অক্ষুণ্ন, শরী'আত ভিত্তিক তরীকত চর্চা বিদ্যমান। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভাবধারায় বৃহত্তর অংশের জাগতিক জীবন পরিচালিত। তাঁরই বদৌলতে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অবদানে আজও সুন্নী মুসলমানগণ স্বগৌরবে দ্বীন-মাযহাবের প্রকৃত আর্দশের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এখানে আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ তাহির শাহ মা.জি.আ. এর নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"আ'লা হযরত রহ. যদি না আসতেন; তবে হিন্দুস্তানে সুন্নিয়ত থাকত না।

৫.গ্রন্থটির নাম- আল দাওলাতুল মাক্কীয়াহ বিল মা-দ্দাতিল গাইবিয়াহ্।
৬.গ্রন্থটির নাম- কিফরুল ফকীহিল ফাহীম ফী আহকামি ক্বিরত্বাসিল দারাহিম।
৭.ইয়াসীন আখতার মিসবাহী, আরবাব-ই ইলম ওয়া দানিশ্ কী নযর মে (দিল্লী: রিজভী কিতাব ঘর-১৯৯৫ইং) পৃ.১২২।

"আদ-দৌলাতুল মাক্কীয়্যা বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যাহ" রচনার প্রেক্ষাপট

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম ক্বাদেরী

উপাধ্যক্ষ- রাঙ্গুনিয়া নূরুল উলূম ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মহান সংস্কারক, জ্ঞানের বিশ্বকোষ, কলম সম্রাট, আ'লা হযরত, আযীমুল বরকত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বত ইমাম শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রহ. প্রায় ৫৪টি মৌলিক বিষয়ে সহস্রাধিক কিতাব রচনা করে অমর হয়ে রয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় ও বরণীয়। তাঁর লিখিত কিতাব সমূহের মধ্যে 'আদ-দৌলাতুল মাক্কীয়্যা বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যা' অন্যতম। যা তিনি ১৩২৩ হিজরি সালে হজ্জব্রত পালনকালে ওহাবী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যুত্তরে মাত্র আট ঘন্টায় রচনা করেছেন।

ঘটনা হল- আ'লা হযরত রহ. উক্ত সালে হজ্জব্রত পালন করতে গেলে ওহাবী মৌলভীরা মক্কা মোকাররমার গভর্ণর শরীফ গালিবকে এ কথা বুঝায় যে, আহমদ রেযা খাঁন বেদ'আতী এবং তিনি নবী ইলমে গায়ব জানেন বলে দাবী করে থাকেন। শরীফ গালিবসহ ওহাবীরা মনে করেছিল, আ'লা হযরত তো সেখানে কোনো কিতাবপত্র নেননি। সুতরাং তিনি উত্তরও দিতে পারবেন না। মূলতঃ তাঁকে লজ্জা ও কষ্ট দেয়ার জন্য এটি করানো হয়েছে। গভর্ণর শরীফ গালিবের নির্দেশে আ'লা হযরত মাত্র আট ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রিয় নবীর ইলমে গায়ব সংক্রান্ত বিষয়ের উপর দেড়শত পৃষ্ঠার উক্ত কিতাবখানা লিখে ফেলেন। অথচ তিনি এ কিতাব রচনায় কোনো রেফারেন্স গ্রন্থের সাহায্য নেয়ার সুযোগই পাননি। উক্ত কিতাবখানা লেখার পর যখন শরীফ গালিবের সামনে পেশ করা হলো তখন শরীফ গালিব উক্ত কিতাবের পাণ্ডুলিপি দেখে এবং প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবের দলিলাদী দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। এরপর শরীফ গালিব মক্কার সাবেক মুফতী শেখ সালেহ কামালকে উক্ত কিতাবখানা তাঁর দরবারে সবার সম্মুখে পাঠ করার নির্দেশ দেন। যখন উক্ত কিতাবখানা শরীফ গালিবের দরবারে পাঠ করা হচ্ছিল তখন ওহাবীদের মুফতীরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। উক্ত কিতাব পাঠ করার সময় যখন প্রিয় নবীর ইলমে গায়েবের উপর একের পর এক দলিলাদী পেশ করা হচ্ছিল তখন পরশ্রীকাতর ওহাবী মুফতীরা লজ্জিত হয়ে শরীফ গালিবের দরবার থেকে পলায়ন করল। এই ঘটনায় শরীফ গালিবের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মাওলানা আহমদ রেযা হক্কের মধ্যে রয়েছেন। পক্ষান্তরে ওহাবীরা না হকের মধ্যে রয়েছেন বিধায় তারা সবাই গোমরাহ। অতঃপর শরীফ গালিব ওহাবীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং খাঁটি সুন্নী হয়ে গেলেন। আ'লা হযরত কেবলা যেহেতু কোনো রেফারেন্স গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াই উক্ত কিতাবখানা লিখেছেন, তাই উক্ত কিতাবে যে সব দলিলাদী উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য শরীফ গালিব যখন তার কুতুবখানায় সংরক্ষিত একটি হস্তলিখিত কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখেন; তখন তিনি উক্ত গ্রন্থের হুবহু দলিলাদী ও উদ্বৃতিসমূহ আদ-দৌলাতুল মাক্কীয়ায় বিদ্যমান দেখে অবাক হলেন এবং বুঝতে পারলেন আ'লা হযরতের কাশফ রয়েছে। এরপর তিনি আ'লা হযরতকে যথেষ্ট সম্মান করলেন এবং তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন।

ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহ. ও তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তরজুমায়ে কোরআন: একটি তুলনামুলক সমীক্ষা

মুফতি আ.স. ম. এয়াকুব হোসাইন আল ক্বাদেরী

প্রভাষক- কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

ইমাম আ'লা হযরত রহ. অজস্র অবদানের মধ্যে তাঁরই অনূদিত তরজুমায়ে কুরআন তথা 'কানযুল ঈমান' তাঁকে অস্বীকারকারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে যুগ যুগান্তরে। পক্ষান্তরে তাঁর অনুসারীদের জন্য সর্বাধিক উত্তম সম্পদ ঈমানের রক্ষাকবচ বিবেচিত। চলুন কথা আর না বাড়িয়ে তাঁর কর্মের কথা থেকে একটু শোনার চেষ্টা করি। এই প্রেক্ষিতে মহাগ্রন্থের বিশাল ভাণ্ডার থেকে পাঠকগণের সামনে কুরআনুল কারীমের এমন ১টি আয়াতের তুলনামূলক অনুবাদ উপস্থাপন করছি। আয়াতের বাংলা উচ্চারন : "ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু খাইরুল মাকিরীন" (সূরা আলে ইমরান: ৫৪)

তুলনামূলক অনুবাদ

(১) মাহমুদুল হাছান দেওবন্দী : প্রতারণা করেছে ঐ সকল অবিশ্বাসীরা এবং প্রতারণা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ, আর আল্লাহর প্রতারণা সর্বোত্তম (নাউযুবিল্লাহ)।

(২) মৌলভী ফাতাহ্ মুহাম্মদ জালন্দরী : আর তারা অর্থাৎ ইহুদীরা হযরত ঈসা আ. এর হত্যার চক্রান্ত করেছে আল্লাহ তায়ালা ও হযরত ঈসা আ. কে রক্ষার জন্য চক্রান্ত করেছেন। অথচ আল্লাহর চক্রান্তই উত্তম চক্রান্ত। (নাউযুবিল্লাহ)

(৩) মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী দেওবন্দী : লোকেরা গোপন কৌশল করেছে আর আল্লাহ তায়ালাও গোপন কৌশল করেছেন, আল্লাহ তায়ালা সকল কৌশলবিধদের মধ্যে উত্তম।

(৪) আলা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহ. : কাফেররা প্রতারণা করেছে আর মহান আল্লাহ ধ্বংশে করার গোপন কৌশল অবলম্বন করেছেন, আর আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম গোপন তদবীরকারী। (কানযুল ইমান) উল্লেখ্য যে, 'মকর' অর্থ ধোকা বা চক্রান্ত এ ধরনের শব্দাবলীর অনুবাদ আল্লাহর শানে ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এগুলি তাঁর মহান শান মানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এদিকে মৌলভী আশ্রাফ আলী থানভী আল্লাহর শত্রুদের ধোঁকা ও প্রতারণাকে গোপন কৌশল অনুবাদ করে মূলত তাদের ষড়যন্ত্রের উপর দোস্তীর পর্দা ঢেলে দিয়েছেন। অথচ মহান আল্লাহর মোকাবিলায় কাফেরদের 'মাকর' বা প্রতারণাকে গোপন কৌশল অনুবাদ স্বীয় আল্লাহ তায়ালার মান মর্যাদার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে ইমাম আ'লা হযরতের অনুবাদই হল আয়াতের যথাযথ প্রাসঙ্গিক। এতে মহান আল্লাহর শান মানের পবিত্রতা রক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে ধন্য হয়েছেন তিনি, আর ঋণী করেছেন সকল মসলকে আ'লা হযরত পন্থীদের ঈমান-আক্বীদা হেফাজত করে। এদিকে ইঙ্গিত করে উক্ত তরজুমার নামকরণ করেছেন 'কানযুন ঈমান' তথা ঈমানের ভাণ্ডার (মা'রিফে রেযা, প্রকাশ ২০০৪ইং, পৃষ্ঠা:৫২)

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

সব্যসাচী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ.

মুহাম্মদ শফিউল আলম

প্রভাষক, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

প্রজ্ঞার আজ্ঞা যিনি, দৌজাহানের কান্ডারী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তিনি। রাসূল (ﷺ) স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন, "আমি জ্ঞানের শহর, হযরত আলী রাদ্বি. সেটির দরজা"। আরো ইরশাদ হয়েছে, জ্ঞান দুধরনের; (১) বাহ্যিক, (২) গোপনীয়। বাহ্যিক জ্ঞানকে শরীয়াত আর গোপন জ্ঞানকে ত্বরীকৃত, হাকীকৃত ও মারেফাত নামে অভিহিত করা হয়। উভয় প্রকারের জ্ঞানের আলোয়ই আলোকিতরাই প্রকৃত জ্ঞানী। ইমাম মালেক রহ. বলেন,

শরীয়তের জ্ঞানই শুধু অন্বেষণ করবে যে জন,
কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে সে জন,
তাসউফের জ্ঞানই যার সাধন, কুফরী তারই বন্ধন;

সমন্বিত জ্ঞানের আধার, কষ্টি পাথরের যাচিত পরশ পাথর সমতুল খাঁটি জ্ঞানের মহাসাগর। একজন প্রকৃত জ্ঞানী হতে হলে কমপক্ষে উলুমুল কুরআনের ২১ টি ইলম, উসুলুস সুন্নাহের ২৪ টি এবং উলুমুল ফিকহ ও উসুলুল ফিকহের ৪৮ টি ইলম সম্পর্কে জানা দরকার। ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রহ. মতে, এসবের মধ্যে ইলমে লাদুন্নী অন্যতম।

আর এই শরীয়ত, তরীকত, হাকীকৃত ও মারেফাতের সমন্বিত জ্ঞানের মহাসমুদ্র, অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী, জ্ঞানের শহরের মালিক নবীপ্রদত্ত অপরিমেয় জ্ঞানের আধাঁর ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহ.। জ্ঞানের এই মহাসমুদ্রে গবেষকগণ তলদেশ এবং কূলকিনারা হারিয়ে অপরিমেয় মনি-মুক্তা, হীরা-জওহর অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে উঠে। কারণ ইমাম আহমদ রেযা রহ. জাগতিক ও আধ্যাত্বিক উভয়ের জ্ঞানে সমভাবে পারদর্শী।

এই মহাজগতে এমন কোনো বিষয় নেই, যা আ'লা হযরতের জ্ঞানের পরিণ্ডমলের উর্ধে বরং সববিষয়ে জ্ঞানের পরিধি পরিব্যপ্ত। আল্লাহর বাণী কুরআন মাজীদের সঠিক অনুবাদের অনবদ্য গ্রন্থ 'কানযুল ঈমান' জগতবাসীকে উপহার দিয়ে মানুষের ঈমান রক্ষা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- ইমান ধ্বংসকারী অনুবাদকরা কুরআনুল কারীমের আয়াতাংশের অর্থে "আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম ষড়যন্ত্রকারী" বলে অর্থ করেছে কিন্তু আ'লা হযরত অনুবাদ করেছেন "আল্লাহ তায়ালা উত্তম কৌশলী"। এভাবে হাদিসশাস্ত্রসহ ফিকৃহী জগতে অনন্য ফতোয়ার কিতাব "ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ" সংকলন করে ক্ষান্ত হননি বরং রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অলংকার শাস্ত্রসহ ইসলামি ব্যাংকের ব্যাপারেও গ্রন্থ সংকলন করেন। তিনি শুধু ইসলামি মনীষা ছিলেন না; একজন রাজনৈতিক মহান ব্যক্তিও ছিলেন। পাক ভারত উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলিমের পৃথক দু'টি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছেন

। প্রকৃতপক্ষে তিনিই দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন। হিন্দুস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা দেন। এ সম্পর্কে তিনি "ই'লামুল আ'লাম বি আন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম" নামে স্বতন্ত্র কিতাব সংকলন করেছেন।

এমনিভাবে না'ত সাহিত্যে নবীপ্রেমের উচ্ছাসে না'তে রাসূল (ﷺ) লিখে নবীপ্রেমিকদের অন্তরে নবীপ্রেমের তরঙ্গ তুলেছেন। তাঁর অনন্য সম্ভার "হাদায়েকে বখশিশ" নামে সমাদৃত। তিনি এমন নবীপ্রেমিক, যিনি ডান হাতে নবীর মর্যাদা লিখেছেন, অপরদিকে বাম হাতের ক্ষুরধার লিখনিতে নবীর মর্যাদা উন্নীত করে আশেকের অন্তরে অমর হয়ে আছেন। আশেকের আরাধনা-

ডালদি ক্বলব মে আ'যমতে মুস্তফা-হেক্বমতে আ'লা হযরত পেঁ লাখো সালাম

ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর আরবি কাব্য সাহিত্য

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল নোমান

নির্বাহী সদস্য, আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

কবিতার বিবিধ সংজ্ঞা হতে একটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা হলো- 'মানব মনের ভাবনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহীত শব্দসম্ভারে বাস্তব সুষমামন্ডিত চিত্তাকর্ষক ও ছন্দোময়রূপ লাভ করে তখনই তার নাম কবিতা'। হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা রহ. যেমনি তাঁর সমসাময়িক কালের অনন্য মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, মুফতি, দার্শনিক ও বিচিত্র বিষয়ে বহুগ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন, তেমনি ছিলেন আরবি, ফার্সী ও উর্দূ কাব্য সাহিত্যের এক প্রবাদপুরুষ। বিশেষত একজন অনারব বংশজাত হয়েও আরবি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যে তাঁর রচনাবলি খোদ আরব সাহিত্যিকদের চমকে দিয়েছে। উর্দূ, ফার্সীর পাশাপাশি ইমাম আহমদ রেযা রহ.'র আরবি কাব্য সাহিত্য কর্মের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে, এগুলো শুধু কবিতাই নয়; বরং আরবি ভাষায় সার্থক কবিত্বের এক অনুপম রূপায়ন। যেসব কাব্য উপাদান নিয়ে আরবি কাব্য সাহিত্যের সৌধ গড়ে উঠেছে, ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর আরবি কবিতায় তার সব উপাদান পাওয়া যায়। আরব সাহিত্যিকদের আরবি কাব্যে রয়েছে নানা উপাদানের সমাহার। যেমন- গৌরব (فخر), বীরত্ব (حماسه), প্রশংসা (مدح), ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ (هجاء), প্রেমস্তুতি (غزل), বর্ণনা (وصف) এবং জ্ঞানগর্ভ নীতিবাক্য (حكمة)।

ইমাম আহমদ রেযা রহ.'র আরবি কাব্যমালায় উপরোক্ত উপাদানসমূহ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সহজ শব্দের আবরণে সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপস্থাপনা আ'লা হযরতের আরবি কাব্য

রচনার এক অভিনব আঙ্গিক। ছন্দ, কৌশল, উপমা প্রয়োগ ও অলংকারের দুর্লভ সমন্বয়ে তাঁর আরবি কাব্যমালা এক অনন্য রূপলাবণ্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাঁর আরবি ভাষার কাব্য ও সাহিত্যে অলংকারিত্বের পর্যালোচনা করে শায়খ আল্লামা আবুল খায়ের বিন মিরদাদ (মসজিদে হেরেমের সম্মানিত খতিব) মন্তব্য করেছিলেন,

إِنِّيْ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ فِيْ الْعِلْمِ وَالْفَصَاحَةِ.

অর্থাৎ এ কথা নিঃসন্দেহ যে, আমি জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অলংকার শাস্ত্রে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি।

একদা আ'লা হযরতের অন্যতম খলিফা আল্লামা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী (র.) মিশরের অধিবাসী আলেমদের সম্মুখে তাঁর রচিত হামদ (মহান প্রভুর প্রশংসা মন্ডিত কবিতা) পরিবেশন করলে তারা তাৎক্ষণিক বলে উঠলেন যে, কবিতাগুলো নিশ্চয় কোনো বিশুদ্ধভাষী আরব্য কবির হবে। তার কয়েকটি চরণ হলো-

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি একক। মহিয়ান শ্রেষ্ঠত্বে, একক অদ্বিতীয়।
সর্বদা তাঁর করুণা ধারা বর্ষিত হোক, সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উপর, যাঁর নাম মুহাম্মদ ﷺ।
নবীজির পবিত্র বংশধরগণ, তাঁর সম্মানিত সাহাবাগণের উপর, কঠিন ক্রান্তিকালে যাঁরা আমার আশ্রয় স্থল।"

আ'লা হযরত রহ'র রচনা শৈলীর মূল উপজীব্য ছিল ইশকে রাসূল (ﷺ) তথা নবীপ্রেম। তাঁর কাব্য মালার ছত্রে ছত্রে নবীপ্রেমের অনন্য সূর অনুরণিত হয়েছে। যেমন- নবীপা (ﷺ)'র প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন-অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের নিয়ামত ও কল্যাণ (সৃষ্টিজগত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি এবং অন্যান্য মনোনীত প্রিয়বান্দাদের সাথে রহমত অবতীর্ণ করুন। আল্লাহ্ দাতা আর তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ) বন্টনকারী। সম্প্রদায়ের সম্মানিত সরদারগণ তাঁর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করেন।

সবার উপর সবার সেরা
আ'লা হযরত আহমদ রেযা

অধ্যক্ষ মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম, শ্যামলী, ঢাকা।

'সবছে আ'লা ও আওলা হামারা নবী'

ইসলাম-আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রেমজগতের অবিসংবাদিত সম্রাট, উপমহাদেশের গৌরব, ফানা ফির-রসূল দ., ফিদায়ে মিল্লাত, মুজাদ্দিদে জামান, হুব্বে নবী দ.-এর জ্বলন্ত মশাল, ইশকে ইলাহীর আগ্নেয়গিরী, যুগশ্রেষ্ঠ না'ত প্রণেতা 'আ'লা হযরত' আহমদ রেযা খান রহ. জ্ঞানের জগতে, না'তের জগতে ও ইশকে নবীতে ছিলেন অনন্য ও যুগের সেরা। তিনি ছিলেন ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী বা চলন্ত বিশ্বকোষ (Moving Encyclopedia)। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী, ছাহেবে কাশফ। তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, বাগ্মী আলেম, কর্মবীর ও সাধক পুরুষ। তাঁর অসংখ্য ইলমী নিদর্শনের অন্যতম হলো না'তে রাসূল দ.। তাঁর অসাধারণ না'তসমূহের একটি বিখ্যাত না'ত হলো-

'সবছে আ'লা ও আওলা হামারা নবী,
সবছে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী'

চার ভাষায় লিখিত, যুগশ্রেষ্ঠ না'ত তাঁরই অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং না'ত জগতে অপূর্ব ও অনন্য সৃষ্টি। যথা :

'লামইয়াতি নাযীরুকা ফী নাযারিন,
মিছলে তু না শোদ পয়দা জানা;
জগরাজ কো তাজ তোরে ছারে ছো-
হায় তুঝকো শাহে দোছারা জানা!'

পারস্যের মহাকবি হাফিজ শামছুদ্দীন মুহাম্মাদ সিরাজী রহ. মিশ্র ভাষায় লিখেছেন, তা ছিলো দুই ভাষায় এবং সে দুই ভাষাও ছিল অনেকটা একই বর্ণে লিখিত আরবী ও ফারসী। যেমন :

'আলা ইয়া আইয়ুহাছ-ছাকী আদির কাছাঁও ওয়া নাভেলহা;
কে ইশক আছান নামূদ আউওয়াল ওয়ালি উফতাদ মুশকিলহা।'
(দিওয়ানে হাফিজ)।

হাফিজ তিনি ছিলেন আজীবন কবি। কিন্তু আ'লা হযরত পেশাদার বা নিয়মিত কবি না হয়েও লিখলেন চার ভাষায়। যার সবগুলো ভাষা আবার আরবীর সাথে বর্ণে ও লিপিতে

মিল নেই। বিশেষতঃ এর অন্যতম দুটি ভাষা উল্টো বামদিক হতে লিখিত হয়। তাঁর এ অসামান্য অবদানের জন্য তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

যে কারণে 'আ'লা হযরত' রহ. কে জ্ঞানের বিশ্বকোষ বলা হয়, তা হলো- তিনি ইসলামী ও প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের মৌলিক বিষয়াবলী ও শাখা-প্রশাখাসমূহ অবগত ছিলেন। যথা: (১) ইলমুত তাজভীদ (ধ্বনী বিদ্যা)। (২) ইলমুল কিরাআত (৩) ইলমুছ ছরফ (শব্দ প্রকরণ)। (৪) ইলমুন নাহু (বাক্য বিন্যাস রীতি)। (৫) ইলমুল বালাগাত (অলঙ্কার-শাস্ত্র)। (৬) ইলমুল মাআনী (পূর্বাপর সম্পর্ক)। (৭) ইলমুল বাদী (শোভন-শাস্ত্র)। (৮) ইলমুল বায়ান (বর্ণনা-শাস্ত্র)। (৯) ইলমুল আমছাল। (১০) ইলমুন নযম (পদ্য-শাস্ত্র)। (১১) ইলমুন নাছর (গদ্য-শাস্ত্র)। (১২) ইলমুল লোগাত (শব্দাভিধান বিদ্যা)। (১৩) ইলমুল ইশতিকাক (শব্দ-গঠন বিদ্যা)। (১৪) ইলমুল আদাব (সাহিত্য বিদ্যা। (১৫) ইলমুল আরূয (কাব্য-শাস্ত্র)। (১৬) ইলমুল ইনশা। (১৭) ইলমুল ইমলা (শ্রুতলিপি)। (১৮) ইলমুল খত/ইলমুল খুতূত (আরবী লিপি-বৈচিত্র)। (১৮) ইলমুল কিতাবাত (খোশখত, ক্যালিগ্রাফী, লিপি-শৈলী)। (১৯) ইলমু রছমিল-খত (কুরআনিক লিখন পদ্ধতি)। (২০) ইলমুল ফিকহ (ইসলামী আইন-শাস্ত্র)। (২১) ইলমু উছূলিল-ফিকহ (ফিকাহ-শাস্ত্রের মূলনীতি)। (২২) ইলমুশ শারীআহ (আইন-শাস্ত্র)। (২৩) ইলমু উছূলিশ শারীআহ (আইন শাস্ত্রের মূলনীতি)। (২৪) ইলমুল হাদীছ (হাদীছ-শাস্ত্র)। (২৫) ইলমু উছূলিল হাদীছ (হাদীছ-শাস্ত্রের মূলনীতি)। (২৬) ইলমুত তাফছীর (তাফসীর-শাস্ত্র)। (২৭) উলমু উছূলিত তাফছীর (তাফসীর-শাস্ত্রের মূলনীতি)। (২৮) ইলমুল ফারায়িয (উত্তরাধিকার বণ্টন-বিদ্যা)। (২৯) ইলমু শানে নুযূল। (৩০) ইলমু শানে ওয়ারূদ। (৩১) ইলমু নাছিখ ওয়া মানছূখ ফিল কুরআন (কুরআনের নাসিখ-মানসূখ বিদ্যা)। (৩২) ইলমু নাছিখ ওয়া মানছূখ ফিল হাদীছ (হাদীছের নাসিখ-মানসূখ বিদ্যা)। (৩৩) ইলমুল হিছাব (গণিত-শাস্ত্র/অঙ্ক-বিদ্যা)। (৩৪) ইলমু জুগরাফিয়া (ভূ-গোল)। (৩৫) ইলমুল আফলাক (জ্যোতির্বিদ্যা)। (৩৬) ইলমু তাবীরুর রূয়া (স্বপ্ন-ব্যাখ্যা বিদ্যা)। (৩৭) রাওয়ান শেনাসী (মনোবিজ্ঞান)। (৩৮) ইলমুল আকায়িদ। (৩৯) ইলমুল কালাম। (৪০) ইলমুল ফালছাফাহ (দর্শন শাস্ত্র)। (৪১) ইলমুল হিকমাহ (বিজ্ঞান)। (৪২) ইলমুল ইকতিছাদ (অর্থনীতি)। (৪৩) ইলমুল মুনাযিরাহ (তর্ক শাস্ত্র)। (৪৪) ইলমুল মানতিক (যুক্তি বিদ্যা)।

এই মহামনীষীর হুব্বে নবী ও ইশকে ইলাহী'র পরশে বিশ্বমুসলিমের মুর্দা দ্বিলগুলো জিন্দা হোক। ঈমানের পূর্ণতার আলোয় উদ্ভাসিত হোক মুমিনদের অন্তর-দুনিয়া। দূরীভূত হোক সকল অজ্ঞানতার মিমির, নির্বাপিত হোক সব হিংসার অগ্নি। প্রজ্জলিত হোক আলোর দ্বীপ। প্রস্ফুটিত হোক ভালোবাসার ফুল।

ইমাম আহমদ রেযা রহ. কে কেন আ'লা হযরত বলা হয় ? আপত্তি ও জবাব

মাওলানা মোহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আল্‌কাদেরী
মহাসচিব, রাবেতায়ে উলামায়ে আহলে সুন্নাত বাংলাদেশ।

যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, জ্ঞানসাধক, সহস্রাধিক গ্রন্থাবলির লেখক আশেকে রসূল ইমাম আহমদ রজা খাঁন ফাযেলে ব্রেলভী (রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) শুধুমাত্র উপমহাদেশে নয় বরং গোটা বিশ্বে 'আ'লা হযরত' খেতাবে ভূষিত ও সুপরিচিত।

উপমহাদেশে অনেক 'হযরত' থাকার পরেও তাঁকে কেন 'আ'লা হযরত' বলা হয় এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম দেওবন্দী আলিমরা প্রকাশ্যে আপত্তি, অভিযোগ ও সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। সুন্নি ওলামায়েকেরাম যথাসময়ে দেওবন্দীদের এ আপত্তির দাত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তির নিরসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বরং ওই উপাধির যথার্থতা প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু ইদানিং বাংলাদেশে কিছু দেওবন্দী পুনরায় তাদের বিভিন্ন লেখনী-বক্তব্যের মধ্যে 'আ'লা হযরত উপাধিটি নিয়ে বিভিন্ন আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করে নতুন ফিতনার জন্ম দিচ্ছে। সম্প্রতি দেওবন্দী লেখক মোজাম্মেল হক রচিত ভ্রান্ত মতবাদ সমূহ ও তার জবাব শীর্ষক পুস্তকে 'আলা'হযরত' উপাধি নিয়ে যে কটূক্তি করেছে তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। ইমাম আহম্মদ রযা খান ফাযেলে ব্রেলভী রহ. ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অদ্বিতীয় প্রাজ্ঞ ও বিরল ব্যাক্তিত্ব। তাঁর সমসাময়িক যুগে অন্যান্য 'হযরত'--এর উপর তার অসাধারণ জ্ঞান ও শ্রেষ্ঠত্বের কারনে তাঁকে সবাই 'আ'লা হযরত' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। ১৩২৩ হিজরী থেকে ইমাম আহমদ রযা খাঁন ফাযেলে ব্রেলভী রাহমাতুল্লাহি আলাহি'র জন্য তৎকালের বিশ্ববরেণ্য ইসলামী বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বরা বিভিন্ন পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও চিঠিপত্রে এ উপাধিটির ব্যবহার শুরু করেন।

[তথ্য সূত্র 'ইমাম আহমদ রযা কে আলক্বাব ও আদাব' পৃষ্ঠা -৫-৬, কৃত ড. আবদুন না'ঈম আজিজী, বেরেলী শরীফ, আ'লা হযরত লাইব্রেরী, ইউপি ভারত]

দেওবন্দীরা যখন ভারত উপমহাদেশে 'আ'লা হযরত' এর ক্ষুরধার লেখনীগুলোর খন্ডন করতে অপারগ হল তখন তাঁর এ উপাধিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অপপ্রচার, অপব্যাখ্যা ও সমালোচনার বাঁকা পথ বেছে নিয়ে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অপপ্রচার চালিয়েছিল। তখন কলম সম্রাট আল্লামা আরশাদুল কাদেরী রহ. প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন দেওবন্দীদের বিরুদ্ধে। ১৩৯৯ হিজরীতে ভারতের আচির দারুল খেলাফাহ নামক স্থানে ইমাম আহমদ রেযা রহ. কে কেন 'আলা হযরত' বলা হয় এ নিয়ে এক ঐতিহাসিক মোনাযারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন আল্লামা শাহ্ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব ক্বাদেরী (রহঃ)। এতে সভাপতিত্ব করেন নায়েবে মুফতীয়ে আযম-ই হিন্দ আল্লামা মুফতী শরীফুল হক আমজাদী রহ.। দেওবন্দীদের পক্ষে প্রধান মোনাযির ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুবাল্লিগ মৌলভী এরশাদ আহমদ ফয়যাবাদী। সজ্জিত মঞ্চ দুটিতে শুরু হল তর্ক-বাহাস। প্রথমে দেওবন্দীদের মঞ্চ থেকে

প্রশ্ন করা হলো আল্লামা আলশাদুল কাদেরীকে : "প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শুধু 'হযরত' বলা হয়। আর আপনার মওলানা আহমদ রযা খাঁন ছাহেবকে 'আল হযরত' বলে কেন আহবান করেন। এতে বুঝা যায় আপনারা আ'লা হযরতকে প্রিয় নবী থেকেও বড় মনে করেন বা প্রিয় নবী থেকেও বড় করে ফেলেছেন।"

দেওবন্দীদের এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা আরশাদুল ক্বাদেরী বলেন, যাদের দশটি আঙ্গুলই প্রিয় নবীর ইহানত (মানহানি)'র খুনে ডুবে আছে, তারা আবার কিভাবে অন্যদের স্বচ্ছ আঁচলে লালদাগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয় ? আল্লামা ক্বাদেরী বলেন উম্মতের প্রসিদ্ধ সম্মানিত হযরাত বুযুর্গানে দ্বীনকে যে লক্বব বা উপাধি দিয়ে বিশেষায়িত করা হয়, তা শুধু তার সমসাময়িক কালের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন আমাদের মাযহাবের ইমান নু'মান বিন সাবিত আবু হানিফা "রাদিয়াল্লাহু আনহু" কে ইমাম আযম বলা হয় এটা তার সমকালিনদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কেননা জ্ঞানে-গুণে তিনি অন্য ইমামদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার কারনে তাঁকে সবাই 'ইমাম আযম' খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। তিনি আজ পর্যন্ত সকলের নিকট 'ইমাম আযম' হিসেবে প্রসিদ্ধ, সুপরিচিত ও স্বীকৃত। সকল নবী রাসূল বিশেষ করে আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) , খোলাফয়ে রাশেদীন সাহাবায়ে কিরামের মোকাবেলায় ইমাম আবু হানিফাকে 'ইমামে আযম' বলা হয় না। কারণ 'ইমামে আযম' উপাধিটি তার যুগের সাথে সম্পৃক্ত। এটাকে রিসালতের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃতি করা বড় ধরনের বোকামি, গোমরাহী ও অজ্ঞতার পরিচায়ক।" আল্লামা কাদেরী রহ. তাদেরই শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুর হাসান দেওবন্দী কর্তৃক রচিত 'মারসিয়্যা'র একটি শ্লোক গাঁথা কবিতার অংশ পাঠ করে শুনান। সেখানে মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রশিদ আহমদ গাঙ্গুলী সম্পর্কে লিখেছেন 'মাখদুমুল কুল' মুতা'উল আলম' অর্থাৎ সকলের মাখদুম এবং গোটা বিশ্বের পথ প্রদর্শক বা অনুসরণীয়। আল্লামা ক্বাদেরী রহ. বলেন 'আ'লা হযরত' দুটিকে যদি আপনার সমকালীন মনে না করে ব্যাপক ও শর্তহীন মনে করেন তাহলে তো গাঙ্গহী সাহেব হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে শুরু করে মাখদুমুল আ'লামীন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যে সমস্ত পথপ্রদর্শক পৃথিবীতে শুভাগমন করবেন যেমন ইমাম মাহদী আলায়হিস সালাম সহ সকল বনী আদমের অনুসরনীয় পথ প্রদর্শক হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। আপনারা কি গাঙ্গহী সাহেবকে প্রিয় নবী (ﷺ)সহ সকল নবীর ও পথ প্রদর্শক মনে করেন ? তখন দেওবন্দীদের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। যদি কিছুক্ষণের জন্য 'মাখদুমুল কুল' ও মুতা'উল আলম' শব্দগুলাকে সমকালীন ধারণা করা হয়, তাহলে 'আ'লা হযরত উপাধিকে কেন সমকালীন মনে না করে রিসালতের যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত করার অপচেষ্টা করে ইমাম আহমদ রযা খাঁন ফাযেলে ব্রেলভী রহ.'র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন?

আল্লামা কাদেরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি আরো বলেন, আমরা ইমাম আহমদ রেযা খাঁন রহ.কে সমসাময়িক হযরতদের উপর 'আ'লা হযরত বলে থাকি তাঁর অসাধারণ প্রতিভার কারণে। আজকে যে আ'লা হযরত শব্দটির উপর আপত্তি করার মানসে আপনারা উপস্থিত

হয়েছেন ওই একই অভিযোগ আপনাদের উপরও আরোপিত হবে। কেননা ইমাম আহমদ রযা খাঁন রহ.কে আ'লা হযরত বলার কারণে আপনাদের আজ এত আপত্তি। অথচ স্বীয় ঘরের খবরও রাখেন না। আমার হাতে 'তাজকিরাতুর' রশিদ' এ কিতাবটি অত্যন্ত সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ।

'তাজকিরাতুর রশিদ' গ্রন্থের লেখক আপনাদেরই বড় পেশওয়া মৌলভী আশেকে এলাহী মিরঠী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর পীর ও মুর্শিদ হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ.কে এ কিতাবের এগার জায়গায় 'আ'লা হযরত' লিখেছেন: ২৩৭ পৃষ্ঠার চার জায়গায়, ২৩৮ পৃষ্ঠায় চার জায়গায়, ২৩৯ পৃষ্ঠায় এক জায়গায় এবং ২৪১ পৃষ্ঠার দুই জায়গায়। এখানে আরো মজার বিষয় হলো এই কিতাবের ১২৮ পৃষ্ঠায় স্বয়ং রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব তার পীর হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকে একটি চিঠিতে দু'স্থানে 'আ'লা হযরত' লিখেছেন। শুধু তাই নয় আপনাদের হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী সাহেব ও এই কিতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠায় স্বীয় কলমে এক চিঠিতে তার পীর ও মুর্শিদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. কে তিন স্থানে 'আ'লা হযরত লিখেছেন। আল্লামা কাদেরী রহ. দেওবন্দীদেরকে আরো একটি কিতাব বের করে দেখান। কিতাবটির নাম 'তুহফাতুল ক্বাদিয়ান'। তিনি বলেন, দেখুন এই কিতাবটি দারুল উলুম দেওবন্দের মুবাল্লিগ মৌলভী সাইফুল্লাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত। তিনি এই কিতাবের ৯ পৃষ্ঠায় দেওবন্দের তৎকালীন প্রধান জিম্মাদার মৌলভী ক্বারী তৈয়বকে এক চিঠিতে 'আল হযরত' লিখেছেন। এখন আপনারাই বলুন হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী, রশিদ আহমদ গাঙ্গহী, ক্বারী তৈয়ব সাহেব হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) পর্যন্ত সকল হযরতের উপর 'আ'লা হযরত', না উপাধিটি সকমালীন ? সংযুক্ত আরব আমীরাতের রাজধানী আবু ধাবী রেডিও - উর্দু অনুষ্ঠানে ওই দেশের প্রেসিডেন্টকে 'আলা হযরত' বলে ভূষিত করা হয়। (His Highness) এর অনুবাদ হিসেবে তারা এ উপাধি ব্যবহার করেন। যদি এদের জন্য বর্ণিত আ'লা হযরত শব্দটি সমকালীন মনে করা হয়, তাহলে ইমাম আহমদ রযা খান ফাযেলে বেরলভী রহ. কে 'আ'লা হযরত' বলতে আপনাদের এত গা-জ্বালা, অভিযোগ ও তার উপর মিথ্যা অপবাদ কেন ? আল্লামা আরশাদুল কাদেরীর এ সমস্ত প্রমাণ ও দাঁতভাঙ্গা জবাব শুনে দেওবন্দীরা নিজের ভুল বুঝতে পেরে মঞ্চ থেকে পরাজিত ও অপমানিত হয়ে চলে গিয়েছিল।

[তথ্য সূত্র-ইমাম আহম্মদ রযা কে আলক্বার ও আদাব, বেরেলী শরীফ ভারত থেকে প্রকাশিত]

বিস্ময়কর নবীপ্রেমিক ইমাম আ'লা হযরত

মুহাম্মদ ওসমান গণি

শিক্ষক, কাদেরিয়া তৈয়েবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

ড. আল্লামা ইকবাল নবীপ্রেমে উদগ্রীব হয়ে কতইনা সুন্দর বলেছেন,

"মগযে কুরআঁ রূহে ঈমাঁ জানে দ্বী
হাস্তে হুব্বে রাহমাতুল্লিল আলামীনঁ।"

যুগে যুগে অসংখ্য নবীপ্রেমিকদের আবির্ভাব হয়েছিল। বর্তমানেও আছে। ভবিষ্যতেও আসবে। নবীপ্রেম ঈমানের মূল। আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট নিদর্শন। যার বাস্তব নমুনা হলো হযরত সিদ্দিকে আকবর, ফারুকে আজম, ওসমান যিননুরাইন, মাওলা আলী শেরে খোদা,আনাস বিন মালেক, যায়েদ বিন সাবেত এবং কা'ব বিন যুহায়ের রা. প্রমূখ। আবার সে যুগে আবু জাহেল, উৎবা, শায়বা, উমাইয়্যা বিন খালফ ও আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলদের মত নবীবিদ্বেষীরাও ছিল। কিন্তু রাসূল দ. এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেম-ভালবাসা এমন ছিল যে, কাফেরদের কোনো ছলনাই তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারেনি। অনেকে আবার প্রিয় নবী (ﷺ) এর প্রেম সাগরে ডুবন্ত অবস্থায় সিন্দু সেঁচে মুক্তোঝরা প্রেমাসিক্ত কবিতা রচনা করেছেন।

যায়েদ বিন সাবেত, কা'ব বিন যুহায়ের , শরফুদ্দীন বুসিরী ও আব্দুর রহমান জামী রা.'রহ. মত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাজেলে বেরেলবীও (আ'লা হযরত) রা. ছিলেন এক অবিস্মরণীয় নবীপ্রেমিক। সে যুগে প্রাচীন দেওবন্দীরা প্রিয়নবী (ﷺ) 'র সুমহান মর্যাদা খর্ব করার পায়তারায় লিপ্ত ছিল। ঠিক তখনই আ'লা হযরত এ বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে বজ্রপাতের মতো আবির্ভূত হলেন। একদিকে বাম হাতে তার প্রত্যুত্তর দিলেন। আর অন্যদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মান চর্চা করলেন ডান হাতে।

আ'লা হযরতের নবীপ্রেমের মুক্তোঝরা হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে না'ত রচনা করতেন। যা গোটা মুসলিম জাহানের জন্য অনন্য ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। নবীদ্রোহীরা যখন আরবে গিয়ে আ'লা হযরতের বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁর বিরূদ্ধে ''বিদআতি'' অপবাদ আরোপ করেছিল। সে অপবাদের জবাবে আরবের মধ্যে কোনো কিতাব ব্যতীত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত ইলম দিয়ে "আদ দৌলাতুল মক্কিয়্যাহ বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ"র মত দুর্লভ আরবি শব্দভাণ্ডার সম্পন্ন অনন্য কিতাব উপহার দিয়েছেন। তখন আরবের শ্রেষ্ঠ মুফতী ও শায়খগণ আ'লা হযরতের সমাদরে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বিন

সলুলদের অনুসারীরা নাজেহাল হয়েছিল (আদ দৌলাতুল মক্কিয়্যাহ বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ)।

শৈশব থেকেই নবীপ্রেম ছিল আ'লা হযরতের মূল সম্বল। গর্ভধারিণী মাকে নিয়ে ১৪ বছর বয়সে হজ্জযাত্রী হিসেবে জাহাজে আরোহণ করলেন। তখন ঘটনাক্রমে নিশ্চিত জাহাজডুবি থেকে রক্ষা পেলেন (ইরফানে শরীয়ত, তাযকেরাতে ইমাম আহমদ রেযা)। ঠিক তখনই তিনি জাহাজে বসে নবীপ্রেমে রচনা করেছেন,

"আনে দো ইয়া ডুবো দো আব তো তোমহারি জানিব
কাশতি তুমহি পেহ ছোড়ি লঙ্গর উঠা দিয়ে হ্যাঁয়।

অর্থাৎ- তব নামে ছেড়েছি নৌকা উঠায়েছি নোঙ্গর, এখন তুমিই জানো উঠাবে না ভিড়াবে তটে (হাদায়েকে বখশিশ)।

ইমাম আহমদ রেযা রহ. জীবনের প্রতি মুহূর্তই ছিল নবীপ্রেমে টইটম্বুর। প্রকৃতপক্ষে নবীপ্রেমের মাধ্যমেই তিনি সকল কিছু প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন কুরআনে কারীমের তরজুমার মধ্যে প্রতিটি শব্দে শব্দে, আয়াতে আয়াতে আ ল্লাহর প্রিয় হাবীব দ. এর শান-মান ব্যক্ত করেছেন। সূরা দ্বোহার মধ্যে আ'লা হযরতের অনুবাদ এবং বিরুদ্ধবাদীদের অনুবাদের মধ্যে রাত-দিন তফাৎ। আ'লা হযরতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রিয় নবী দ. এর শান-মান প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে নবীদ্রোহীরা কীভাবে নবীর শান-মানকে খাটো করা যায় সে চিন্তা-চেতনায় সদা নিমগ্ন। আ'লা হযরতও তাদের জাওয়াব দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে অখণ্ডনীয় দলীলের মাধ্যমে।

নবীপ্রেমের স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে কতইনা সুন্দর বলেছেন,

কারোঁ তেরে নাম পেহ্ জাঁ ফেদা, না বস এঁ্যাক জাঁ দোজাহাঁ ফেদা,
দো জাহাঁ সে ভী নেহী জী ভড়া, কারোঁ কিয়া কারোড়োঁ জাহাঁ নেহী।

অর্থাৎ ঃ- করি নামে প্রাণ নিবেদিত, একই প্রাণ তো নয় দু'ভূবন নীত,
দোজানেও নাহি ভরে প্রাণ কোটি বিশ্ব কই আমি পাব হায় (হাদায়েকে বখশিশ)।

ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর অর্থনৈতিক দর্শন

মুহাম্মদ এমরানুল ইসলাম

প্রভাষক, সাভার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সাভার, ঢাকা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী রহ. ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিস্ময়কর প্রতিভা। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর তিনি অর্থনীতিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। উনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন বিশ্বে আর্থিক মন্দা পরিলক্ষিত হয়, তখন ভারতবর্ষসহ সারা বিশ্বে আধুনিক অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথের ১৭৭৬ সালে রচিত 'Wealth of Nation' গ্রন্থটির উপর বিশদ আলোচনা ও বিশ্লেষণ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে ইহার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ভারতবর্ষের মুসলমানরা পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া পুঁজিবাদী অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এহেন অবস্থায় ভারতবর্ষের মুসলমানদের অর্থনৈতিক মুক্তির প্রেক্ষিতে ১৯১২ সালে আ'লা হযরত রহ. মুসলমানদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ৪টি পদ্ধতি বা মতামত উপস্থাপন করেন।

প্রথমত: বৃটিশ সরকার যে সমস্ত অর্থ ব্যবস্থায় জড়িত, সে সব ব্যবস্থা থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরত থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি এ অঞ্চলের মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার সমস্যাগুলো পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। যাতে মুসলমানরা তাদেও অর্থসম্পত্তি নষ্টের হাত থেকে রক্ষা পায়। তিনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে 'Theory of Saving' এর গোড়াপত্তন করে সারা বিশ্বে অর্থ সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইংল্যান্ডের অর্থনীতিবিদ জে. এম কারনেজ বৈশ্বিক মন্দা রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে আ'লা হযরত রহ. 'Theory of Savings' এর উপর ভিত্তি করে 'Theory of Savings and Investmen' এর প্রথম তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। ফলশ্রুতিতে ভারত উপমহাদেশের অন্যতম অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রফিকুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন জে, এম কারনেজ আ'লা হযরত রহ. এর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে আধুনিক সংরক্ষণ তত্ত্ব প্রদান করায় ইংল্যান্ডের সরকার তাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করেন।

দ্বিতীয়ত: আ'লা হযরত রহ. ভারতবর্ষের মুম্বাই, কলকাতা, রেঙ্গুন, মদ্রাজা এবং হায়দারাবাদের ধনী মুসলমানদেরকে গরীব-দুঃখী মুসলমানদের জন্য ইসলামী অর্থনীতির আলোকে সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার মতামত ব্যক্ত করেন, যখন ভারতের প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে হাতেগোনা কয়েকটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মাধ্যমে মুসলমানদের আর্থিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে ব্যাংক কর্মকান্ডের সাথে সংযুক্ত

হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। কেননা তৎকালীন অনৈসলামিক ব্যাংকগুলো সাধারণ জনগণের প্রচুর অর্থ-সম্পদের ক্ষতিসাধনে ভূমিকা রাখে।

তৃতীয়ত: তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে অপর মুসলমান ভাইদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করার মতামত ব্যক্ত করেন। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ মনে হলেও ইহার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বের মুসলিম দেশ ও জনগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক ব্যবসায়িক সম্পৃক্ততা ও হৃদ্যতার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেননি। বরং সারা বিশ্বের মুসলমানদের উন্নয়নে সকল মুসলিমদেরকে একই প্লাটফর্ম থেকে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার আহ্বান জানান। এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে তিনি আধুনিক অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্যনীতি (Free Trade Theory) এর কড়া সমালোচনা করেন। এবং তা থেকে মুসলমানদেরকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেন। এভাবে তিনি বৈশ্বিক বাণিজ্যে অর্থনৈতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

চতুর্থত: আন্তর্জাতিক বিশ্বে মুসলমানদের অর্থ ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইসলামের অবদানকে তুলে ধরার নির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও অনেক ইসলামিক চিন্তাবিদগণ তার এই মতামতের বিরোধিতা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা ছাড়া ইসলামিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনা সম্ভব নয়। তা তিনি অত্যন্ত যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করেন। ফলে উপর্যুক্ত তিনটি তত্ত্ব বা পদ্ধতির সাথে চতুর্থ পদ্ধতিটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং প্রথম তিনটি পদ্ধতি হলো থিওরিটিক্যাল আর শেষোক্তটি হলো বাস্তবিক প্রয়োগ।

এভাবে আ'লা হযরত রহ. তাঁর অসাধারণ মেধা ও কর্মদক্ষতায় বৈশ্বিক অর্থনীতিবিদদেরকে বৃদ্ধা আঙ্গুল প্রদর্শন করার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থার রূপরেখা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি এ অর্থনৈতিক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায় ১৪০০ বছর আগে মহানবী দ. কর্তৃক মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছিলেন, সে পদ্ধতিকে পুনরায় ভারতবর্ষের মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করেন। ফলে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে মুসলমানরা ইসলামী অর্থব্যবস্থার শক্তিশালী রূপরেখার সঠিক সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কতিপয় মুসলমান ছাড়া অধিকাংশ মুসলিম পশ্চিমা অর্থ ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে আ'লা হযরত রহ. এর মূল্যবান অর্থনৈতিক পদ্ধতির বাস্তবিক প্রভাব সেভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। মোদ্দাকথা আ'লা হযরত রহ. অসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ধর্মতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিজেকে একজন সফল অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

উসূলে ফিকহে আ'লা হযরতের যুগান্তকারী অবদান

সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া আযহারী

প্রিন্সিপ্যাল, লিবারেল ইসলামিক স্কুল, দক্ষিন বনশ্রী, খিলগাঁও, ঢাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "এবং যাকে প্রজ্ঞা (হিকমত) দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়" (আল-কুরআন ২:২৬৯)।

আ'লা হযরত রহ. ছিলেন প্রাজ্ঞ আলিমে দ্বীন যা তাঁকে চতুর্দশ হিজরী শতকের মুজাদ্দিদে পরিণত করে। আল্লাহ যাঁদের দ্বারা দ্বীনকে পূনরুজ্জীবিত করেন তাঁদের পাঁচটি স্তর রয়েছে। (১) মুসলিহ (২) হাকিম (৩) মুজতাহিদ (৪) মুজাদ্দিদ এবং (৫) মুফহিম (প্রথমোক্ত এই চার স্তরের সকল গুণ যার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়ে যায় তিনি হয়ে যান মুফহিম) আর আ'লা হযরত উসুলে ফিকহ (Principles of Islamic Law & Jurisprudence) এবং ফিকহের (Islamic Law & Jurisprudence) ক্ষেত্রে তাহকিক, তাখরিজ, তাত্ত্বিক যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে যে কাজ করেছেন, তা গত কয়েক শতাব্দীতে হয়নি। আলোচনা করতে গেলে তা বিশাল লম্বা আলোচনা, যা একটি ডক্টরেটের থিসিসেও পুরোপুরি আসবে না। তবে উসূলে ফিকহে তাঁর নির্দিষ্ট একটি বিশাল অবদানের কথাই শুধু আজ আলোচনা করব। উসুলে ফিকহে আহকামে খামছা, সাবআহ ও তিসআর একটি ব্যাপক আলোচনা হয়। এই আহকামে খামছা আসলে কি জিনিস? তা হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের যত হুকুম আহকাম আছে সেগুলোকে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূহ, মোবাহ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর ভাগ করা। কোন আমলটির হুকুম কি তার শ্রেণি বিভাগগুলোই হচ্ছে এই আহকামে খামছা, সাবআহ ও তিসআ। উসুলে ফিকহের বড় বড় কিতাবগুলোতে এই আলোচনা এসেছে। মুসাল্লামুস সুবুতের মত পুরাতন উসূলে ফিকহের কিতাবগুলোতে এগুলোকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, (১) ওয়াজিব (২) সুন্নাত বা মানদুব (৩) হারাম (৪) মাকরূহ (৫) মুবাহ। অত:পর ফুসুলে বাদায়ী ও মিরকাতুল উসুলসহ মধ্যযুগের কিছু কিতাবে আরো দুটো স্তর যোগ করা হয়েছে, (১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) সুন্নাত (৪) মুস্তাহাব (৫) হারাম (৬) মাকরূহ ও (৭) মুবাহ। অতঃপর উসুলে ফিকহের যখন আরো ডেভলপমেন্ট হলো তখন উসুলবিদগণ ৭ থেকে সেটাকে ৯ তে উন্নীত করেন। জায়েজ কাজগুলোর জন্য পাঁচটি স্তর ঃ
আদেশসূচক ঃ (১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (৪) সুন্নাতে জায়েদা (৫) মুস্তাহাব বা নফল ও (৬) মুবাহ। নিষেধসূচক ঃ (১) হারাম (২) মাকরুহে তাহরিমী (৩) মাকরুহে তানজিহী ও (৪) মুবাহ।

ফরজের বিপরীতে হারাম, ওয়াজিবের বিপরীতে মাকরুহে তাহরিমী। সুন্নাতে জায়েদার বিপরীতে মাকরুহে তানজিহি। লক্ষ্য করবেন এই নয় যে, আহকামের মধ্যে আদেশসূচক

ও নিষেধসূচক স্তরগুলোর একটি অপরটির বিপরীতে এসেছে। আর মুবাহ হল আদেশসূচক ও নিষেধসূচকের মধ্যে কমন হুকুম যাতে গোনাহও নেই সাওয়াবও নেই। কিন্তু সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফল বা মুস্তাহাবের বিপরীতে নিষেধসূচক কোন হুকুমের স্তর পাওয়া যায় না। ইসলামের ইতিহাস ঘাটলে আপনি এই ৯স্তরের বেশি হুকুম পাবেন না।

আমি যখন উসুলে ফিকহ ও ফিকহের কিতাবে এই বিষয়টি লক্ষ্য করলাম, তখন আমার কাছে এটি খুব হয়রানের বিষয় মনে হলো। আদেশসূচক কাজের ৫টি স্তরই আছে অথচ এর বিপরীতে নিষেধসূচক কাজের স্তর মাত্র ৩টি যা অপূর্নাঙ্গ একটি বিষয়। কথা যখন হচ্ছে ইসলামি শরিয়ত নিয়ে সেখানে এই অপূর্ণতা কিভাবে থাকে!

নতুন পুরাতন কোন কিতাবে এই বিষয়ের একাডেমিক সমাধান নেই। অবশেষে আমি আ'লা হযরত আজীমুল বারাকাত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরেলভী রহ. এঁর বিখ্যাত কিতাব ফাতাওয়ায়ে রেজভিয়ার ভূমিকা বা ১ম খণ্ড হাতে নিলাম এবং উনার একটি ছোট রিসালা পেলাম "মাসসুল ইয়াদাইন ফিস সুন্নাতি ওয়াল মুসতাহাব্বি ওয়াল মাকরুহাইন" নামে, সেখানে দেখলাম যে তিনি বলছেন, "আহ্কামে শরীয়তকে এই নয়টি মাত্র স্তরে সীমাবদ্ধ করে ফেললে তা পরিপূর্ণ হয় না। আদেশসূচক ৫টি স্তরের বিপরীতে নিষেধসূচক ৫টি স্তর আসে না।"

তাই তিনি আরো দুটো নতুন স্তরের হুকুম নিয়ে আসেন। এই নতুন দুটো স্তরের ধারণা ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন কিতাবাদিতে হয়ত উল্লেখ ছিল অগোছালোভাবে, কিন্তু কোন উসুলে ফিকহের কিতাবে স্পষ্টভাবে আভিধানিক ডিসিপ্লি-নে টার্মিনোলোজি হিসেবে আসে নাই যা তিনি নিয়ে আসেন এবং বলেন,
আদেশসূচক ঃ (১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (৪) সুন্নাতে জায়েদা (৫) মুস্তাহাব বা নফল (৬) মুবাহ। নিষেধসূচক ঃ (১) হারাম (২) মাকরুহে তাহরিমী (৩) ইসাআত (৪) মাকরুহে তানজিহী (৫) খেলাফে আওলা ও (৬) মুবাহ।

সুন্নাতে মুআক্কাদার বিপরীতে ইসাআত (মন্দ কাজ) এবং মুস্তাহাব বা নফলের বিপরীতে খেলাফে আওলা (দুটো ভাল আমলের মধ্যে অধিক পছন্দনীয় কাজের বিপরীত আমল করা) এই দুটো আভিধানিক শ্রেণিবিন্যাস এভাবেই ইসলামী আহকামে শরীয়তের স্তরেগুলোকে আদেশ ও নিষেধসূচক কাজে উভয়পক্ষে সমান করে। এভাবেই আ'লা হযরত উসুলে ফিকহ শাস্ত্রেও তাঁর তাজদিদ বা সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেন।

সূত্র : শায়খুল ইসলাম আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ তাহিরুল কাদেরী (মা.জি.আ.) এর লেকচার।

আল্লাহর ধনভাণ্ডারের চাবি বিষয়ে আ'লা হযরতের মন্তব্য

মুহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম

সহকারী শিক্ষক, পোমরা জামেউল উলূম ফাযিল মাদরাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

আল্লাহ তা'য়ালা মহা পরাক্রমশালী, যাঁর ধন-সম্পদ, ক্ষমতার সাথে কোনো কিছুরই তুলনা করা চলে না। স্বয়ং আল্লাহর ধনভাণ্ডারেরও চাবি রয়েছে। দেখা যাক, আল্লাহর চাবির ব্যাপারে আ'লা হযরত কি বলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আনআম এর ৫৯ নং আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গায়বি..."। অর্থাৎ আল্লাহর কাছে গায়েবের চাবিসমূহ আছে। আবার, সূরা যুমার এর ৬৩ নং আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "লাহু মাকালিদুহু ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি"। অর্থাৎ, আসমান-জমিনের সমস্ত ধনভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর কর্তৃত্বাধীনে আছে। উল্লেখিত দুই আয়াতাংশে, 'মাফাতিহ' ও 'মাকালিদ' দুটি শব্দেরই অর্থ 'চাবি'। উল্লেখ্য, অদৃশ্য বিষয়সমূহের (গায়েব ভাণ্ডার) সংবাদের চাবি বুঝাতে 'মাফাতিহ' এবং ধনভাণ্ডার যেটা দিয়ে খোলা হয়, সে চাবি বুঝাতে 'মাকালিদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

আশেকে রাসূল (ﷺ) আ'লা হযরত, আজিমুল বরকত, ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলভী তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, 'চাবি'র দুই অর্থের 'মাফাতিহ' শব্দের প্রথম অক্ষর 'মিম' শেষ অক্ষর 'হা'। আর 'মাকালেদ' শব্দের প্রথম অক্ষর 'মিম' শেষ অক্ষর 'দাল'। এবার চারটি শব্দকে একসাথে যোগ করলে (মিম হা মিম দাল) 'মুহাম্মদ' হয়ে যায় (আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর)। এ দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের চাবি আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দ.।

সূরা জীন এর ২৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন, "অদৃশ্যের জ্ঞাতা আল্লাহ; আপন অদৃশ্যের উপর কাউকে ক্ষমতাবান করেন না, তবে আপন মনোনীত রাসূল ব্যতীত"। আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল কে? এ প্রশ্ন করা হলে উত্তরে অবধারিতভাবে আসবে নবী মুহাম্মদ দ. এর নাম। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বি. হতে বর্ণিত, রাসূল দ. এরশাদ করেন, "আমাকে জমিনের খনিসমূহের চাবি দেয়া হয়েছে এবং ধনভাণ্ডারের মালিক বানানো হয়েছে'। অপর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দেয়া হয়েছে'। কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল আমাদের নবী দ. দৃশ্য-অদৃশ্য সকল ধনভাণ্ডারের চাবি। আ'লা হযরতের ব্যাখ্যাও তাই বলে।

দ্বীনের সংস্কারে আ'লা হযরত এর অবদান

মাওলানা মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আশরাফী

তরুণ আলেমেদ্বীন ও অনলাইন কর্মী, ঢাকা।

দ্বীন ইসলামের আবির্ভাবকাল থেকেই ইসলাম বারবার বিদ্বেষীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। আর এই আক্রমণগুলো ছিল চতুর্মুখী। কারণ ইসলামের শত্রু নির্দিষ্ট কোন গোত্র বা জাতি নয়, আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন মুনাফিক গোষ্ঠীগুলোর ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে। আর প্রতিবারই কেউ না কেউ ইসলামকে বাঁচাতে আবির্ভূত হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় উপমহাদেশে ইসলাম যখন ওহাবী, সালাফী, কাদিয়ানী ও শিয়াদের আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিল, শিরক-বিদআতের দোহাই দিয়ে যখন ঈমান-আমল সম্পর্কিত বৈধ অনেক বিষয় যেমন- মিলাদ কিয়াম, ঈসালে সাওয়াব, দোয়াতে ওসীলা গ্রহণ, নবী-রাসূল এবং আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার জিয়ারত ইত্যাদিকে হারাম ফতোয়া দিতে লাগল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান শান ও আযমতের উপর একের পর এক আঘাত হানতে লাগল। নবীজির হায়াতুন্নবী হওয়া, ইলমে গায়েব, হাজির ও নাযির, শাফায়াত এবং কুরআন ও হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তাঁর উচ্চ মর্যাদার বিরোধিতা করছিল। ঠিক তখনই আবির্ভূত হলেন ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলভী রহ.।

আ'লা হযরত দ্বীনকে বাঁচাতে বাতিলের মোকাবেলা করেছেন সামগ্রিক সত্ত্বা দিয়ে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও হিকমতে তিনি ছিলেন এক পরিপূর্ণ আলেম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ৫৪টি শাখায় ছিল তাঁর সাবলীল পদচারণা। তিনি তাঁর লিখনী, বক্তব্যের মাধ্যমে একের পর এক বাতিলের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। সে সময় দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী'র কিতাব 'তাহযিরুন নাস'-এর, আশ্রাফ আলী থানবী'র 'হিফযুল ঈমান'-এর, খলিল আহমদ আম্বেটবী'র 'বারাহীনে কাতেয়া'-এর, ইসমাঈল দেহলভী'র 'তাকভিয়াতুল ঈমান' ও 'সিরাতুল মুসতাকীম'-এর ঈমান বিধ্বংসী নানা বক্তব্যের জবাব দিয়ে একের পর এক কিতাব রচনা করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, তিনি উক্ত দেওবন্দী ওলামায়ে কেরামের কিতাবে লিখিত বিভিন্ন কুফরী বক্তব্যের আরবী অনুবাদ করে ১৩২৪ হিজরিতে পবিত্র মক্কা-মদীনার ৩৩জন মুফতীর কাছে পাঠিয়ে সে বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চান। হারামাঈন শরীফাইনের মুফতীগণ গ্রন্থটি পর্যালোচনা করে উক্ত আলেমদেরকে কাফির ফতোয়া দেন। মুফতীগণের উক্ত ফতোয়ার নাম হয় 'হুসসামুল হারামাঈন' বা 'মক্কা-মদীনার তীক্ষ্ণ তরবারি'। দেওবন্দী ফেতনার পাশাপাশি আহলে হাদিস, আহলে কুরআনসহ নানা ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি কিতাব রচনা করেছেন। মির্জা গোলাম কাদিয়ানী যখন নবুয়তের দাবী করে বসল, আ'লা হযরত তাকে কাফির ফতোয়া প্রদান করেন। কাদিয়ানী মতবাদের খণ্ডনে ৭টি কিতাব রচনা করেন।

আ'লা হযরত রহ. এঁর কাব্যে ইশকে রাসুল (ﷺ)

শাহজাহান মোহাম্মদ ইসমাইল
তাসাউফ গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা, ঢাকা।

আপাদমস্তক ইশকে নবী (ﷺ) ফল্গুধারায় সিক্ত আ'লা হযরত রহ. নূর নবীজীর প্রতি সামান্যতম বেয়াদবিও বরদাশত করতে নারাজ। গোস্তাখে রাসূলদের কঠোর নিন্দায় ঝলসে উঠেছে তাঁর ক্ষুরধার লিখনি বারবার। "দুশমনে আহমদ পর শিদ্দত কিজিয়ে, মুলহিদুকি কেয়া মুরাওয়াত কিজিয়ে" অর্থাৎ "নবীজীর দুশমনদের প্রতি কঠোরতাই উত্তম রীতি, কাফের-মুনাফিকদের তরে কিসের আবার প্রীতি" (হাদায়েকে বখশিশ কাসীদা নং ৭৬)। তিনি এসব বেয়াদবের প্রতি কুফুরীর ফতোয়া আরোপ করতেন দ্ব্যর্থহীনভাবে। এ বাপারে তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, "আমি এজন্য রূঢ়ভাষা ব্যবহার করেছি ভবিষ্যতে যাতে এরা এরকম বেয়াদবী করার সাহস না পায়"।

"সবসে আওলা ও আ'লা হামারা নবী" এ অমর নাত শরীফটি রচনা করে নূর নবীজীর প্রশংসার সর্বোচ্চ মার্গ ছুঁয়েছেন আ'লা হযরত রহ.। নূর নবীজীর প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ও ভালবাসা যেন পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে এই নাতটিতে। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সর্বদা আ'লা হযরতের হৃদয় কন্দরে একই চিন্তা মদিনা! মদিনা! মদিনা! ইশকে নবীতে সদা মশগুল আলা হযরতের ব্যাকুল চিত্ত ধ্বনি তোলে,

"জা-নো দিল হু-শো খিরদ ছবতো মদিনা পৌহচেঁ,
তুম নেহি চলতে রেযা ছা-রা তো ছা-মা-ন গ্যায়া"।
(হাদায়েকে বখশিস, কাসীদা নং -১৪)

অর্থাৎ "মোর প্রাণ-মন-ধ্যান-জ্ঞান সবতো মদিনায় গেছে,
তুমি যাওনি রেযা? যা কিছু ছিল তোমার নিজের, তার সবই মদিনা গেছে"।

নিজের জীবনের ঘনঘোর তমসার অবসান কামনায় প্রিয় নবীজীর পবিত্র চরণে নিবেদিত হয় আ'লা হযরতের পংক্তিতে রহ. সকরুণ আর্তি। তিনি লিখেছেন,

"এয়া শামসু নজরতে ইলা লাইলী
চুব তাইবা রছি আরজে বকুনি
তুরি জুতকি ঝল ঝল জগমে রচি
মোরি শব নে নাদিন হো না জানা"।
(হাদায়েকে বখশিশ- কসীদা নং ০৯)

অর্থাৎ "ওগো রিসালাতের দীপ্ত সূর্য! মহানবী!
মোর জীবনের আঁধার রাতে পড়ুক তব অরূপ জ্যোতি,
প্রিয় মদিনা ধামে পাঠিয়ে দিলাম এ আরজি,
আলোকিত তব নূরের প্রভায়, ভোর হোক মোর আঁধার রাতি"।

আমাদের প্রাণপ্রিয় নূর নবীজীকে একসাথে লাখো ও কোটি সালাম ও দরূদ নিবেদনের অভিনব প্রথা ও ধারণার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন আ'লা হযরত। তাঁর লিখিত 'কাসীদায়ে সালাম' ও 'কাবে কি বদরুদ্দোযা' না'ত দুটি তাঁর উজ্জল প্রমাণ। "উর্দু কাব্যের ভুবনে তাঁর মত এত বড় পরিসরে নূর নবীজীর প্রশংসা করার মত কবি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব" এই হচ্ছে সুবিজ্ঞ সাহিত্য সমালোচকদের সুচিন্তিত রায়।

আ'লা হযরত রহ. এর অনন্য প্রতিভা

মুহাম্মাদ নিয়ামুল ইসলাম
অধ্যয়নরত, দারুল উলুম আহসানিয়া কামিল মাদরাসা, নারিন্দা, ঢাকা।

১২৯৬হি./১৮৭৭খ্রি.। প্রথমবার হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে পিতার সাথে পবিত্র মক্কায় যান আ'লা হযরত রহ.। তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হন সেখানকার প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ হোসাইন ইবনে সালেহ। আর শায়খ ইবনে সালেহ স্বীয় গ্রন্থ 'আল-জাওহারাতুল মুদী'আ" এর একটি শরাহ লিখার জন্য আ'লা হযরতকে অনুরোধ করেন। আ'লা হযরত মাত্র দুই ঘণ্টায় একটি মানসম্মত শরাহ লিখে দেন এবং রচনার সাল ১৮৭৮ হিসাবে নাম দেন 'আন-নাযিরাতুল ওয়াদীয়া ফি শারহিল জাওহারাতিল মুদী'আ'। পরে তিনি দেশে ফিরে উক্ত কিতাবের সাথে টিকা ও পরিশিষ্ট সংযোজন করে রচনার সন ১৩০৮হি./১৮৯০খ্রি. হিসাবে নাম দেন 'আত-তুররাতুর রাদিয়্যা আলান নায়্যিরাতিল ওয়াদিয়্যা'।

আ'লা হযরত ১৩২২হি./১৯০৫খ্রি. সালে দ্বিতীয়বার হজ্জে গমন করেন। সেখানে গিয়ে আরেকটি সমসাময়িক মাসয়ালার সম্মুখীন হন। পবিত্র হেরেম শরীফের উলামায়ে কিরামগণ নোট তথা কাগজের মুদ্রার ব্যাপারে ফতোয়া জানতে চান। কারণ এ সমস্যাটি তখন পবিত্র হারামাইন শরীফাইনে ব্যাপক আকার ধারন করেছিল। আ'লা হযরত রহ. কোন কিতাবের সহযোগিতা ছাড়াই কেবল মাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে সাবলিল আরবি ভাষায় একটি কিতাব উপহার দেন এবং রচনার সন হিসাবে নাম রাখেন 'কিফলুল ফাকীহিল ফাহিম ফী আহকামি কিরতাসিদ দারাহিম' পরবর্তীতে তিনি এর একটি পরিশিষ্ট রচনা করে নাম দেন 'কাসিরুস সাফীহিল ওয়াহিম ফী ইবতালি কিরতাসিদ দারাহিম'। অতঃপর তিনি এ কিতাবের উর্দু অনুবাদ করে নাম দেন 'আয-যায়লুল মানুতির রিসালাতিন নুত'।

একই বছর 'রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়েব' বিষয়ক চমৎকার একটি কিতাব ৮ ঘণ্টায় হারামাইন শরীফাইনে রচনা করেন। যার নাম 'আদ-দৌলাতুল মাক্কিয়্যাহ বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যাহ'।

সূত্র ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২২তম খন্ড, ৪০৯পৃষ্টা, প্রকাশকাল ১৯৯৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

আ'লা হযরত ও বাংলাদেশের প্রকাশনা

মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ সিদ্দিকী
তরুণ আলেম ও ইসলামী সংগঠক, ঢাকা।

যে কোনো ব্যক্তিকে তার পরবর্তী যুগ বা কালের সাথে পরিচয় করে দেয়ার সাধারণত ৩টি মাধ্যম ঃ (১) ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সংরক্ষণ করা। (২) ব্যক্তির লিখিত গ্রন্থ থাকা। (৩) ব্যক্তি বিষয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা বা বক্তব্য করা। তবে বিশ্বকবি, বইকে পরবর্তী প্রজন্মের সাথে সেতুবন্ধনের সেরা মাধ্যম বলেছেন। আ'লা হযরত এর সরাসরি সাক্ষাতলাভকারী বাংলাদেশে কেউ অবশিষ্ট নেই। তবে তাকে চেনার জন্য ও বুঝার জন্য ২য় ও ৩য় মাধ্যমটি তথা তার লিখনী ও বরেণ্য আলিম-ওলামা থেকে বক্তব্য আমরা প্রতিনিয়ত শুনছি।

বাংলাদেশে আ'লা হযরত বিষয়ক ২ ধরনের প্রকাশনা রয়েছে। (১) সরাসরি আ'লা হযরতের বিভিন্ন কিতাব অনুবাদ সংশ্লিষ্ট। (২) আ'লা হযরতের জীবনী, কারামত ও কর্ম সংশ্লিষ্ট।

প্রসিদ্ধ "কানজুল ঈমান, হুসসামুল হারামাঈন, ইরশাদ-এ আ'লা হযরত" সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কিতাব অনুবাদ করেছেন দেশের শীর্ষ আ'লা হযরত গবেষক আল্লামা এম এ মান্নান। "ইরফানে শরীয়ত" অনুবাদ করেছেন অধ্যক্ষ আল্লামা এম এ জলীল রহ.। "ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা, ওহাবীদের ভ্রান্ত আকিদাহ ও তাদের বিধান, নিদানকালে আশীর্বাদ, আহ্কাম-ই শরীয়ত" সহ বেশ কয়েকটি কিতাবের অনুবাদ করেছেন অধ্যক্ষ আল্লামা ইসমাঈল নোমানী। "গাউসুল আযম ও গাউসিয়াত, বায়'আত ও খিলাফতের বিধান" সহ বেশ কয়েকটি কিতাবেন অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন মাওলানা নেজাম উদ্দীন। "প্রিয় নবীজীর পূর্ব পুরুষদের ইসলাম ও কালামে রেযা (হাদায়েকে বখশিশের আংশিক কাব্যানুবাদ)" অনুবাদ করেন মাওলানা হাফেজ কবি আনিছুজ্জামান। সব মিলে আ'লা হযরতের প্রায় শতাধিক ছোট-বড় কিতাব বাংলাদেশে অনূদিত হয়েছে।

আ'লা হযরতের জীবন ও কর্ম স্থান পেয়েছে ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ও সম্পাদিত 'ইসলামী বিশ্বকোষ' ৩য় খণ্ডে। এছাড়াও 'ছোটদের আ'লা হযরত' নামক ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে আমার বই প্রকাশিত হয়। মাওলানা শামছুল আলম নঈমী 'জীবন ও কারামত' নামে একটি ২৪৮ পৃষ্ঠার বই রচনা করেন। এছাড়াও আ'লা হযরত সম্পর্কিত অসংখ্য গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে ।

তাসাউফ চর্চায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রহ.

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
তরুণ আলেম ও গবেষক, ঢাকা।

তাসাউফ হলো আত্মারূপ। যার প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে জড়িত আছে কুরআন-হাদিসের অমর বাণী। ফলে মুসলিম সমাজে তাসাউফ এক সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির নাম। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তাসাউফের নামে ভণ্ডামীর চিত্র পরিদৃষ্ট হলে এক শ্রেণির আলেম- ওলামা ও তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ তাসাউফকেও সংশয়ের চোঁখে দেখতে শুরু করে।

তাসাউফের প্রতি সেসব চিন্তাবিদের সংশয় নিরসনে এবং তাসাউফের প্রকৃত স্বরূপ ও ব্যাখ্যা জনসম্মুখে তুলে ধরার মহান মানসে চতুর্দশ শতাব্দিতে যে সকল মহান মনীষী নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. ছিলেন অন্যতম। যার ফলে তাসাউফ শাস্ত্রের যাবতীয় পরিভাষা এবং এগুলোর প্রয়োগ ও কার্যপরিধি সম্পর্কেও তিনি সম্যক জ্ঞাত ছিলেন।

তিনি শুধু পীর-মুরিদীর মাধ্যমে ইলমে তাসাউফ চর্চায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেননি। বরং সূফি নামধারী কিছু মূর্খ কর্তৃক তাসাউফ চর্চার নামে সৃষ্ট যাবতীয় কুপ্রথা ও ভুল ধারণার সংশোধন ও তাসাউফকে সুশৃঙ্খল নিয়মে ফিরিয়ে আনতে নিয়মিত কলম যুদ্ধ চালিয়ে যান।

শরিয়তের বিধিবিধানকে উপেক্ষা করে, যারা নিজেদেরকে সূফী বা তরিকতপন্থী বলে বেড়ায়, তিনি তাদের স্বরূপ উন্মোচনে রচনা করেন-'মাকালু উরাফা বি-ইযাযি শরয়ী ওয়া উলামা ' নামক গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থে শরিয়ত ও তরিকতের নিগূঢ় রহস্য তুলে ধরেন। তাঁর মতে, শরিয়ত সূফীর আধ্যাত্মিক পরিক্রমার প্রথম ও অপরিহার্য অংশ। শরিয়তের যথার্থ চর্চা ও অনুশীলন ছাড়া মারিফত অর্জন অসম্ভব। শরিয়তই মারিফতের পথে উন্নতি ও সফলতা লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। শরিয়তের সঠিক রূপ তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন- (১) শরিয়ত শুধু ফরজ আর ওয়াজিবের নাম নয়, বরং সমস্ত বিধিবিধিন। দেহ, প্রাণ, রূহ ও সমস্ত উলুম-ই-ইলাহিয়্যাহ এবং অপরিসীম জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই ধারক। তন্মধ্যে এক টুকরোর নাম হচ্ছে তরিকত। তাই সমস্ত তরিকতকে শরিয়তের মানদণ্ড পেশ করা ফরয। যদি তা শরিয়ত অনুযায়ী হয়, তবে গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় পরিত্যাজ্য। সুতরাং অকাট্য কথা হচ্ছে, শরিয়তই মূল বিষয় ও মূল ভিত্তি। (২) শরিয়ত হলো মূল আর তরিকত হলো এর শাখা। শরিয়ত হলো ঝর্ণা আর তরিকত হল এ থেকে সৃষ্ট জমাট পানি। তাই শরিয়ত থেকে তরিকতকে আলাদা করা অসম্ভব। শরিয়ত হল এমন মহাসড়ক যা মানুষকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেয়। শরিয়ত বাদ দিয়ে মানুষ যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, তা আল্লাহ লাভের পথ থেকে বহুদূর।

কবিতার খাতা! চেতনার পিতা!

কবি মাহ্‌দী আল গালিব
সৈয়দপুর, রংপুর।

একটি শতাব্দী যেন একটি ঢেউ, সময় সমুদ্র। সন্ধ্যায়, ডানা থেকে রোদের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। মহাকালও তেমনি মুছে অতীত। নতুন অতীতকে বরণের জন্য। আজকের আগামী, পরশুর অতীত।

কিছু মানুষ বিদ্রোহী। এরা হারায় না। মিলায় না কালের কৃষ্ণগহ্বরে। সময়কে ছাপিয়ে চলে। সময়ও হার মানে। তাঁরা প্রতি যুগেই উদ্ভিন্ন, আধুনিক। তাঁরা সত্য ও আদি-অন্তের মাইলফলক। 'মরু-মদিনা' যাঁদের বিস্তৃত মানচিত্র। এমনি একজন এসেছিলেন। তাঁর গল্পই লিখছি আজ।

মানুষ লালন করে ইসলাম। আর মানুষ মাত্রই দূর্বল। সময়ে সময়ে ক্ষয় হয়। এরই সাথে সমাজে হারায় ইসলামের সৌন্দর্য। লোহায় যেমন মরিচা। খোদা তাই সংস্কারক পাঠায়। প্রতি শতাব্দীতে একজন। তাঁরা নির্বাচিত। তাঁরা মদিনা'র দূত। তাঁরা ধূলিমলিন ইসলামকে জীবিত করে। সমাজের রোগ নির্ণয় করে। প্রতিষেধক দেয়। এই রোগ কখনো মুতাজিলা। কখনো কাদিয়ানী। কখনো নজদের ওহাবী। রোগ যেমন চিকিৎসা তেমন।

উনবিংশ শতাব্দী। শিল্পবিপ্লব। ভারত দখল। ফ্রিম্যাসন আগ্রাসন। হামফ্রে উপাখ্যান। ইবনে ওহাবের উত্থান। জায়োনিজম, ইজরাইল। লরেন্স অব এরাবিয়া। সৌদি পত্তন। এবং ওসমানীয়দের পতন। একটি বিশাল অধ্যায়। মুসলিমদের মূলোৎপাটন চলছে। কিন্তু কত মানুষ মারবে! সব মরলে শাসন করবে কাকে! তাই নীলনকশা হল। মুসলিম নয়, ইসলামকে মারো। ইসলাম মারার উপায়? ইসলামের উৎস কি? ইসলামের উৎস মদিনা-মুনিব (দ)। মুসলিম নিজের জীবন-সম্পদ-পরিবার থেকেও বেশি তাঁকে ভালোবাসে। তবে তাঁকেই হত্যা করো। কিন্তু তাঁকে পাব কই? তিনি ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি মুসলিমের হৃদয়। একজন মুসলিমের হৃদয় একেকটি মদিনা। তাহলে হৃদয়কেই হত্যা করো। দেহ মারিও না। হৃদয় গঠিত দর্শন দিয়ে। দর্শনের উৎস ধর্ম। ধর্মের দূর্গ আকাইদ (Creed)। আকাইদের উৎস রেসালাত। তাই রেসালাতেই আঘাত হানলো তারা। আরম্ভ হল মগজধোলাই। নবী ভুল করেছেন। তিনি দোষে-গুনে মানুষ। তিনি বড় ভাই। অতি সম্মানের কিছুই নেই। তাঁর জ্ঞান গরু-গাধার মত। মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই মসজিদে নববীতে নবীর রওজা রাখিও না। এটা শিরিক। হাজার সাহাবার মাজার ভাঙ্গল। শত সৈয়দ জবাই হল। এভাবেই পুড়ছিল দর্শন। এরপর ধর্ম। সমাজে মানুষ থাকলেও বিদায় নিচ্ছিল মুসলিম।

সে যুগেরই ভারত। উত্তরপ্রদেশের বেরেলি শহর। এক কিশোরকণ্ঠ গেয়ে উঠল, দো বুন্দ ইধার ভি গিরা জানা (দুটি বিন্দু এদিকেও বর্ষাও না)। সে স্বর আঘাত হানল আকাশে।

জমাট মেঘে। ঝরলো বৃষ্টি। মুসলিমের মৃতহৃদয়ে রহমতের বর্ষণ। এটাই কিশোরের প্রথম চিৎকার। তাঁর বয়স চৌদ্দ ছুঁইছুঁই। আজই সে প্রথম ফতওয়া দিয়েছে। আজকেই সূচনা, বসন্ত দিনগুনা। বেরেলি উপত্যকা বেয়ে, আসছে ধেয়ে, প্রেমপ্রমত্তা।

ফতওয়া বিষয়টা সস্তা না। বিচার করতে বিচারক লাগে। মুফতি ও বিচারকের অবস্থান অনেকটাই এক। রায় দেয়া। একটি রায়/ফতওয়া বিশাল প্রভাব ফেলে সমাজে। সে কিশোর সভ্যতায় বিপ্লব ঘটিয়েছিল। কয়েকটা উদাহরণ দেখুন।

'বিকাশ' তো চিনেন। টাকা জমায়-উঠায়। টাকা উঠাতে খরচ লাগে। হাজারে প্রায় বিশ টাকা। এখন এই বিশ টাকা কি সুদ? যেহেতু বাড়তি লাগছে। এটা কি হালাল? হালাল হলেও কিভাবে? ১৮৯৪ সাল। তখনো টাকা পাঠানো হত। তখন বিকাশ ছিল না। ছিল মানি-অর্ডার। ডাকযোগে টাকা আসত-যেত। তখন প্রথম চালু হয়েছে এসব। চিন্তার বিষয়। টাকা পাঠালেই বাড়তি লাগে। সুদ নাকি আবার! তখন ফতওয়া এল 'ভূতনগর' থেকে। দেও মানে দৈত্য/ভূত। বন্দ অর্থ স্থান/নগর (জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট)। তারা বলল : এটা সুদ, তোমরা বাড়তি টাকা দিও না। সে কিশোর এখন যুবক। তিনি বললেন : না, এটা সুদ না। গাড়িতে চড়লে ভাড়া লাগে। টাকা পাঠাতেও ভাড়া লাগে। বাড়তি টাকাটা সেই ভাড়া। এখন প্রশ্ন, আপনি কোনটি মানছেন? ভূতনগরের ফতওয়া? নাকি সেই ব্যক্তির সমাধান? ভূতনগরকে মানলে আজকের বিকাশ সেবাই পেতেন না।

১৯০৫ সাল। ভূতনগরের আরেক ফতওয়া। নোট অর্থনীতির অংশ নয়। নোট মানে কাগজের টাকা। একশ, পাঁচশ, হাজার টাকার নোট। সেই ব্যক্তি বললেন, না! নোট মুদ্রার আরেক রূপ। এটি অর্থনীতির অংশ। নোট ব্যবহার করুন। আজ কোনটা মানছি? নোট কি ব্যবহার করছি? নাকি কয়েন নিয়ে ঘুরছি?

অনেক অর্থনৈতিক আলাপ হল। এবার আসুন সংস্কৃতির বিষয়ে। খাওয়া-দাওয়া সংস্কৃতির অংশ। সেটা দিয়েই শুরু করি। ১৯০২ সাল। ভূতনগরীরা বলল কাউয়া (কাক) খাওয়া জায়েজ, বৈধ, হালাল। সে ব্যক্তি বললেন, না এটা হারাম। কোনটা মানছি? কাউয়া কি খাচ্ছি? খেলে খেতে পারেন। কাউয়া চাষ শুরু করুন। ব্রয়লার মুরগীর চাপ কমবে।

কোরবানি ঈদ। গরু কোরবানি করি। ভূতনগরীরা বলল, গাভী (মেয়ে গরু) কোরবানি করা যাবে না। ১৮৮৪ সাল তখন। হায়রে, এখানেও লিঙ্গবৈষম্য। ভাগ্যিস নারীবাদী গরু-সমাজ নেই। যাকগে, তিনি বললেন : না আপনার গাভী কুরবানী করুন। এটা বৈধ। এখনো সমাজে তার সিদ্ধান্তই বলবৎ।

ঈদের নামায শেষে কোলাকোলি তো করেন। ১৮৯৫ সাল। ভূতনগরীরা কহিল, ইহা হারাম। কিন্তু তিনি বললেন, বৈধ। এ অবধি আমরা কোলাকোলি করছি। তাঁরটাই মানছি।

এবার আসুন রাজনৈতিক বিষয়ে। ১৯০৯ সাল। ভূতনগরীরা ভারতকে (দারুল হরব) ঘোষণা করল। এখন (দারুল হরব) বিষয়টি বুঝতে হবে। 'দারুল হরব' মানে 'নিষিদ্ধ দেশ'। যে দেশে ইসলাম পালন করা অসম্ভব। সে দেশকেই 'দারুল হরব' বলে। তখন হয় দেশ ত্যাগ করো, না হলে যুদ্ধ করো। কিন্তু তিনি বললেন, না। ভারত দারুল হরব না। ভারত 'দারুল ইসলাম'। দেশ ত্যাগ করতে হবে না। মুসলিমদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মজার বিষয় হচ্ছে, তারা 'দারুল হরব' ঘোষণা করল। কিন্তু তারা কেউই বেরোলো না। আজ পর্যন্ত এ দেশেই আছে। নিজের ফতওয়া নিজেই মানে না। তাদের উচিৎ মঙ্গলগ্রহে চলে যাওয়া। রকেট ভাড়া আমরা চান্দা করে উঠিয়ে দিব।

এখন তারা বলবে, সেই ব্যক্তি বৃটিশদের দালাল। তাই 'দারুল হরব' মানে নি। অথচ, তিনি ঘোরতর বৃটিশ বিরোধী ছিলেন। তিনি বৃটিশদের কোর্ট-কাচারিতে কখনো যান নি। বৃটিশদের রক্তচোষা বলেছেন। একটা ঘটনা বলি। তাহলে স্পষ্ট হবে। সে সময়ে ডাকটিকিট ছিল। চিঠির গায়ে লাগাতে হয়। সেটা ছাড়া চিঠি যায় না। সেই ডাকটিকিটে ছিল রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি। সে ব্যক্তিও চিঠি পাঠাতেন। ডাকটিকিট তাকেও লাগাতে হত। উপায় ছিল না। তিনি কি করতেন, রাণীর ছবি উল্টে দিতেন। মাথা নিচে, ঘাড় উপরে করতেন (জ্ঞানীর জন্য ইশারাই যথেষ্ট)।

মোট কথা, ১৮০০ সালের পর থেকেই সে ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেছে আমাদের অনেক কিছুই। ইতিহাসের মূখ্য অংশ।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনবিধান। মানুষের সব কিছুই ইসলামে সন্নিবেশিত। অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা, সাহিত্য, সংস্কৃতি। সব কিছুই ইসলামের আলোচ্য বিষয়। তাই যৌক্তিক ভাবেই ইসলামের সংস্কারকও সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজের স্বাক্ষর রাখবেন। তিনিও তাই করেছেন। সমস্ত স্তরেই তিনি দেদীপ্যমান। তিনি আ'লা হযরত। তিনি ইমাম আহমাদ রেযা খান। যিনি মানুষের মনন-দর্শন বিনির্মাণ করেছেন। তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে পরবর্তী যুগ। তিনি মানুষকে দিয়েছেন অস্তিত্বের পরিচয়। তিনি দিয়েছেন চেতনা। তাঁর সমস্ত কিছু ছাপিয়ে ছিল তাঁর মদিনাপ্রেম। তিনি শুধু প্রেমিক নন। তিনি ছিলেন প্রেমিক স্রষ্টা। আমরা তাঁকে পেয়েই মদিনাকে ভালোবাসতে শিখেছি। তাই আজকে তিনি স্বয়ং কবিতার উপজীব্য। কবিতারা খাতা। তাঁকে লিখলেই লিখা হয় বাগদাদ। লিখা হয় মদিনা। প্রেমিকের কাছে তিনি চির আরাধ্য।

বায়ু, দেখা যায় না। অনুভব করা যায়। জগতের সমস্ত বাতাসকে এক করুন। ঠাণ্ডা করুন। জমবে। আকৃতি পাবে। ঠিক একই ভাবে মদিনাপ্রেম একত্রিত করুন। হুব্বে মুস্তাফা (ﷺ) একত্রিত করুন। সে একত্রিত প্রেমের মানবীয় রূপটাই হচ্ছে : আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন।

মসজিদ-মাযারে মহিলাদের গমন : আ'লা হযরতের বক্তব্য

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম
আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম।

ইমাম আ'লা হযরত রহ. বলেন, মহিলা বৃদ্ধা হোক কিংবা যুবতী; মসজিদে গমন করাই নিষেধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মহিলাদের নিজ কক্ষে নামায আদায় করা অন্দরমহলে আদায় করা থেকে উত্তম। অন্দরমহলে আদায় করা দালানে আদায় করা থেকে উত্তম। উঠানে আদায় করা থেকে দালানে আদায় করা উত্তম।[২১] অত:পর বলেন, মসজিদে ও জামাআতে অংশগ্রহণ করা মহিলাদের জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, বরং নিষিদ্ধ।[২২]

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রাদ্বি. বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দেখতেন যে, নারীরা সাজসজ্জা গ্রহণে, সুগন্ধি ব্যবহারে ও সুন্দর পোশাক পরিধানে[২৩] কী পন্থা উদ্ভাবন করেছে, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন, যেমন নিষেধ করা হয়েছিল বনি ইসরাঈলের নারীদেরকে।[২৪]

উপর্যুক্ত সহিহ হাদিসদ্বয় দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় : (ক) নারীদের নামাজের জন্য তাদের নিজগৃহ মসজিদ অপেক্ষা উত্তম। (খ) রাসূল দ. নিজেই নারীদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন। (গ) রাসূল দ. যে পন্থাকে উত্তম বলেছেন তার বিপরীতটা উত্তম ও সওয়াবের কাজ হতেই পারে না। কেউ এ ধরনের মনোভাব পোষণ করলে তা হবে চরম বেয়াদবি। আর হাদিসের কয়েকটি বর্ণনা, যা নারীদের মসজিদে আসা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়, তা প্রাথমিক যুগের কথা। তখন পুরুষরাও সব মাসআলা জানত না। কয়েকটি কঠিন শর্তসহকারে রাতের আঁধারে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে একদম পেছনের কাতারে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নবী করিম দ. উক্ত অনুমতি প্রত্যাহার করে তাদেরকে ঘরে নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেমনটি ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ওইসব হাদিস দ্বারা বর্তমানে নারীদের মসজিদে গমন জায়েজ বলা যাবে না। তাই আহনাফের মতে, সকল নারীর জন্য জামাআত, জুমুআ, ঈদ ও পুরুষদের মাহফিলে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরুহে তাহরীমী।[২৫]

---

[২১] - কানযুল উম্মাল,৭/২৭৬, হাদীস:৮৬৫
[২২] - মালফুযাতে আলা হযরত,২/৩৫৯-৩৬৩; দুররে মুখতার,২/২৬৭,ফতহুল কাদীর,১/৩৭৬
[২৩] - মুসলিম শরীফের টীকা দ্রষ্টব্য
[২৪] - সহিহ বুখারী, হাদিস নং-৮৬৯; সহিহ মুসলিম শরিফ, হাদিস নং-৪৪৫
[২৫] - আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু : ১/১১৭২

ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান রহ. বলেন, শুনিয়া কিতাবে রয়েছে, মহিলারা মাযারে গমন করা জায়েয কি নাজায়েয- এ কথা জিজ্ঞেস করো না, বরং জিজ্ঞাসা করো ঐ মহিলার উপর আল্লাহ তায়ালা ও কবরবাসীর পক্ষ থেকে কী পরিমাণ লানত বর্ষিত হয়। যখন সে ঘর থেকে সংকল্প করে তখন থেকে লা'নত শুরু হয়ে যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে ফিরে আসে না। ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতা লা'নত করতে থাকে।[২৬]

হুজুর (ﷺ) রওজায়ে আকদাস ব্যতীত কোন মাযারে মহিলাদের গমন করার অনুমতি নেই। রাসূলুল্লাহর রওজায় উপস্থিত হওয়া মহা সুন্নাত, ওয়াজিবের নিকটবর্তী এবং কুরআনুল করিমে ইহা পাপরাশি মোচনের ও মাগফিরাতের ঠিকানা হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে, "এবং যখন তারা নিজ আত্মার উপর জুলুম করে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আর রাসূল তাদের জন্য সুপারিশ করবে, তখন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে তারা তাওবা কবুলকারী এবং অতি দয়ালু হিসাবে পাবে।"[২৭] নবী করিম দ. বলেন, "যে ব্যক্তি হজ্ব করেছে আর আমার রওজা জিয়ারত করেনি, নিশ্চয় সে আমাকে কষ্ট দিলো।"[২৮] অন্যত্র ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আমার রওজা জিয়ারতে উপস্থিত হবে, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত।[২৯]

প্রথমত: এটা (রওজার জিয়ারত) ওয়াজিব আদায়। দ্বিতীয়ত: তাওবা কবুল। তৃতীয়ত: সুপারিশের মহাধন অর্জন। চতুর্থত: নবীজিকে কষ্ট দেয়া থেকে পরিত্রাণের মাধ্যম। পক্ষান্তরে অন্যান্য কবরস্থান, মাযার সমুহের ব্যাপারে এমন কোন জোর তাকিদ নেই। ফিতনা-ফ্যাসাদের সম্ভাবনাও রয়েছে। যদি প্রিয়জনের কবর হয়, তবে ধৈর্যহারা হবে। আর আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে পার্থক্যকরণ ব্যতিরেকে বেয়াদবী করা কিংবা অজ্ঞতাবশত সম্মানে অতিরঞ্জিত করার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমনটা পরিলক্ষিত হয় এবং অনুমেয়। তাই বিরত থাকাটাই নিরাপদ।[৩০]

---

[২৬] - শুনিয়াতুল মুতাল্লিম,জানাযা পরিচ্ছেদ,পৃ:৫৯৪
[২৭] -সুরা নিসা:আয়াত-৬৪
[২৮] - মাকাসিদুল হাসানা,পৃ:৪১৬,হাদীস:১১১
[২৯] - শুয়াবুল ঈমান,৩/৪৯০, হাদীস:৪১৫৯
[৩০] - মালফুযাতে আলা হযরত,২/৩১৫-৩১৬

বিশ্ববরেণ্য ও ভিন্নমতাবলম্বীদের চোখে আমাদের ইমাম

কবি এম সাইফুল ইসলাম নেজামী
সম্পাদক, মাসিক ছাত্রবার্তা

আ'লা হযরতের জনপ্রিয়তার স্রোত আজও বহমান। তাঁর মর্যাদা ও পূর্ণতা শুধুমাত্র সুন্নি মুলুকেই নয়, যারা তাঁর ব্যাপারে বৈরীভাব পোষণ করতো তারাও তাঁর পূর্ণতা স্বীকার না করে পারেনি। একদিকে যেমন অনারবের আলিম সমাজ ও বিশিষ্টজনদের ভাষায় মহান এ ইমামের অসাধারণ জ্ঞানের সত্যতা আলোচিত, তেমনি অন্যদিকে আরবের আলিম লেখনিতেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। নিম্নে যুগবরেণ্য এ ইমামের ব্যাপারে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হলো :

১) গাউসে জামান, আলে রাসূল, হাফেজ ক্বারী আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহ. বলেন, বাতিলপন্থিদের বিভ্রান্তির উপকরণাদি, রাসূলে করিম দ.'র শানে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ এবং বদ আক্বিদা যখন ঘুর্ণিঝড়ের আকার ধারণ করেছিল, ঠিক তখনই হযরত নূহ আ.'র কিস্তিতুল্য আ'লা হযরতের লিখনী উম্মতে মুহাম্মদীকে দ. আপন বক্ষে তুলে নিয়েছে।

২)আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ড. স্যার জিয়াউদ্দিন বলেছেন, নিজ দেশে আহমদ রেযার মতো এতবড় বিজ্ঞ-পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান শিক্ষার জন্য আমরা ইউরোপ গিয়ে দুঃখজনকভাবে সময় অপচয় করেছি।

৩)বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ড. ইকবালের মতে, ভারতবর্ষে আ'লা হযরতের মতো বিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন ফক্বীহ জন্মগ্রহণ করেনি। আ'লা হযরতের কোন ফয়সালা এবং তাঁর প্রদত্ত কোন ফতোয়ায় তাঁকে কখনো মত না পরিবর্তন করতে হতো, না কখনো তা বাতিল করে অন্য মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হতো। জ্ঞানগত দিক দিয়ে মাওলানা আহমদ রেযা হলেন যুগের ইমাম আবু হানিফা।

৪) মৌলভী আশরাফ আলী থানভী বলেন, আমার যদি সুযোগ হতো, তাহলে আমি আহমদ রেযা খাঁন বেরলভীর ইমামতীতে নামায পড়ে নিতাম। আমার অন্তরে আহমদ রেযার প্রতি অসীম সম্মান রয়েছে। তিনি আমাকে কাফির বলেন, কিন্তু ইশকে রাসূলের ভিত্তিতেই বলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

৫) আবূল আ'লা মওদূদী বলেন, মাওলানা আহমদ রেযা খানের জ্ঞান-গরিমাকে আমি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করি। তিনি বিধানাবলির বিষয়ে অত্যন্ত উঁচুমানের ছিলেন। তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঐ সমস্ত লোককেও স্বীকার করতে হবে, যারা তাঁর প্রতি বিরোধ রাখে। যদিও তাঁর কোন কোন ফতোয়া ও মতামতের সাথে আমার বিরোধ রয়েছে, কিন্তু আমি তাঁর দ্বীনী খিদমতের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি।।

তথ্যসূত্রঃ
১. পবিত্র কুরআন
২. পায়গামাত-ই ইয়াউমে রেযা
৩. মাক্বালাত-ই ইয়াউমে রেযা
৪. উসউয়া-ই আকাবির
৫. আ'লা হযরত কা ফিক্বহী মাক্বাম

আ'লা হযরত প্রচারে তুরস্কের "হাকিকত কিতাবেভী প্রকাশনী"

মুহাম্মদ হাসান সজল
অধ্যয়নরত, ইস্তাম্বুল ইউনির্ভাসিটি, তুরস্ক।

হাকিকত কিতাবেভী প্রকাশনী ছয় দশক ধরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের জ্ঞানগর্ভ কিতাবসমূহ প্রকাশ করে যাচ্ছে। হুসেইন হিলমি ইশিক রহ. হাকিকত কিতাবেভী প্রকাশনীর (ইস্তাম্বুল, তুরস্ক) প্রতিষ্ঠাতা। তুর্কি ভাষায় তাঁর লিখিত সর্বমোট ১৭টি কিতাব রয়েছে, যার প্রায় সবগুলোই পরবর্তীতে ২৬ টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কুরআন-হাদিস-ফিকহ শাস্ত্রবিশারদ আ'লা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান রহ. (১৮৫৬-১৯২১) ছিলেন দিশেহারা মুসলিম উম্মাহর আলোকবর্তিকা। তিনি ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। ইসলামের নামে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুসলিম উম্মাহর ঈমান-আক্বিদা রক্ষার্থে কাজ করে গেছেন। বিশেষ করে শান্তির ধর্ম ইসলামের সঠিক পথ ও মত তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের সামগ্রিক আদর্শ বাস্তবায়নে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রহ.।

ইসলামের যে কোনো বিষয়ে সুন্দর করে কুরআন-হাদিসের দলিল দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ব্রিটিশ শাসনামলে বাতিল আকিদায় গোটা সমাজ যখন নিমজ্জিত ও পথভ্রষ্ট, মুসলিম সমাজের এই বিপদ মুহূর্তে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত হন। তাঁর এ সকল অসামান্য অবদানকে স্মরণ রেখে হাকিকত কিতাবেভী প্রকাশনী, ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আলেম আ'লা হযরত আহমদ রেজা খান বেরলভী রহ. এর কিছু জ্ঞানগর্ভ অতি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে।

ফতোয়া আল হারমাইন, আল মুতাকাদ আল মুস্তানাদ এবং ইস্পাতুন নাবুয়া কিতাবসমূহ বিগত ৬০ বছরে পৃথিবীর সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াতের অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। আ'লা হযরত আহমদ রেজা খান বেরলভী রহ. লিখিত এই কিতাবসমূহের প্রায় লক্ষাধিক কপি বিনামূল্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিতরণ করা হয়েছে। ইনশা আল্লাহ, এই ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

ফতোয়াবাজ দমনে একজন দক্ষ ফতোয়াবিদ

মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম
কিশোর লেখক, ঢাকা।

বিরুদ্ধবাদীরা শুরু থেকেই ফতোয়াবাজ ট্যাগ মেরে আসছে আ'লা হযরতের গায়ে। কিন্তু তিনি কট্টরপন্থী ছিলেন না বরং কট্টর চিন্তা-চেতনার গায়ে কাফন পরিয়েছেন বরাবর। নির্দ্বিধায় বলতেন সত্য কথা। ফতোয়া প্রদানে কখনো ব্যক্তি দেখেননি, করেননি স্বার্থের চিন্তাও। দেওবন্দী আলেম আশরাফ আলী থানভী পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, আ'লা হযরতের সাথে তার দ্বন্দ্ব কেবলই ইশকে রাসুল দ. এর ভিত্তিতে। যেখানে মদিনা-মুনিবের শানে আঘাত এসেছে, সেখানেই আ'লা হযরত কুরআন-হাদিসের দলিল নিয়ে টর্নেডো চালিয়েছেন।

দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী কর্তৃক খতমে নবুয়ত অস্বীকার যখন কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নতুন সুযোগ খুঁজে দিচ্ছিল, তখন আ'লা হযরতের ফতোয়া কাফেরকে 'কাফের'. বলতে বাধ্য করেছিল। আরেক দেওবন্দী আলিম রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর নতুন ডেলিভারি 'আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন' আকীদাকে কুফরি সাব্যস্ত করা 'পারফেক্ট টাইমিং' বলা চলে। কারণ, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী ছিলেন বিকৃত মস্তিকের ভ্রান্ত চিন্তার বাহক। ফতোয়ায়ে রশিদিয়া'র এক জায়গায় তিনি মীলাদ শরীফের তাবাররুককে হারাম বলে, অন্য জায়গায় কাকের মাংস খাওয়া জায়েজের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। সম্ভবত: মিলাদ শরীফের বিরিয়ানির সাথে জেদ ধরেই তিনি কাকের বিরিয়ানি হজম করেছেন!

স্বঘোষিত 'হাকিমুল উম্মত' থানভী সাহেব যখন মদিনা-মুনিবের ইলমকে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সাথে তুলনা দিচ্ছিলেন, ঠিক সেসময়ে আ'লা হযরত ফতোয়া না দিয়ে চুপ থাকলে আ'লা হযরতকে দায়ী থাকতে হতো চিরকাল। কিন্তু তিনি তা করেননি। এমনটা করার ব্যক্তিও নন তিনি। যা সত্য তাই বলে গেছেন অকপটে। খলীল আহমদ আম্বেটবী নামক এক বিকৃত চিন্তক যখন মদিনা-মুনিবের ধ্যানকে গরু-গাধার সাথে তুলনা করেছিল, তখন সবাই পিনপতন নীরবতা অবলম্বন করলেও আ'লা হযরত রহ. চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। তিনি বারবার নবীর শানে কটাক্ষকারীদের কাফের প্রমাণ করেছেন কুরআন-হাদিস দিয়ে।

এভাবে যাদের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত রহ. ফতোয়া প্রদান করেছিলেন, তার কোনটিই যুক্তিহীন কিংবা নিছক ফতোয়াবাজি ছিল না। বরং তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত ফতোয়াবিদ, আর দমন করেছেন অসংখ্য শিরক-কুফরী-বিদআতের ফতোয়াবাজি।

হযরত মুয়াবিয়া বিদ্বেষীদের প্রতি মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত

মিসবাহুল ইসলাম আকিব
তরুণ লেখক ও অনলাইন কর্মী, ঢাকা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মিমাংসিত আকীদা হচ্ছে, "আসসাহাবাতু কুল্লুহুম আদুল" অর্থাৎ "প্রত্যেক সাহাবীই সমালোচনামুক্ত"। (শরহে ফিকহুল আকবর, পৃ.৮৫)। ইমাম আবু হানিফা রা. বলেন:

ولا نذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بخير

"রাসূল (ﷺ) এর সাহাবীদের ব্যাপারে আমরা কেবল উত্তম দিকগুলোই উল্লেখ করি (মন্দ বলা থেকে বিরত থাকি)" (ফিকহুল আকবর- ১৫ নং মতন)।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এই অবস্থানের কারণ, প্রিয়নবী দ. এর সেসব হাদিস, যাতে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে অসুন্দর কিছু বলার ব্যাপারে প্রবল নিষেধাজ্ঞা এসেছে। মূলতঃ 'সাহাবী-সমালোচনা'র পুরো বিষয়টিই "প্রটেক্টেড বাই ল"। হাদিসে নববীর চূড়ান্ত আইন দ্বারা তাঁদের সম্মান সুরক্ষিত। প্রিয়নবী (ﷺ) বলেন, 'আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার বিদায়ের পর তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানাইও না' (তিরমিজী ও মুসনাদে আহমদ)। অন্যত্র বলেছেন, 'আমার সাহাবীদের গালমন্দ করো না' (বুখারি ও মুসলিম)।

হাদিসে নববীর এই কঠোর বারণের কারণেই 'সাহাবী-সমালোচনা' আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের চোখে চূড়ান্ত পর্যায়ের গর্হিত কাজ। সম্প্রতি এধরনের পচা আকীদা আমদানির পেছনে ইরানী অর্থায়নের ভূমিকা বেশ উল্লেখযোগ্য। শিয়াবাদের পচা আকীদাগুলোর বিরুদ্ধে শক্তহাতে যাঁরা কলম ধরেছিলেন, মসীর তরবারি দিয়ে বদ আকীদাগুলোকে কুচিকুচি করে কেটে ফেলেছেন, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত রহ. ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একাধারে চার চারটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন মুয়াবিয়া রা. এর ফজিলত ও সমালোচকদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে গিয়ে। তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। 'হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বি. কে মন্দ বলা হচ্ছে শিয়াবাদ'। (ফতোয়ায়ে রিজভীয়া- খণ্ড: ২৪, পৃ. ৪৯৯)।

এরপর সুরা হাদীদের ১০ম আয়াত থেকে প্রমাণ করেন, 'মক্কা বিজয়ের পূর্ব ও পরবর্তী সকল সাহাবীই জান্নাতী। তাদের মধ্যে আমীরে মুয়াবিয়া রহ. এর নাম দ্বিতীয় স্তরে'। সাহাবী সমালোচকদের উদ্দেশ্যে আ'লা হযরত রহ. বলেন, 'প্রত্যেক সাহাবীয়ে রাসুলের এই শান স্বয়ং আল্লাহপাক বলেছেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন সাহাবীর সমালোচনা করল, সে যেন আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটালো। আর তাঁদের (সমালোচনায়) ঐ সকল বর্ণনা, যার অধিকাংশই কিনা মিথ্যা- সেগুলোকে আল্লাহর ঘোষণার বিপরীতে পেশ করা কোন

মুসলমানের কাজ নয়'। (ফতোয়ায়ে রিজভীয়া- খণ্ড: ২৯, পৃ. ২৫৭)। এভাবে সাহাবী সমালোচকদের জবাব দিতে গিয়ে একই পৃষ্ঠায় 'শরহুশ শেফা' গ্রন্থকারের উক্তি তুলে ধরেন, যা মুয়াবিয়া বিদ্বেষীদের জন্য কাঁটাগায়ে নুনেরছিটে পড়ার মত। ইমাম খুফফাজী রহ. বলেন,

من يكون يطعن في معاوية فذالك كلب من كلاب الهاوية

"যে ব্যক্তি মুয়াবিয়া রা. এর সমালোচনা করে, সে যেন জাহান্নামের কুকুরসমূহের একটি কুকুর"। (নসীমুর রিয়াজ- খণ্ড ৩, পৃ. ৪৩০)।

এছাড়া হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বি. এর উপর আরোপিত অভিযোগসমূহের খণ্ডন করেছেন আ'লা হযরত রহ.। একজন সাহাবীর সমালোচনা হোক- তা তিনি একেবারেই সহ্য করেন নি। কেননা তিনি ছিলেন সত্যের প্রতীক। প্রত্যেক সাহাবীই সমালোচনামুক্ত; সত্য প্রকাশের নামে হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বি. কিংবা যেকোনো সাহাবীর সমালোচনা স্পষ্টতঃ হারাম, এটাই আ'লা হযরতের মসলক।

মুয়াবিয়া রা. এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের অভিযোগের খণ্ডন আলা হযরত রা. লিখিত কিতাব:

১. আল বুশরা আল আ'যিলা মিন তুহফি আযিলীহি, ১৩০০ হি.।
২. জাব্বুল আহওয়া ইল ওয়াহিয়া ফি বাবি আমীরি মুয়াবিয়া, ১৩১২ হি.।
৩. আরশুল ইজাজ ওয়াল ইকরাম লি আউয়ালি মুলুকীল ইসলাম, ১৩১২ হি.।
৪. আল আহাদীসুর রিওয়ায়াহ লিমাদহীল আমীরিল মুয়াবিয়া, ১৩১৩ হি.।

বাতিলদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ : কুরআনিক দৃঢ়তায় আ'লা হযরত

মুহাম্মদ আবু সাইদ (নয়ন)
তরুণ লেখক ও অনলাইন কর্মী, ঢাকা।

আ'লা হযরত কট্টর কিংবা কঠোর ছিলেন না; ছিলেন দৃঢ়। শুধু দৃঢ়ই ছিলেন না; ছিলেন তার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তিও। কট্টর, কঠোর জাতীয় শব্দগুলো আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'দৃঢ়তা'র প্রায় সমপর্যায়ের হলেও প্রচলনে এমন নেতিবাচক কিংবা বাঁকা অর্থে ব্যবহার করা হয়, যা একজন মুজাদ্দিদের শানে সম্পূর্ণ বেমানান। আক্বীদার বিশুদ্ধতায় আ'লা হযরতের দৃঢ় অবস্থানের মূলভিত্তি ছিল হুব্বে মোস্তফা দ. এক্ষেত্রে ঘোর বিরোধী থানভী সাহেবের সরল স্বীকারোক্তি আ'লা হযরতের ভিত্তিমূলের জোর সাক্ষ্য বহন করছে। কুরআন এবং হাদিসের আলোকে আপন দৃঢ়তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন বহুভাবে, বহুক্ষণে, বহুস্থানে।

বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে আ'লা হযরত যে সকল বিষয়ে দৃঢ়তার হিমালয় জয় করেছেন, অবলীলায় তন্মধ্যে অন্যতম 'নবীদ্রোহীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ'। নবীদ্রোহী বাতিলদের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ব্যাপারে আ'লা হযরতের যথোচিত ফতোয়া, "যদি তারা তওবা না করে, তবে তাদের সাথে মেলামেশা নাজায়েয। তাদের সাথে বন্ধুত্ব, উঠাবসা হারাম। বিবাহ তো স্থায়ী বিষয়, এ তো হতেই পারে না" (আহকামে শরীয়ত, কৃতঃ আ'লা হযরত : ২৩৩পৃষ্টা)

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এ প্রখর ফতোয়া প্রদানে আ'লা হযরতের ভিত্তিমূল সম্পূর্ণ কুরআনিক। 'তামহিদে ঈমান' নামক রিসালার প্রারম্ভে কুরআনিক দৃঢ়তার সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করে আ'লা হযরত আপন ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার অকাট্য ভিত্তির ঝলক দেখালেন আরেকবার। সূরা তাওবার ২৪নং আয়াত দ্বারা প্রমাণ করলেন, নবীদ্রোহী যেই হোক, সে পিতা-মাতা কিংবা সন্তান হোক, তার সাথে ঈমানদারের সম্পর্ক রাখা নাজায়েয। শুধু প্রমাণই করলেন না; বরং যারা তাদের সাথে সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করে নবীপ্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোন, তাঁদের জন্য সূরা মুজাদালাহ্'র ২২নং আয়াত থেকে গবেষণা করে আ'লা হজরত সাতটি অনন্য নেয়ামতের চিত্র তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে আ'লা হযরতের মাঝে একজন নির্ভীক মুফতির ভূমিকায় দেখছি না শুধু; উপভোগ করছি একজন মুফাস্সিরের চমৎকার নিপুনতাও। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এ আয়াত থেকেই আ'লা হযরত স্বীয় জন্ম সাল উদ্ভাবন করেছেন। সত্যিই বিস্ময়ের ফোয়ারা যেন!

উত্তীর্ণ ঈমানদারের জন্য সূরা মুজাদালাহ্'র ২২নং আয়াতে বর্ণিত সাতটি নেয়ামতঃ ১. আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করেন। ২. সাহায্য করেন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম দ্বারা। ৩. চিরস্থায়ী জান্নাত। ৪. আল্লাহর দলের সদস্য। ৫. খোদা তা'য়ালা তাঁর প্রতি দয়াবান হন। ৬. সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। ৭. সফলকাম হবেন। বিপরীতে যারা লোভ-লালসা কিংবা শয়তানের কুপ্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে বাতিলদের সাথে সম্পর্ক চলমান রাখে, তাদের জন্য রয়েছে সমান সাতটি ভয়াল শাস্তি। আ'লা হযরত কুরআন শরীফের সূরা তাওবার ২৩ ও ৬১, মুমতাহিনার ১ ও ৩, মায়েদার ৫১ এবং আহযাবের ৫৭; এ ছয় আয়াত অনুসন্ধান করে তাদের সম্মুখে 'সপ্তশাস্তি' পেশ করেছেন। ১. সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। ২. চিরস্থায়ী গুমরাহ। ৩. কাফির। ৪. লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। ৫. পরকালে লাঞ্ছনার শুভ (!) সংবাদ। ৬. আল্লাহকে কষ্ট দানকারী। ৭. তার প্রতি দোজাহানে খোদার লানত।

(তামহিদে ঈমানঃ কৃত ঃ আ'লা হযরত। মুহাম্মদী কুতুবখানা থেকে 'ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ' নামে অনূদিত এবং প্রকাশিত।)

আ'লা হযরত রহ. : হৃদয় জুড়ে যাঁর অবস্থান

মোহাম্মদ মিলাদ শরীফ

অধ্যয়নরত, কামিল (মাস্টার্স), ফরিদগঞ্জ মজিদিয়া কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর।

বছর দশেক আগের কথা। দিবসের কোন এক মুহূর্তে দূর থেকে শিল্পীর সুললিত কণ্ঠে ভেসে আসছে একটি না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 'লাম ইয়া'তি নাজিরুকা ফি নাজারিন, মিছলে তু নাহ শোদ পয়দা জাঁনা'.... তখন ভাবার্থ কিছুই বুঝিনি। কিন্তু না'তের প্রতিটি শব্দ হৃদয়মূলে আঘাত করছিল, শিল্পীর প্রতিটি তাল-লয়-টান অন্তঃস্তলে সাত সাগরের ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ছিল। অর্থ বা ভাব কিছুই না বুঝলেও এক অপার্থিব দ্যোতনায় ডুবে গিয়েছিলাম। মনে খচখচ করছিল। এমন হৃদয়হরা না'তিয়া কে লিখেছেন এই প্রশ্নে! ২০০৯ সনে ঢাকাস্থ জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদরাসায় ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি। ভর্তির কিছুদিন পর মাদরাসায় এক অনুষ্ঠানে আমার প্রাণপ্রিয় ওস্তাদজি মুফতি বখতিয়ার উদ্দীন আল কাদেরী হাফিজাহুল্লাহ'র সুমধুর কণ্ঠে আবারও না'তটি শুনি। সাথে এ-ও জানতে পারলাম, এ অসাধারণ না'তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রচয়িতা আর কেউ নন আ'লা হযরত আজিমুল বরকত ইমাম শাহ আহমদ রেযা খান ফাজেলে বেরলভী রহ.। প্রথম শ্রবণে না'তটি অন্তরে বিঁধেছিল। না'তের রচয়িতার নামও অন্তর গভীরে জায়গা করে নিল। 'জ্ঞানের বিশ্বকোষ' আ'লা হযরত রহ. যে কয়টি গুনে পৃথিবীব্যাপী সুপরিচিত তার মধ্যে অসংখ্য-অনন্য না'ত রচয়িতা'র বিষয়টি প্রথম কাতারে থাকবে। সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় রাজদর্পে বিচরণকারী এক অবিশ্বাস্য কিংবদন্তীর নাম আ'লা হযরত রহ.। কলম সম্রাট, চলন্ত বিশ্বকোষ, যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী মনীষী, অতুলনীয় নবীপ্রেমিক, যুগের নকীব, মুজাদ্দিদে মিল্লাত ইত্যাদি যত অভিধায় এই ব্যক্তিত্বকে অভিহিত করা হোক না কেন, সামগ্রিক বিবেচনায় তাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাঁর অনবদ্য কীর্তি ফতোয়ায়ে রেজভীয়াহ ইলমেদ্বীনের মহামূল্যবান সম্পদ। তিনি ছিলেন না'ত সম্রাট। 'হাদায়িকে বখশিশ' আশেকদের জন্য অমূল্য হাদিয়া স্বরূপ। রাসূল (ﷺ) এর শানে রচিত অসংখ্য কালজয়ী না'তই আ'লা হযরত রহ. এর মকবুলিয়্যাতের জন্য যথেষ্ট। না'ত শিল্পকে তিনি এক ভিন্ন মাত্রায় অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। দু:খজনক হল জ্ঞানের এত বড় একজন মহীরূহের প্রতি আমরা সুবিচার করতে পারিনি। তাঁকে যেভাবে মূল্যায়ন করা উচিত সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। ইতিহাসে তিনি একজন মজলুম মনীষী। এজন্য আমাদের উচিত নিজেদের উপকারের জন্য হলেও তাঁকে নিয়ে, তাঁর অনন্য খেদমতগুলো নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা। এমন একজন অদ্বিতীয় মনীষীর নামে আলাদা মসনক হতেই পারে। তিনি গোটা পৃথিবীর সম্পদ। তাঁকে উন্মুক্ত করে দেয়া হোক বিশ্ববাসীর সামনে। তিনি এমন এক মহাসমুদ্র যা থেকে আঁজলা ভরে কেয়ামত পর্যন্ত নিলেও শেষ হবে না।

আ'লা হযরতের চোখে "জাতি নূর" এর তাহকীক

মোহাম্মদ নাজমুল হাছান শাহ্
অধ্যয়নরত, কাদেরিয়া তৈয়্যেবিয়া কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

প্রিয় নবী দ. স্রষ্টার জাতি নূর কিনা- এ বিষয়ে পক্ষ-বিপক্ষের বির্তক বিদ্যমান। একপক্ষ 'জাতি নূর' শব্দ ওষ্ঠে নেয়ার আগেই উত্তপ্ত শিরকীয় ফতোয়ার মৃত আগ্নেয়গিরি উজ্জীবিত হয়। আবার, জাতী নূরের বয়ান গিলাতে গিয়ে অপরপক্ষ শরীয়তের প্রান্তসীমা অবাধে পেরিয়ে যায়। বাড়াবাড়ি নিয়েই এই লেখা। মনে করতে পারেন, লেখাটি দু'পক্ষের এন্টিবায়োটিক হিসেবে ফায়দা দেবে! বিষয়টি ক্লিয়ার করার আগে জেনে রাখা জরুরী, জাত শব্দের অর্থ কী? নিজ, ব্যক্তি; যেমন সাহিত্যে বলা হয় জাতি (মূল) মুদ্রা ব্যক্তির অভিমত ও কার্যক্রমের দিকে ইশারা করে।[১] অপর অভিধানে বলা হয়েছে- অধিকারী, সত্তা, অস্তিত্ব, স্বয়ং, নিজ ইত্যাদি।[২]

কোন কিছুর একান্ত বিশেষত্ব বর্ণনায় 'জাতি' শব্দের ব্যবহারে আলা হযরত রহ. বলেন- সার্বজনীন বলা হয়, এটা আমার জাতী এলেম (নিজস্ব জ্ঞান) থেকে বলছি। অর্থাৎ আমার এই বলা কারো থেকে শোনা নয়। আরো বলা হয়, এই মসজিদ আমার জাতী রুপিয়া দিয়া নির্মাণ করেছি। অর্থাৎ চাদা বা অন্য সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করিনি।[৩]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রহ. জাতি নূর বলতে কি বুঝায়- তা বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন। উনার অভিমত নিম্নরূপ : জাতি নূরের ব্যাখ্যায় আলা হযরত রা. বলেন- প্রিয় নবী (ﷺ) এর নূর নিঃসন্দেহে আল্লাহর জাতি নূর হতে সৃষ্টি। অথচ নাউজুবিল্লাহ! এটা কোন মুসলমানের আক্বিদা অনুমান করা যায় না যে, তাঁর নূর বা অন্য কোন বস্তু জাতে এলাহি এর অংশ বা আল্লাহর জাত। এইরূপ আক্বিদা অবশ্যই কুফরী ও এরতেদাদ (ধর্ম হতে বের হয়ে যাওয়া)।[৪]

আমরা কখনো জাতে এলাহীর অংশ বলি না। যারা অংশ ধারণা করে নিরীহ সুন্নি মুসলমানদের উপর ফতোয়ার তীর ঠুকছেন, তাদের উদ্দেশ্য ভাল ঠেকছে না! অতএব, আমাদের নবী দ. জাতী নূর এর মর্ম হলো, আল্লাহ তাঁকে কোন মাধ্যম ব্যতীত একান্তভাবে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি হলেন প্রথম সৃষ্ট নূর এবং তাঁর নূরের মাধ্যমেই সকলকে সৃষ্টি করা হয়েছে বিধায় তিনি হলেন সৃষ্টির মূল।

১। মুজামুল ওয়াসিত, ১ম খন্ড, পৃঃ নং ৩০৭।
২। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান, পৃঃ নং ৪৮৩।
৩। আলা হযরত রা, সালাতুস সফা ফি নুরুল মুস্তফা, পৃঃ নং ৩২।
৪। প্রাগুক্ত।

আ'লা হযরত রহ. : সৃজনে বিস্ময়

মুহাম্মদ জাবেদ হোছাইন
কলামিস্ট ও প্রাবন্ধিক, চট্টগ্রাম।

শীতের রুক্ষ আচরণে প্রকৃতি যখন মৃতপ্রায়, ঠিক তখনি আগমন ঘটে বসন্তের। প্রকৃতি হয়ে ওঠে সজীব-সতেজ। নবরূপে সাজে প্রকৃতি। অনুরূপ ভারতীয় উপমহাদেশে ঈমান বিধ্বংসী বিভিন্ন বাতিল মতবাদ যখন কুফরির পর্যায়ে পৌঁছে যায়; বিশেষ করে ইসলামের লেবাস পরে কিছু কুচক্রী যখন সরলপ্রাণ মুসলমানদের দ্বিধাবিভক্ত করে তাদের অমূল্য সম্পদ ঈমান হরণ করার হীন ষড়যন্ত্রে মেতেছিল; এমনই এক নাজুক পরিস্থিতিতে ইসলামের মহান ত্রাণকর্তার ভূমিকা নিয়ে ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হন ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ, যাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও দালিলিক যুক্তির কাছে অসার প্রমাণিত হয় যত সব ভ্রান্ত মতবাদ; সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সত্য। তিনি হলেন হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ, উপমহাদেশের মুসলমানদের মহান ত্রাণকর্তা, আজিমুল বারাকাত, আকায়ে নি'মাত, ইমামে ইশ্‌ক্ব ও মুহাব্বত, কলম সম্রাট, শায়খুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন, আশ্ শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রহ.।

পিতার কাছ থেকে তিনি মোট একুশ প্রকারের জ্ঞান অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে ইলমে কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিক্‌হ, উসুলে ফিক্‌হ, ইলমে বয়ান, ইলমে মায়ানি, অলংকার, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি মহান অল্লাহ রাব্বুল আলামিন ও রাসূলে করিম দ. এর একান্ত অনুগ্রহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অর্ধ-শতাধিক বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'আমি কোন শিক্ষক থেকে এ সকল বিষয়ে পড়িনি, তা সত্ত্বেও সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে এ সকল বিষয়ে আমার সনদ রয়েছে'। বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ছাড়াও তিনি লগারিদমের (Logarithm) ধারণাকে সুবিন্যস্ত করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, আ'লা হযরত রহ. ৫৪টি বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই, যে বিষয়ে আ'লা হযরত কলম ধরেননি। ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি সমসাময়িক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর সমান বিচরণে পাঠক মাত্রই বিস্ময়াভিভূত হন। ধর্মীয় বিষয়াবলিতে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতিসহ সকল বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সমসাময়িক ভারত ও পশ্চিমা বিজ্ঞানীদেরও হতবাক করে দিয়েছে। তাই জ্ঞানীরা তাঁকে জ্ঞানী নয়, বরং 'জ্ঞান' বলেই মেনে নিয়েছেন।

হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মহান এই সংস্কারক অর্ধ-শতাধিক বিষয়ের ওপর সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪০০। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সমকালীন বিশ্বে তাঁর মতো জ্ঞানের ভাণ্ডার দ্বিতীয় আর কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। কোনো নোবেল বিজয়ীও এত গ্রন্থ রচনার ধারে কাছেও পৌঁছাতে

পারেননি। তাই তৎকালীন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. স্যার জিয়া উদ্দিন ১৯১৪ সালে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, ইমাম আহমদ রেযার নোবেল পাওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। তিনি কোনো বিষয়ে যখনই কলম ধরেছেন, ঐ বিষয়ে এমন তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, যা বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছে। তাঁর রচিত 'ফতোয়ায়ে রেজভীয়্যাহ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটি আ'লা হযরতের সুউচ্চ চিন্তাধারা ও গভীর তাত্ত্বিক জ্ঞানের একখানা প্রামাণ্য দলিল। তাঁর অনূদিত পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদগ্রন্থ 'কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুরআন' বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

কবি হিসেবে যদি তাঁকে বিচার করা হয় তবে তিনি মহাকবির আসনে সমাসীন হওয়ার যোগ্য। নবীপ্রেমের সাগরে ডুব দিয়ে তিনি যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন তার নজির এই বিশ্বে বিরল। হাজার হাজার কবিতা লিখে, শব্দ ও ছন্দে আধুনিকতা এনে তিনি আরব-আজমের কবিদেরও তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। 'হাদায়েকে বখশিশ' নামক কাব্যগ্রন্থটি তাঁর কাব্য প্রতিভার একটি উজ্জ্বল দলিল। একজন অনারব হয়েও তিনি বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় শত শত গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম সাহিত্যভাণ্ডারকে কেবল সমৃদ্ধই করেননি; ভাষায় সাবলীলতা, ছন্দের অলংকার, সুরের ঝংকার, শব্দের গাঁথুনি ও বাক্যের ঠাস বুননে সাহিত্যকে তিনি পুনর্জীবন দান করেছেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর মোতাবেক ১৩৪০ হিজরির ২৫ সফর এই কলম সম্রাটের জীবনাবসান হয়। কিন্তু 'যাওয়া তো নয় যাওয়া'; সত্যপন্থী বিশ্ব মুসলিমের অন্তরে আজও তিনি সমান উপস্থিত। তাঁর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার লেখনী যেমন নবীপ্রেমিকদের মনের খোরাক, তেমনি বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে শাণিত তরবারি।

অদ্বিতীয় সত্ত্বা আ'লা হযরত

মুহাম্মদ সৈয়দুল হক
অধ্যয়নরত, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম।

আ'লা হযরত!
তোমার স্পর্শে জেগে উঠেছিল
হাজারো ঘুমন্ত তারা,
তোমার নিনাদে কেঁপে উঠেছিল
সহস্র বাতিল আখড়া।

তোমার গুণে গুণান্বিত অগুনতি
গুণিরা আজ লড়ছে
ঐ নামের ঝঙ্কারে-বীরের হুঙ্কারে
শত বাতিল ভেঙে পড়ছে।

ঐ ইলম, ঐ হিলম, মারিফাতের ঐ রত্ন
অঙ্গুলি ছেদ করে, শত আঁধার ভেদ করে
বেরিয়েছিলো প্রেমলগ্ন।

তোমার ফতোয়া, তোমার তাকওয়া
লিখে যাওয়া সেই গীত
হৃদয়ে কাঁপন তুলে, ঝড়ের বেগে দোলে
নড়ে উঠে বাতিল-ভিত।

তুমি দেনেছো ইমান খজিনাতুল্য
ঐ যে 'কানজুল ইমান'
তোমার 'রজভী ফতোয়া' নিখুঁত-নির্ভুল
'মক্কি দৌলত' মহা শান!

আ'লা হযরত!
নবী বাগানের ওগো রক্তগোলাব!
মুহাম্মদ-প্রেমের বলিষ্ঠ সয়লাব!
শত বাতিলের একক জবাব!
তুমি বিস্ময়!
তুমি বিস্ময়!
সৃজনে তুমি চির বিস্ময়!

বিশ্ব-বিধাতার চির বিস্ময় তুমি, চির অবিনাশি
হে অতুল্য, তোমার তুল্য সৃজন হবে নাকো কোন ঋষি
আরব-আজম, ভারত-বাংলা আটলান্টিক পেরিয়ে
তোমার জয়গান চির অম্লান, তুমি অদ্বিতীয় আসনে দাঁড়িয়ে।

তোমার দ্বিতীয়-তৃতীয় নেই।
তুমি চির একক মানবসত্ত্বা
তোমায় হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আরব-অনারবের প্রতি পাঠিয়েছেন ঐ বিধাতা।

তুমি প্রশান্ত। তোমার জ্ঞানের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-গভীরতা
মাপার সাধ্য নেই, বুঝার মুরোদ নেই, দেখার চক্ষু নেই-
অক্ষম, অক্ষম, অক্ষম যত জ্ঞাননেতা।

তুমি মহাকাশের অনাবিষ্কৃত তারকা, তুমি অনন্য অন্য জগত!
তোমায় পড়া যায়, গবেষণা করা যায়, জানা যায় না হাকিকত!
তুমি আ'লা হযরত!
তুমি আ'লা হযরত!

অধম কৃষ্ণাঙ্গ, তুমি ধবধবে সাদা,
তোমার ভেতর-বাহির সমানে রাঙা।
তোমার নামের ভাগ কে কারে দেয়,
কে লুটে নেয়,
ওরা বেবুঝ-বেভুল, বকে আবোল-তাবোল।
ওহে রাসুলপ্রেমের ফুল, বটবৃক্ষ-বটমুল
তুমি অতুল, তুমি অতুল, তুমি অতুল।

ফিজিক্সে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ. এর অবদান

মুহাম্মদ হানিফ মান্নান
অধ্যয়নরত, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহ.। যার জ্ঞানের উচ্চতা ছাড়িয়েছে হিমালয়। আর জ্ঞানের গভীরতা আটলান্টিক সমুদ্রের তলদেশ পেরিয়ে গেছে। উল্লেখিত উদাহরণটি আ'লা হযরত সম্পর্কে যারা অনবহিত তাদের কাছে অযৌক্তিক ও অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে।

কিন্তু আ'লা হযরত গবেষক ড. মাসউদ আহমদ কাদেরী ও ড. মজিদুল্লাহ কাদেরীর মত স্কলার কিংবা আ'লা হযরত সম্পর্কে বেসিক ধারণা আছে এমন লোকদের কাছে মোটেও অযৌক্তিক ও অতিরঞ্জিত মনে হওয়ার নয়। বরং খুব স্বাভাবিক মনে হবে।

আ'লা হযরত শব্দতত্ত্বের ওপর ১৩৩৬ হিজরিতে 'আল-বায়ানু শাফিয়া লিফনোগ্রাফিয়া' কিতাবটি রচনা করেন। এই কিতাবে আ'লা হযরত শব্দতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হাজির করেছেন, তা যে কোনো অনুসন্ধানী ব্যক্তির চিন্তার খোরাক জোগাবে। প্রখ্যাত আ'লা হযরত গবেষক ড. মাসউদ আহমদ কাদেরী উক্তগ্রন্থের পরিচিতি দিতে গিয়ে বলেন এখানে আ'লা হযরত নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

১। শব্দ কী? ২। শব্দ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ৩। শব্দ কীভাবে শ্রুত হয়?
৪। শব্দ সৃষ্টি হওয়ার পর তা কি অবশিষ্ট থাকে? নাকি সৃষ্টি হওয়ার পর বিলীন হয়ে যায়?
৫। শব্দ কি কানের বাইরে না ভিতরে সৃষ্টি হয়? ৬। মানুষের মৃত্যুর পর শব্দ কি বিদ্যমান থাকে? নাকি থাকে না? আ'লা হযরত উল্লেখিত পয়েন্টগুলো উক্ত গ্রন্থে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেন।

ইমাম আ'লা হযরত রচিত হানাফি মাযহাবের এনসাইক্লোপেডিয়া স্বরূপ ফাতওয়ায়ে রেজভীয়্যাহ নতুন সংস্করন ৩য় খণ্ডের ২৪০ পৃষ্টায় আলোকরশ্মি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এখানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা ফিজিক্সের আলোকে নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

1. Reflection of Light
2. Total Internal Reflection
3. Theories of Light
4. Laws of Light
5. Geometric Optics
6. Atmospheric Refraction
7. Reversal Rays of Light & Formation image
8. On of Ultra sound formulate

আগ্রহী পাঠকরা এ বিষয়ে আ'লা হযরতের বিস্তারিত গবেষণা সম্পর্কে জানতে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো স্টাডি করতে পারেন।

১। ফাওযে মুবিন দর রদ্দে হরকতে যমীন।
২। নূযুরু আয়াতে ফুরকান বিসুকুনে যমীন ওয়া আসমান।
৩। মুয়িনে মুবিন বহর দওরে শামস সুকুনে যমীন।
৪। ফাতওয়ায়ে রেজভীয়া ১ম খন্ড, ১০ম খন্ড ইত্যাদি।

لماذا الإمام أحمد رضا خان البريلوى؟

أستاذ الدكتور خالد ثابت الأزهري
القاهرة ،مصر

فى يوم الإثنين 19أغسطس سنة 2013م كنت أشاهد أحد أفلام الفيديو عن مسجد فاضل الذى أنشأه الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق بمدينة 6 أكتوبر، ورأيت ما أعجبنى من جمال بنيانه، فرأيته فى المنام -فى تلك الليلة- وكأننى معه فى موضع ما من المدن الجديدة، يرينى مبنى كبيرا من إنشائه أيضا، يغطى مساحة كبيرة من الأرض، يشبه أن يكون لمستشفى من المستشفيات الكبيرة، وكان يستشيرنى فى الاسم الذى يطلقه عليها، فقلت له على الفور: سمِّها: أحمد رضا خان البريلوى.

تعجبت لهذه الرؤيا.. فما علاقة الشيخ على بالإمام أحمد رضا الهندى، والذى انتقل إلى جوار ربه قبل ما يقرب من مائة عام.

ولماذا أحمد رضا خان البريلوى؟!.

وهنا أستأذن القارئ الكريم فى أن أعرف فى عجالة بالإمام أحمد رضا، فحقه علينا عظيم..

هو الرجل الذى قال: "لو قُسم قلبى إلى جزئين لكان أحدهما مكتوبا عليه لا إله إلا الله، والآخر مكتوبا عليه محمد رسول الله"

وكانت حياته كلها تحقيقا لهذا المعنى..

كان حبه لله وللرسول بالغا، مما عصمه من الزلل، وصفّاه من الشوائب، حتى صارت سبيكته صافية نقية!

هو إمام أهل السنة بحق فى القارة الهندية وخارجها.. فى زمنه- إلى أوائل القرن العشرين- وإلى زماننا هذا..

كان أبى رحمه الله يقول: إن الحب يولد فى القلوب طاقة لا تعدلها طاقة أخرى فى الكون ولا تقاربها.

ولعل هذا هو السر وراء الإمام أحمد رضا الذى تعجب عارفوه من سعة عطاءات الله له حتى أن الشاعر والفيلسوف محمد إقبال وصفه بقوله: "إن القارة الهندية من أقصاها إلى أقصاها لم يولد فيها من يشبه أحمد رضا خان فى عبقريته التى لا يجود الزمان على أحد بما يدانيها".

لقد آتاه الله بصيرة نافذة، ورؤية ثاقبة لا تفوتها شاردة ولا واردة، تتبع بها كل بدعة فى الدين مهما كان أمرها يخفى على الناس، فكشف زيفها وفسادها.. ولم يترك بدعة تطل برأسها إلا تصدى لها حتى يقال إن كثيرين من المبطلين امتنعوا عن إظهار بدعهم خوفا منه، مع أن الإنجليز كانوا يشجعون كل صاحب بدعة مُجاهر بها وداعٍ إليها.

كأن الله تعالى أقامه على طريق الأمة علامة يفترق عندها الناس إلى متبع ومبتدع.. لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق! لذلك اجتمع على عداوته وحربه كل أهل البدع، وخاصة الفرق الوهابية فى الهند التى لبَّست على العالم الإسلامى أمرها بما روَّجت لنفسها من ادِّعاءات وأكاذيب.. وبما لها من مدارس وجامعات وعلماء ومؤلفات ومكتبات حتى نجحوا أخيرا فى فتح فرع من جامعة الأزهر عندهم باسم "جامعة الأزهر الهند".[31]

منذ سنوات قابلت أحد المنتسبين للأزهر الشريف من المصريين، أظهر لى من الكراهية للإمام ما أدهشنى جدا، وظللت فى حيرة من أمره لسنوات بعدها حتى وقعت فى يدى بالصدفة بعض كتابات له فرأيت فيها تخليطا ونفاقا وإعجابا بأهل البدع!

قلت إنى تعجبت لهذه الرؤيا..

ثم تذكرت أن ذلك الشيخ "الأزهرى" الذى يمقت الإمام أحمد رضا هو من تلامذة الدكتور على جمعة المقربين..

فهذه الرؤيا إذن لها مناسبة وموضوع..!.

---

(31) بتاريخ30 2017/05 ، اصدر مرصد الازهر الشريف باللغات الاجنبية بيانا قال فيه انه ليس لجامعة الازهر اي فرع خارج مصر، وذلك في رده على افتتاح فرع للجامعة بدولة الهند.

مساهمة الإمام أحمد رضا خان في الفقه الإسلامي

د. محمد جعفر الله
الأستاذ المشارك، القسم العربي، جامعة شيتاغونغ بنغلاديش.

الإمام أحمد رضا خان هو عبقري الفقه الإسلامي فإنه قدم للفقه الإسلامي بحوثه الرائعة وتصانيفه العظيمة الفخيمة وقد الف الإمام ثلاث مائة كتاب في الفقه كلها تدل على عبقريته وسعة اطلاعه و غزارة علمه على الفقه الإسلامي وقد شغف كثير من علماء العالم بعبقريته في الفقه الإسلامي كما قال محافظ كتب الحرم الشيخ إسماعيل خليل المكي بعد قراءة بعض أوراق الفتاوى الرضوية- والله اقول! والحق اقول إنه لو رآها أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى لأقرت عينه ولجعل مؤلفها من جملة الأصحاب. وأجمع العلماء على أنه كان مجدد المائة الرابعة عشر.

ولد الإمام أحمد رضا خان ببلدة "بريلي" سنة1272 الهجري الموافق سنة 1856 الميلادي ونشأ في أسرة دينية و بيت صالحة فورث العلم ومكارم الأخلاق كابرا عن كابر. فجده هو الشيخ رضا علي خان كان من كبار العلماء والصلحاء وقام بالإفتاء و الإرشاد و التدريس و التصنيف وكان من أكابر شيوخ التصوف التف حوله المريدون وقضى حياته في زهد و عبادة وأظهر الله على يديه الكرامات. وأما أبوه فهو الشيخ محمد نقي علي خان كان من مشائخ التصوف ومن علماء الأحناف الكبار.

أتم الإمام دراسته في مختلف العلوم العقلية والنقلية وهو دون الرابعة عشرة من عمره وعلوم أخرى كثيرة حصلت له عن طريق الوهب و في سن العاشرة صنف أول كتاب باللغة العربية وهو شرح هداية النحو" . وقد أجمع عدد كبير من العلماء على كونه عبقريا وتبدو مخايل عبقريته هذه منذ صباه فكان يستحضر كل ما يدرسه أستاذه على الفور فيقع الأستاذ في الحيرة و الاستعجاب. وإنه حفظ القرآن الكريم في غضون شهر واحد. بعد

إكمال الدراسة اشتغل بكتابة الإفتاء وأول ما أفتى عن مسألة الرضاعة ثم عرضه على والده الذي كان مفتي الهند ففرح جدا لصحة الجواب و فوض إليه أمور الإفتاء كلها فاستمر الإمام بالإفتاء إلى خمسين سنة تقريبا.

قد صنف الإمام في الفقه أكثر من المائتين وستين كتابا كلها تدل على عبقريته وغزارة علمه وتكثر معرفته و سعة اطلاعه وأما كتابه الموسوعي في الفقه الإسلامي " العطاية النبوية في الفتاوى الرضوية" فلا مثل له في العصر الراهن. هذا الكتاب يشتمل على ثلاثة وثلاثين جلدا.

قد تمتاز كتب الإمام أحمد رضا الفقهية وفتاواه بمميزات نادرة تشرح الصدور وتسر القلوب وتقر العيون و تفرح أرواح الفقهاء المتقدمين وتدهش الفقهاء الحاضرين و بعض المميزات نذكر في التالية:

1-استخراج المسائل الحديثة من الكتاب والسنة وعبارات الفقهاء:

سئل الإمام عن السكر المصنوع في "روسر" الذي ينقى بالعظام التي لايعلم حلالها من حرامها وطاهرها من نجسها فاستخرج جواب هذه المسألة من الكتاب و السنة وعبارات الفقهاء ممهدا عشرة مقدمات وموزعا صور المسألة وأحكامها بكل صراحة ووضوح وحبر في الختام أن من فهم جيدا المسائل والدلائل التي بينتها في هذه المقدمات العشرة يمكنه العلم بأحكام جميع الجزئيات من هذا النوع. (انظر: الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة، باب الأنجاس 473/4-553.)

2- التنبيه على مسامحات الفقهاء الكبار:

يعرف ذلك بمطالعة جد الممتار على رد المحتار كما يقول العلامة الشامي متكلما عن مسألة أفضلية القرآن وأفضلية سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة و التسليم و المسألة مختلفة والأحوط الوقف (انظر: رد المحتار كتاب الطهارة 595/1) فحرر الإمام أحمد رضا في جد الممتار –لاحاجة إلى الوقف و المسألة واضحة الحكم عندي بتوفيق الله تعالى فإن القرآن إن

أريد به المصحف أعنى "القرطاس و المداد" فلاشك أنه حادث وكل حادث مخلوق وكل مخلوق فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل منه وإن أريد به كلام الله تعالى الذي هو صفته فلاشك أن صفاته أفضل من جميع المخلوقات.

3-الانتصار للمذهب الحنفي في أسلوب جيد :

قد انتصر الإمام أحمد رضا للمذهب الحنفي انتصارا كبيرا بأسلوب جيد ويظهر ذلك في فتاواه وكتبه ورسالته منها " النهي الحاجز عن تكرار صلاة الجنازة" فإنه قدم فيها اربعين نصا على عدم جواز تكرار صلاة الجنازة ثم أجاب عن شبهات المجوزين ومهد اصولا ومبادئ تستخرج منها أجوبة ما سواها إن حدثت بعد ذلك أتى بأحاديث صريحة وأصول قوية تدل على عدم جواز تكرار صلاة الجنازة. (انظر : الفتاوى الرضوية، كتاب الجنائز 269/9).

4-التعريف بماهيات الأشياء وحقائقها:

قد أكثر التعريف بماهيات الأشياء وحقائقها في فتاواه وكتبه ورسائله لبتضح الأحكام الشرعية اتضاحا تاما مثال ذلك أنه قد كتب ثلاثة أسباب في المتون المعتبرة لصيرورة الماء المطهر غير لائق للوضوء 1. زوال طبع الماء 2. غلبة الغير 3. والطبخ بالغير فعرف الإمام البريلوي كل سبب وفتش وقدم بحوثا لم يسبق إليها أحد

5.الإكثار من صور الجزئيات إلى حد لم يبلغها فقيه:

قد كثر الإمام صور الجزئيات تكثيرا لم ير مثله في كتب الفقهاء من الجدد، القدماء مثال ذلك تقديمه ثلاث مائة وخمسين قسما من الماء وتفصيله أن التوضي جائز بمائة وستين ماء ولايجوز التوضي بمائة وخمسة وعشرين ماء ويوجد الأختلاف في الاثنين والعشرين ماء وأضاف

خمسة وأربعين ماء يوجد الاختلاف فيها أيضا (انظر: الفتاوى الرضوية، كتاب الطهارة باب المياه، 452/2)

هذا الإمام كان منعدم النظير في زمنه حتى أعداءه أقروا له بذلك وقال عنه أبو الأعلى المودودي -وإنني احترم الإمام أحمد رضا خان من أعماق قلبي لأنه كان عالما دينيا كبيرا ذا نظر عميق في العلوم الدينية وقد اعترف الشيخ عبد الحي اللكهنوي في نزهة الخواطر- إنه كان عالما رزق التبحر في شتى العلوم و الفنون واسع الاطلاع إلى الغاية قلمه سيال و فكره عميق في التأليف... أما علمه بالفقه الحنفي فلا نعرف له ندا يشبهه أو يقاربه في إحاطته به.والإمام صنف أكثر من الف كتاب على عدة علوم و فنون و نستطيع أن نوجز جميع خدماته في ثلاثة أهداف الأول: حماية جانب سيد المرسلين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم من إطالة لسان كل خائنمَهين بكلام مُهين. و الثاني: تسديد خرافات المبتدعين باسم الدين والثالث: تركيز الإفتاء بقدر الطاقة على المذهب الحنفي المبين. توفى هذا الإمام إمام المتكلمين وقامع المبتدعين وحجة الله على العالمين في يوم الجمعة قبل الأذان 25صفر المظفر سنة 1340هـ والإمام المرتحل استخرج سنة وفاته قبل ارتحاله خمسة شهور في رمضان سنة 1339هـ من هذه الآية -وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ-سورة الدهر:15 كما أخرج سنة ولادته من هذه الآية- أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ-سورة المجادلة: 22.

الشيخ أحمد رضا خان وكتابه "الدولة المكية بالمادة الغيبية"

الدكتور محمد سيف الإسلام الأزهري الحنفي[32]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فإن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى كما قال الشاعر أبو نواس:

وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنكَرٍ... أنْ يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدِ[3433].

وكان شديداً بالرد على الفرق لأفكارهم الفاسدة، وخاصة على النصارى، والهنادك، والرافضة، والقاديانية، والوهابية، والديوبندية، والندوية، والنياشرة وغيرها، وكلما ظهرت بدعة رد عليها بالقوة مستدلاً بالكتاب والسنة وبالإجماع والقياس،وكان رحمه الله تعالى سيفاً مسلولاً على أعداء الله تعالى وعلى أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا كان شديد الإنكار على كل حرام ومنكر وسوء يظهر في المجتمع ، وخير الشواهد على ذلك تصانيفه وتأليفاته. ولكن الحاسدين اتهموه باتهامات باطلة،والحق أن الإمام أحمد رضا خان لم يعد عما مضى عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة الدين قدر شبر، ولم يخرج عن الدين الحنيف والمذهب الحنفي قدر شعيرة، لكن الحاقدين يلوذون بالإفك والاختلاق، ومصنفاته أكبر شاهد على كذب دعاياتهم، ومن راجعها وقف على نزاهته عن جميع الافتراءات، وقد أثنى عليه علماء عصره من الحرمين الشريفين، وأخذوا منه أسانيد الأحاديث كما هو مسطور في مظانه. ومن اتهاماتهم في عقائده: "إنه يسوّي الرسول بالرب الجليل": لأنه كان يعتقد أن النبي يعلم الغيب بتعليم الله إياه. واستدل لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث ومن أقوال العلماء في علم غيبه صلى الله عليه وسلم.وكان الإمام يرى أنّ الله تبارك وتعالى أكرم نبينا صلى الله عليه وسلم بالكثير من العلوم، وقد قسم العلوم إلى قسمين بحسب المصدر فالعلم إمّا ذاتيّ أو عطائي حيث قال: "إن للعلم قسمة بحسب المصدر، وقسمة بحسب المتعلق

[32] خويدم العلم الشريف في مدرسة دار العلوم الأحسنية الكامل، داكا.

[33] أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّيد البَطَلْيَوسي، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق: الأستاذ مصطفى السقا وغيره، (القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، د.ط، 1996م)، ج1، ص128.

[34] المصدر السابق، ص20-21.

العالم الجليل والفقيه النبيل الامام أحمد رضا خان -عليه الرحمة-

السيد محمد معين الدين هلال-عفي عنه-
المحاضر العربي للجامعة القادرية الطيبية العالية، داكا.

الحمد لله الذي شرف العالمين والعالمين بالامام الجليل والشيخ العظيم بأحمد رضا خان المشهور في الآفاق بأعلى حضرت- نوّرالله قلوبنا بنوره - وأفاض علينا من علومه ظاهرة وباطنة .والصلاة والسلام على النّبي الذي أعطاه من خزائن علومه علوما وحكما ما ظهر منه وما بطن - رحمة الله عليه ورضوانه- والسلام منا كثيرا كثيرا على الامام الكبير صاحب العلوم والفنون منقولا ومعقولا وفقها وحكمة المعروف في أطراف العالم سيدنا ومولانا الامام احمد رضا خان رحمة الله عليه.

أما بعد فيا ايها القا رئون إني أريد أن اكتب شيئا عن هذا الامام الكبير لكن القلم قاصر.والعلم قليل عن ادراكه ومعرفته وعن الكتابة في شأنه لأن الله تعالى أرسله مجددا لدين الإسلام دين محمد صلى الله عليه و سلم الذي أحياه بدماء اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الجزاء.وإنه تبحّر في العلوم والفنون. وما من شيئ من الفنون الا حصله وتبحروتعمّق فيه وذلك زاد على خمسين فنا. ووضّح مسائل عقائد اهل السنة والجماعة بضوء الكتاب والسنّة النبوية.

إنّه صنّف في حياته نحوا من الف وخمسمأة كتبا- ينطبق كل كتاب على ست ساعات وأنه بذل حياته فى العمل على اتباع سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- بمحبتّه صلى الله عليه وسلم ولا يترك شيئا من عمل يتعلق بمحبته الا اقبل على العمل به ولذا قال العلماء من بعده ان الامام احمد رضا خان كان غريقا فى بحر العشق والمحبة للنبيى صلى الله عليه وسلم ويشهده على ذلك كتابه فى الشعر المسمى "بحدائق بخشش"
كما جاء في شعره :

جان ودل ہوش وخرد سب تو مدینے پہنچے
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا-

وهو امام بلا نظير ولا مثال الذي اكتشف تاريخ الولادة والوفاة في القرآن الكريم تحت الآية :" أولئك كتب في قلوبهم الإيمان"- (سورة المجادلة- الآية-22)

والله ورسوله اعلم بالصواب عز وجل. صلى الله عليه وسلم-

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

4- وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ [سورة التكوير: 24]

5- تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ [سورة هود: 49]

6- الرَّحْمَنُ 1 عَلَّمَ الْقُرْآنَ 2 خَلَقَ الْإِنسَانَ 3 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ [سورة الرحمن: 1-4]

الأحاديث النبوية:

1- ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الصبح ثم خرج وصلى وقال: «إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء وعرفت»[37].

2- وعن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول: قام فينا النبي مقاما، فأخبرنا عن بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه[38]. وذكر كثيرا من الأحاديث الدالة على الباب. ثم ذكر أقوال الأئمة في المسئلة.

منشأ الاختلاف:

إنما وقع الاختلاف في هذه المسألة لأمثال هذه الكلمات:

[37] محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، السنن، تحقيق: أحمد محمد شاكر وغيره، (مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1395هـ/1975م)، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة ص، ج5، ص366، رقم3235. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: "هذا حديث حسن صحيح". انظر: المصدر السابق.

[38] محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، (بيروت: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ)، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾ [الروم: 27]، ج4، ص106، رقم3192.

بفتح اللام، وتتشعب منها قسمة أخرى بحسب وجه التعلق. إما الأولى فهي أن العلم إما ذاتي إن كان مصدره ذات العلم لا مدخل فيه لغيره عطاء ولا تسببا. وإما عطائي إذا كان بعطاء غيره. فالأول: مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن لغيره ومن أثبت شيئاً منه ولو أدنى من أدنى من أدنى ذرة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك وهلك. والثاني: مختص بعباده عز وجل، لا بإمكان له فيه، ومن أثبت شيئاً منه لله تعالى فقد كفر وأتى بما هو أخنع وأشنع من الشرك الأكبر؛ لأن المشرك من يسوي بالله غيره، وهذا جعل غيره أعلى منه حيث أفاض عليه علمه وخيره"[35]. ثم قال ردا على القائل بمساواة علم النبي بعلم الله: "زهر وبهر مما تقرر أن شبهة مساواة علوم المخلوقين طرا أجمعين، بعلم ربنا إله العالمين، ما كانت لتخطر ببال المسلمين. أما ترى العميان أن علم الله ذاتي، وعلم الخلق عطائي؟! علم الله واجب لذاته وعلم الخلق ممكن له، علم الله أزلي سرمدي قديم حقيقي وعلم الخلق حادث، لأن الخلق كله حادث، والصفة لا تتقدم الموصوف، علم الله غير مخلوق وعلم الخلق مخلوق، علم الله غير مقدور وعلم الخلق مقدور ومقهور، علم الله واجب البقاء وعلم الخلق جائز الفناء، علم الله ممتنع التغير وعلم الخلق ممكن التبدل؟!"[36]. هذا هو موقف الإمام أحمد رضا خان من العلوم الكثيرة التي أكرم الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت موقفه بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الأئمة الأعلام.

آيات القرآن الكريم:

استدل الإمام لعلم النبي للغيب بالآيات الكريمة الدالة على أن الله تعالى منح نبيه صلى الله عليه وسلم عن المغيبات كثيرة نكتفي بذكر بعض منها:

1- وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ [آل عمران: 179]

2- عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ [سورة الجن: 26]

3- وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا [سورة النساء: 113]

[36] أحمد رضا خان، الدولة المكية بالمادة الغيبية، ص33.

Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

مكانة الإمام أحمد رضا خان البريلوي رضى الله تعالى عنه على ضوء كتاب "إنصاف الإمام"[42]

قاضي أبو صالح محمد صدر الدين
خطيب: جامع دائرة شريف، عظيم بور - دكا.

الحمد لله رب العالمين، الذي شرف أهل العلم وأمده بالفهم و حَبَاهُ بالتكريم، ورفع منزلتهم على سائر الخلق،فقال تعالي (:يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ)[43]. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، أعز العلم وأهله وذمَّ الجهل وحزبه ورفع الدرجاتِ في النعيم المقيم لطلاب العلم والعاملين به .

واشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له .

اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

معرفة الإمام أحمد رضا خان البريلوى:

هو الإمام الربانى الذى حمل هم الإسلام على عاتقه، و وقف حياته كلها قائما و ساهرا على ثغر من ثغوره بالقارة الهندية الكبيرة منافحا عن سلامة الدين و منهج السنة النبوية الشريفة.

ولد ببلدة "بريلى" و اصبح ينسب إليها "البريلوى" و هى مدينة مشهورة بالهند تبعد عن "دلهى" العاصمة بمائة و خمسة و ثلاثين ميلا. وكان مولده سنه 1272هـ الموافق 1856م ، و نشأ فى أسرة دينية، و بيئة صالحة، فورث العلم و مكارم الأخلاق كابرا عن كابر. وجده هو الشيخ رضا على خان، كان من كبار العلماء و

[42] - المؤلف: دكتور محمد خالد ثابت، (القاهرة:دار المقطم للنشر والتوزيع، ط1، 2009م).
[43] - المجادلة:11

1- قال الشيخ إسماعيل الدهلوي: "من قال: أن نبينا أو إماماً أو مقتدى كان يعلم أمراً من الغيب وكان لا يتكلم به أدباً مع الشريعة فهو كذاب بل لا يعلم الغيب إلا الله"[39].

2- قال خليل أحمدالأنبيتوي: "هذه السعة (أي العلم المحيط بالأرض) ثابتة للشيطان وملك الموت بالنص وأي نص قطعي دال على سعة علم فخر العالم صلى الله عليه وسلم حتى يثبت به شركا ويخالف به جميع النصوص"[40]. فقد أفاد أن الشيطان أزيد علماً من النبي صلى الله عليه وسلم.

3- قال محمد أشرف علي التهانوي في رسالته: "إن صحّ الحكم على ذات النبي صلى الله عليه وسلم بعلم المغيبات كما يقول به زيد فالمسئول عنه أنه ماذا أراد بهذا؟ أبعض الغيوب أو كلها ؟ فإن أراد البعض فأي خصوصية لحضرة الرسالة؟ فإن مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد وعمرو بل لكل صبي ومجنون بل لجميع الحيوانات"[41].

هذه الأقاويل وأمثالها تسببت للافتراق في شبه القارة الهندية الباكستانية وقام علماء أهل السنة والجماعة بردها قضاء لأمر واجب عليهم من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإمام أحمد رضا القادري القندهاري ثم البريلوي، فإنه صنف عدة كتب حفاظاً على عظمة شأن الله تعالى ورفعة شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد على المنتقصين رداً بليغاً ولهذا يبغضونه، ويفترون عليه أموراً منها بريء. ويجدر بالقارئ الكريم المنصف بعد ملاحظة النصوص المذكورة في كتابه "الدولة المكية بالمادة الغيبية" من الآيات والأحاديث وأقوال الأئمة من أهل السنة والديوبندية وغير المقلدين نيقضي أن الإمام أحمد رضا خان البريلوي ليس بمتفرد في مسألة علم الغيب بل هو متمسك بالكتاب والسنة، والأئمة الأعلام من الصوفية والفقهاء والمحدثين والمفسرين. والله تعالى ورسوله أعلم.

[39] محمد إسماعيل الدهلوي،تقوية الإيمان (أردو)، (ط دهلي)، ص31.
[40] خليل أحمد الأنبيتوي،براهين قاطعة (أردو)، (ديوبند: كتب خانة امدادية)، ص55.
[41] محمد أشرف علي التهانوي،حفظ الإيمان (أردو)،(ديوبند:كتب خانة إعزازية)، ص8.

الصلحاء، و قام بالإفتاء و الإرشاد و التدريس و التصنيف، و كان من أكابر شيوخ التصوف، وأظهر الله على يديه الكرمات.

قال صاحب "إنصاف الإمام": بدأت معرفتى بالإمام أحمد رضا خان البريلوى على يد الشيخ عبد النصير أحمد ناتور من ولاية "ملبيار" بجنوب الهند ، و هو كان طالبا للدراسات العليا بالأزهر الشريف. فلما ذكر لى الشيخ عبد النصير أن "البريلوية" هم أهل السنة فى الهند دُهشتُ، لأنى سمعت عنهم عكس، و لكنه أمدنى ببعض مؤلفات الإمام و بعض ما كتب عنه، فكان أول ما لفت نظرى محبته الشديدة للنبى صلى الله عليه و سلمو مدحه له بقصائد و دواوين.

و قال و قد تعلمت بالمشاهدة أن محبة النبى صلى الله عليه و سلم درجة عليا لا يهبها الله لمبتدع و لا منافق و لا مستريب. هى الدرجة التى إذا ترقى إليها إنسان وثقت فى دينه و أخذت عنه و أنت مطمئن كل الإطمنان، لان المعصوم صلى الله عليه و سلم قال: "المرء مع من أحب". و لا تجد مبتدعا قط إلا و محبة النبى صلى الله عليه و سلم ناقصة.

وكان أحمد رضا خان -كما يقول المؤلف- من أكبر علماء القارة الهندية الذين وقفوا بحزم في وجه أهل البدع والفرق المحدثة في الدين فتعرض لهجوم شديد وحاول أعداؤه تشويه صورته وافتراء الكذب عليه وعلى من ينسبون إليه .

سبب تأليف الكتاب"إنصاف الإمام":

يقول أستاذ- دكتور محمد خالد ثابت -عن سبب تأليفه لهذا الكتاب- إنه وجد بين العلماء العرب ممن هم من أهل السنة الأشاعرة ومن الصوفية أيضاً من تأثروا بهذه الدعاية، وأصبحوا يهاجمون الإمام ومدرسته، ويحذرون تلامذتهم منه، فكتبت هذا الكتاب ليكون تعريفا لكافة الناس بهذا الإمام الذي وصفه في مقدمته بقوله : "إمام أهل السنة في قرننا العشرين، وإمام المحبين لحبيب رب العالمين، وإمام المادحين، وإمام المفتين المتقين، وإمام العلماء العاملين، وإمام المجاهدين، وقل ما شئت في وصف علومه وأخلاقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ."

و قال لما قرأت عن الشيخ الإمام وقعت محبته فى قلبى و من محبتى له أحببت أن أكتب عنه ، و وفقنى الله لهذا .

وقول الشاعر محمد إقبال: "إن شبه القارة الهندية من أقصاها إلى أقصاها لم يولد فيها من يشبه أحمد رضا خانفي عبقريته التي لا يجود الزمان على أحد بما يدانيها... (إنه) الفقيه الحق بالمعنى الأصح الأدق، الذي تضلع في شتى علوم الدين على نحو لا نصادفه عند غيره ."

أهداف الإمام من تصنيفاته:

صنف الإمام كثير من المصنفات تقربا الى الله، و طابا لمرضاته، و قد حدد لحياته العامرة، و علومه الفائقة، 44، وذكر المصنف لإنصاف الإمام ثلاثة أهداف من تصنيفات إمام أحمد رضا خان بريلوى . ذكر هذه الأهداف الثلاثة فى " الإجازات المتينة لعلماء مكةو المدينة"، فقال: أما فنونى التى أنا بها و لها، ورزقت حبها فثلاثة:

1- أول الكل ،و أولى الكل ، و أعلى الكل، و أغلى الكل: حماية جانب سيد المرسلين – صلوات الله و سلامه عليهو عليهم أجمعين- من إطالة لسان كل وهابى مهين، بكلام مهين، و هذا حسبى إن تقبل ربى ، و هذا ظنى بربى و قد قال: أنا عند ظن عبدى بى".
2- ثم نكاية بقية المبتدعين ممن يدعى الدين، و ما هوا الا من المفسدين .
3- ثم الإفتاء بقدر الطاقة على المذهب الحنفى المتين المبين.

الهدف الأول: الدفاع عن النبى صلى الله عليه وسلم :

في هذا الفصل تمهيد من المؤلف تحت عنوان: "كيف بدأت فتنة التطاول على مقام النبى الأعظم ؟ ثم يتعرض للمدارس الوهابية في الهند وشيوخها الذين سقطوا في التطاول على مقام النبوة وكيف تصدى لهم الإمام، ومؤلفاته في ذلك. وتعرض أيضا لأشعاره وقصائده التي أنشأها في مدح النبى وبيان علو قدره . وبين أن الإمام تميز

44 - إنصاف الإمام، ص 22.

بمحبته الكبيرة للنبى حتى اشتهر بين الناس بمحب النبى، ونقل عنه أنه عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة أوصى ورثته ومحبيه بقوله : "ابتعدوا عن كل من تجدون منه أدنى إهانة لحضرة الرسول ومقامه، أو أدنى استخفاف بشريعة الله ونظامه, مهما يكن ذلك الرجل معظماً, حتى ولو كان شيخاً مكرما. انزعوه من قلوبكم مثل نزع الذباب من الحليب ."

الهدف الثانى: دفع سائر البدع

يبين هذا الفصل جهود الإمام في مقاومة البدع التي انتشرت في زمنه في القارة الهندية" :القاديانية "و"الشيعة" و"ندوة العلماء "و"جماعة التبليغ "ومدرسة "ديوبند "و"الطبيعيين" وبين تاريخ نشأة كل منها, وبين أيضا موقف الإمام من "جهلة المتصوفة" وجهاده في إصلاح التصوف, وموقفه من بعض القضايا السياسية الملحة في زمنه .

الهدف الثالث: الإفتاء على مذهب الإمام أبى حنيفة:

في هذا الفصل يتكلم الكاتب عن جهاد الإمام أحمد رضا خان في مجال الحفاظ على الفقه الحنفي في الهند, ونقل عن مولانا محمد زكريا البشاورى -من كبار العلماء- قوله: "لولا أحمد رضا خان لقضى في الهند على الفقه الحنفي ." وعلق على هذه العبارة بقوله: هذه الكلمة تصور مدى عنفوان الفتنة الوهابية التي ثارت عواصفها في الهند حتى كادت تودى بالمذهب الحنفي الذي يلاحظ زائر الهند وباكستان - اليوم- أن له هناك رسوخ جبال الهيمالايا .

ثم تطرق للحديث عن أهل الحديث محاربي المذاهب الفقهية ومنكرى التقليد -على حد قوله-. فتكلم عن نشأتهم وأهم مشايخهم ومحاربتهم الشديدة لمقلدى مذاهب أهل السنة الأربعة، ثم جهود الإمام للتصدى لهذه الفتنة، وكيف أصبح بجدارة مفتى الأمة حتى شهد له بذلك أعداؤه أيضا، وقد ساعده على ذلك علومه الكثيرة التي تفرد بها على أهل زمانه حتى قيل إنه كان يتقن ستين علماً وصنف فيها المصنفات. وهكذا أعربت علماء العرب عن مكانة الإمام أحمد رضا خان رضى الله تعالى عنه.

اللهم املأ قلوبنا بمحبة نبيك صلى الله عليه و آله و سلم .

The miracles of the phenomenal knowledge : A'la Hazrat Imam Ahmad Reza Khan R.

Dr. Md. Nurun Nabi
Asst. Professor, AUB.
The Chairman, Islamic Research Academy Bangladesh.

A'la Hazrat was born at Berily on 10th shaw'al 1272 Hijri, 14th June 1856 AD in India. By born his name was Mohammad. He was named Amman Mia by his Mother and also named Ahmad Reza by his Grandfather. But by himself he was named "Abdul Mostafa", Subhanallah!

A'la Hazrat was memorized AL- Qur'anul Karim only one month by hearing from another being. At the age of five he delivered his first lecture; at twelve he wrote his first book in Arabic language Hidayatun- Nahu, which deals with Arabic Syntax. At the age of thirteen A'la Hazrat achieved authorization from his father which name was Allama Noki Ali Khan (R) to prescribe the 'Fatwa' towards the Muslim Ummah, which was renowned as Fatwa-E-Rezbia & Africa.

A'la Hazrat learnt and became proficient in 55 branches of knowledge from his father & many more Faculties in Tafsir, Ahadith, Jurisprudence, physical Engineering, modern Astronomy, Science of prosody etc. He wrote poems & songs by addressing to our greatest prophet Hazrat Muhammad (Pbuh) in Arabic, Urdu, Farsi & others languages. Example- "Lam-Yati Naziruka Fi- Nazarin, Misley Tu-na Shud payda Zana." This creation has Five to seven Languages version. (Allahu-Akbar).

A'la Hazrat was the master of Ancient and Modern sciences. One of his Famous book, " Fauze Mubeen Dar Harkate

Zameen," researching the Holy Qur'an as its guideline, proves that the earth is not rotating but is stationary. He also proved that the whole Universe is revolving around the earth. Modern theories believe that the earth is rotating on its axis and that are revolving around the sun.

A'la Hazrat gained a great expertise in the field of Astronomy & Astrology .Once a famous Astronomer & Astrologist named Ghulam Hossain, explained a theory that-" In this month there will be no rain." Ghulam Hossain was drawing a layout as astronomical table; But A'la Hazrat did not accept this logic. He said, Let me describe you in my way, and then he looked towards the clock and asked, what is the time now? Ghulam Hussuin replied, "It is 15 minutes past eleven". A'la Hazrat said, " That means that there is three Quarters of an hour left for 12 O'clock" Saying this, he went to the grandfather clock that was in the room, and with his finger he just moved the big needle of the clock until it was on the twelve, thus showing 12 O'clock. The clock began to chime. Ala Hazrat then said, you said that it would take three Quarters of an hour for the needle to come to twelve O'clock". Ghulam Hussain said, O Ahmad Reza! "You were responsible for altering the position of the needle". After hearing this, A'la Hazrat said," Allah is Almighty and he may alter the position of the stars whenever he wishes. A'la Hazrat had not yet completed his sentence when it began to rain uncontrollably (Subhanallah!). Actually A'la Hazrat Ahmad Reza Khan (R) was the ocean of knowledge by the grace of Allah Subhan-wa T'alah, the reason is that "Man-lahul-Mowla, Falahul kool'.

A brief sketch of Imam Ahmad Reza Khan's reforms

Mohammed Saiful Azam (Phd Student UK)
Director, Minhajul Quran International Northampton, UK

Al-Quran:

"He whose breast Allah has opened for Islam is (stationed) in the light from his Lord" (Az-zumur 39:22)

Al-Hadith:

According to Muawiya (May Allah be pleased with him): I heard the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) say: *If Allah intends someone well, He grants him insight in the religion. I am the only distributor, while the Bestower is Allah. (Sahih Bukhari, Book of Ilm, No 71 and Muslim, Book of Zakat, no1037)*

According to Abu Hurayra (May Allah be pleased with him): *Among what (knowledge) I learnt from Allah's Messenger (Peace and blessings of Allah be upon Him) is that he said: Indeed Allah will send to this ummah at the beginning of every hundred years, someone who will renew its Din for it. (Abu Dawood in al-Sunan, Book of 'Malahim', No 4291)*

A'la Hazrat Imam Ahmad Reza Khan is an institution and a phenomenal scholar who wrote in his 65 years of life more than one thousand books in Arabic, Urdu and Persian on numerous topics including Religion, Philosophy, Science and Law. Scholars of his time use to call him a genius, Imam Abu Hanifa of his time and an encyclopedia of religious sciences. In a very short span of time he has been able to reach at the peak of prophetic knowledge and became the most genius Islamic scholar, jurist, theologian, ascetic, Sufi, and reformer in the sub-continent of India. His works and Religious verdicts (Fatawa) bear testimony to his

intelligence, intellectual caliber, the quality of his creative thinking, his excellent jurisdiction and his ocean-like Islamic knowledge. But unfortunately we failed to present this amazing great individual to the next generation in accordance with his personality. His extraordinary service of 'Deen' has still been protecting the faith of millions of Muslims.

This is really important to know the social and religious situation of the then Indian subcontinent to evaluate his contribution. It is generally said that the period of last three hundred years is a period of clash between religion and modernistic attitude of the world. It happened due to huge developments occurred in social, political, scientific and revolutionary ideas. But it was never a challenge in the history of Islam against the sacred values, Juridical and spiritual authority of Islam. Islam existed in continuity and that is traditional continuity in two dimensions: Vertical continuity of the transformation of original message from generation to generation and Horizontal continuity of expansion of interpretation of Islam.

However, the world has observed as a result of this clash, an intellectual war rather a physical war between religious authority and secular forces. This western historical background of modernism and revolutionary ideas has had a great effect on Muslim society throughout the world. Muslim Ummah was eye witnessing the fall of Muslim rule and their decline in religious, social, political, moral and intellectual life. Under the umbrella of western power, a movement commenced in a place called 'Najd' in Saudi Arabia on the name of 'True Islamic Monotheism and Rejection of Polytheism'. This movement was primarily welcomed by many Muslims as its outward look was Islamic. But it has opened the door of 'Lowering, Minimizing and defaming

the Person and the status of Prophet Muhammad (pubh). This movement made its base in India and a as result of this, the main devastation happened in the most important article of faith which started creating confusion in the mind of the Muslim with regard to the person of the Prophet Muhammad (pubh). It was like a crusade on Islamic faith from both sides; secular as well as religious authority. Divinely revealed path with all its 3 dimensions; Faith (Iman), Practice (Islam) and Spirituality (Ihsan) were badly affected by the newly emerged ideas and situations. Under this circumstance, Muslims in the subcontinent of Asia were greatly in need of a rectifier and a reformer whose breast was divinely opened for religion and who is granted insight in Prophetic knowledge and wisdom to deliver them from the newly emerged innovations and falsities in the domain of all three dimensions of divinely prescribed path. The situation was so horrible that one such amazing individual was needed who is divinely prepared to guard against the tide of falsehood in connection with the Person of the holy Prophet (pubh) and to make preventive measure and framework which safeguard common Muslim from lies, falsehood and decay in faith. Finally, this great man came into existence by the will of Almighty Allah and he was none other than Imam Ahmad Reza Khan Barelwi, commonly known as A'la Hazrat. He was drastic, harsh, tough, inflexible and a sharp sword for the blasphemous who defame holy Prophet (pubh). He was undoubtedly a reformer of his age and his amazing works bear testimony to this.

He was also an unchallenged Islamic Jurist in his time. Many Islamic scholars including Professor Dr. Muhammad Tahirul Qaderi regarded him as a 'Mujtahid fil Masail'. Professor Dr. Muhammad Tahirul Qaderi also said that a careful study on the

work of A'la Hazrat in Islamic Jurisprudence makes it evident that the discipline, comprehension, scientific thought and progressive approach found in his legal and jurisprudential work are unprecedented in last four to five hundred years of Islamic Jurisprudential work. Dr. Qaderi also added that many pioneers of Islamic Jurists had passed away in last five centuries. But the legal work of A'la Hazrat as compare to theirs in 'Tahqeeq' (Scrutiny and investigation), 'Takhreej' (exegesis and exposition), 'Tasheeh' (emendation and rectification), 'Tatbeeq'(implementation), 'Tafseel and Tafree' (elaboration and ramification) is again unique and unmatched. He was the first Islamic Jurist who presented the similar gradation of Islamic values in the act of commission as well as in the act omission. His remarkable work 'Fatawa Razawiyya' was unique and unparalleled in this regard.

Deen-e Islam in its long journey had to face many hurdles caused by the deviant sects. It has created huge tension, disturbance and confusion in the mind of the Muslim Ummah. But scholars of Muslim Ummah who has been declared as 'heirs of Prophetic knowledge' by the Holy Prophet (Darood) himself, protected the traditional Islam in every century and uprooted all kinds of 'Fitna' and deviation from its ambit.

This bright star has fallen down from the Indian sky on 28th of October 1921 and Muslim Ummah lost a shadow of Imam Abu Hanifa of his age forever.

স্মারকগ্রন্থ-২০১৬
আ'লা হযরত কনফারেন্স
প্রকাশক: ইমাম আ'যম ও আ'লা হযরত গবেষণা পরিষদ
স্মারকগ্রন্থ-২০১৭
আ'লা হযরত কনফারেন্স